পুতুলের সংসার

A Doll's House

হে ন্ রি ক ই ব্ সে ন

অনুবাদক

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সংকেত ভবন
৩নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট
পোঃ আঃ এলগিন্ রোড
কলিকাতা
প্রাপ্তিস্থান

প্রথম সংস্করণ ১৩৫০

দাম এক টাকা বারো আনা

মুদ্রাকর: শ্রীকিশোরী মোহন নন্দী "গুপ্তপ্রেশ"

৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা

হেন্‌রিক ইবসেন

নরওয়ে : ১৮২৮—১৯০৬

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, না সমাজনিয়ন্ত্রণ ?—ইব্‌সেনের এই ছিলো চরম প্রশ্ন। এ প্রশ্নের জবাব তিনি দিয়েছেন : ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের জয়গান তার সমস্ত নাটকের মূল-সূত্র। বাইশ বছর বয়েস থেকে প্রায় বাহাত্তর বছর বয়েস পর্যন্ত তিনি যে অজস্র নাটক রচনা করে গিয়েছেন সর্বত্র এই এক কথা। "ডল্‌স্‌ হাউস"-এ তাঁর প্রতিভার উৎকর্ষ হোক আর নাই হোক, এ নাটক সবচেয়ে জনপ্রিয়। এবং এখানে তাঁর মূল মতবাদের উজ্জ্বলতম প্রকাশ। নায়িকা নোরা চরম আঘাতের মধ্যে হঠাৎ আবিষ্কার করল তার পুরো অতীত জীবনে একদিনও সে সচেতন ভাবে বাঁচতে পারেনি। আগে ছিলো বাবার হাতের পুতুল, পরে স্বামীর হাতের—এবং সে নিজের ছেলেমেয়েদেরও পুতুল বিশেষ গড়ে তুলতে চলেছে। এতদিন কাটিয়েছে সমাজ ব্যবস্থার অন্ধ শাসন মেনে। এই পুতুলের সংসার ছেড়ে সে চলে গেলো মুক্তির সন্ধানে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের সন্ধানে।

সমাজতত্ত্বের দিক থেকে এ মতবাদ অভ্রান্ত না হতেও পারে। ইব্‌সেনের সমসাময়িক মনীষীদ্বয় মার্কস ও এঙ্গেলস, যুগান্তকারি আবিষ্কার করেছিলেন যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের ভ্রান্তবিলাসে মুক্তি নেই। এমন কি ক্বত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র বলে জিনিস আসতে পারে সমাজ-সংগঠনের মধ্য দিয়েই। তাই কোনো এক বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অন্ধ আক্রোশের দরুণ সমাজ বলে জিনিসটাকেই অস্বীকার করে বসা কাজের কথা নয়। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমূল পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এমন এক সমাজের সূচনা করতে হবে যেখানে একের

দাবীর সঙ্গে দশের দাবীর পূর্ণ সংগতি। এ সমাজের স্বপ্ন যে অলীক নয় তার প্রমাণ হয়েছে রুশ দেশের 'ঐতিহাসিক মহাযজ্ঞে'। ইব্‌সেন সে জিনিস দেখে যাননি।

কিন্তু, এ সব তর্ক তোলা একদিক থেকে অবান্তর। কেন না ইব্‌সেনের যে খ্যাতির তা আসলে তাঁর দার্শনিকতার দরুণ নয়, নাট্য-কৌশলের দরুণ। পৃথিবীতে এতবড় নাট্যকার জন্মাননি বললে নিশ্চয়ই অতিভাষণ হবে; কিন্তু পৃথিবীতে মাত্র মুষ্টিমেয় নাট্যকার তাঁর সমকক্ষ—এ কথা বলায় সত্যের অপলাপ হয় না। কলাকৌশলের উপর অমন বিস্ময়কর দখল গত কয়েক শতাব্দীতে আর কারুর মধ্যে দেখা গিয়েছে কিনা খুবই সন্দেহের কথা। মনে রাখতে হবে হাল-দুনিয়ার যাঁরা দিকপাল-নাট্যকার তাঁরা প্রায়ই ইব্‌সেনের শিষ্য—শ' বলুন, ব্রানডেস বলুন, আর্চার বলুন সকলেই। ইব্‌সেনের নাটক অনুবাদ করবার উৎসাহ পেয়েছি সেই কারণেই। বিশেষ করে "ডল্‌স্‌-হাউস" অনুবাদ করলুম এই আশায় যে আমাদের দেশের মঞ্চেও এর অভিনয়ের সম্ভাবনা প্রচুর।

———

অভিনয় প্রসঙ্গে

'ডল্‌স্‌-হাউস'-এর রচনাকাল ১৮৭৯। এ নাটকের নায়ক-নায়িকা যে-নরওয়ের প্রতীক ছিলো আজকের নরওয়ে তাদের পিছনে ফেলে এসেছে। কারণ, সমাজ বদলায়। কিন্তু, সমাজ বদলায় বলেই আজকের দিনে বাংলা দেশের পটভূমিতে পুতুলের সংসার অতিবড় বাস্তব নাটক হয়ে দাঁড়াতে পারে। কেন না, ১৯৪৪-এ বাংলা দেশের নাগরিক মন এমন এক জায়গায় এসে পড়ছে যার কাঠামো মোটামুটি ১৮৭৯-এর নরওয়ে সমাজের সমতুল্য। বাংলায় ভালো নাটকের অভাব প্রত্যক্ষ; এ-ক্ষেত্রে ইব্‌সেনের মতো যুগান্তকারী নাট্যকারের একটি শ্রেষ্ঠ নাটক যদি হাল-বাংলার পটভূমিতে বেমানান না হয় তা হলে দেশের মর্মজগতের একটা প্রকাণ্ড অভাব আংশিকভাবেও দূর হতে পারে।

সামাজিক অবস্থার কাঠামোয় মোটামুটি মিল থাকলেও কতকগুলো খুঁটিনাটির পরিবর্তন করে নিতেই হবে। যেমন, আমাদের দেশে কারুর নাম টরভিল্‌ড হতে পারে না; অতি-বড় ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজেও নয়। ক্রিসমাসের উৎসবকে ক্রিসমাস রাখলে মঞ্চে বে-মানান লাগবে। তাই অভিনয় করবার আগে যে সব অনিবার্য পরিবর্তন প্রয়োজন তার একটা কাঁচা খসড়া এখানে করে দিলুম। এগুলো কয়েকটা মূলসূত্র মাত্র। অভিনয়ের সময় যিনি প্রযোজক থাকবেন তিনি অনায়াসেই এই মূলসূত্রগুলো অনুসরণ করে তর্জমাটাকে অভিনয়-উপযুক্ত করে নিতে পারবেন।

পাত্র-পাত্রী

টরভিল্‌ড হেলমার ... ... ত্রিদিপ সরকার

নোরা ... ... বুলি

ডক্টর র‍্যাঙ্ক	…	…	…	ডক্টর রায়
মিসেস্ লিণ্ড	…	…	…	মিসেস্ মিলি সেন
নিল্‌স ক্রগ্‌ষ্ট্যাড		…	…	সৌরীন দাসগুপ্ত
এ্যানী	…	…	…	করুণা

'নার্স' কথাটার বদল দাই-মা করলে যদি সুবিধে হয় তা হলে তাই করা যেতে পারে। মিসেস মিলি সেন বিধবা। তার পুনর্বিবাহ আজকের দিনে আমাদের সমাজে খাপছাড়া লাগবার কথা নয়। কিন্তু যদি কোন বিশেষ অভিনেতার দল এ-কারণে মুষ্কিলে পড়েন তা হলে সামান্য অদলবদল করে মিলি-কে অবিবাহিতা রাখা যায়। তাহলে সৌরীনকে সে যে আগে প্রত্যাখ্যান করেছিলো তার কারণ করতে হবে মিলির পোষ্যবর্গের দায়িত্ব ও সৌরীনের দৈন্য। অবশ্যই, এতে ব্যাপারটা একটু জটিল হয়ে পড়ে।

(২) স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় ইটালি যাওয়া সম্ভব নয়। ওটা আসাম অঞ্চল করা ভালো। তা হলে, পরে ট্যারেন্টেলা নাচের বদল মনিপুরি নাচ বসানো চলে।

(৩) ক্রিসমাসের বদল কালিপূজো করলে কী রকম হয়? তা হলে ক্রিসমাস-ট্রি-র বদল আতশবাজির ঝাড়া করতে হবে। কালিপূজোর সন্ধেয় বাঙালী-বাড়িতে ভোজের ব্যাপারটাও বে-মানান নয়; ছোট ছেলেপুলের জন্যে নতুন জামা, খেল্‌না ইত্যাদি কিনে আনাও সঙ্গত। (পানীয়ের প্রসঙ্গ আপত্তি থাকলে বাদ দেওয়া যায়)।

(৪) ফ্যান্সি-ড্রেস্ পার্টি যদি আমাদের দেশে খুব বেখাপ্পা লাগে তা হলে উপর তলার ভদ্রলোকদের বাড়ি কারুর জন্মদিন করা যায়। নোরার নাচের আসর অনায়াসে চলে। নোরার নাচের মহড়াকে গানের মহড়া করতে হবে; এবং এমন গান বেছে নেওয়া দরকার যার নাট্যগুণ প্রচুর। অবশ্য ফ্যান্সি-ড্রেসের বদল উপর তলায় কারুর জন্মদিন উপলক্ষে "চিত্রাঙ্গদা" নাটকের পারিবারিক অভিনয় বসিয়ে দেওয়া যায় এবং বুলি যদি "ঝড় নেমে আয়" নাচের মহড়া দেয় তা হলে নাট্যগুণ

অনেকখানি বর্তমান থাকে। তাতে আর একটা সুবিধে হয়: আসাম অঞ্চলে ত্রিদিপের স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের সময় সে বুলির জন্যে মনিপুরি সাজ একটা কিনে দিয়েছিলো, এ-কথাও রাখা চলে। আমার মতে এই শেষোক্ত পরিবর্তনটিই সবচেয়ে বাঞ্ছনীয়।

(৫) এ ছাড়া খুঁটিনাটি গোটাকতক পরিবর্তন করতে হবে। অভিনেতা ও প্রযোজক মাত্রই তা করে নিতে পারেন।

পাত্র-পাত্রী

টরভিল্‌ড হেল্‌মার

নোরা, তার স্ত্রী

ডক্টর র‍্যাঙ্ক

মিসেস্‌ লিন্‌ড্‌

নিল্‌স্‌ ক্রগ্‌ষ্টাড্‌

এ্যানি, তাদের নার্স

হেলমারের তিনটি ছেলেমেয়ে

একজন ঝি

একজন চাকর

নাটকের ঘটনাস্থল হেল্‌মারের বাড়ি

প্রথম অঙ্ক

দৃশ্য : চমৎকার গোছানো একটা ঘর, কিন্তু বাহুল্যের লক্ষণ কোথাও নেই। পেছনে, ডানদিকে, সদরঘরে যাবার দরজা, বাঁদিকে দরজা হেলমারের পড়ার ঘরে যাবার। মাঝখানে পিয়ানো। বাঁদিকের দেয়ালের মাঝামাঝি একটা দরজা. তার একটু পরেই জানলা। সেই জানলার সামনে গোল টেবিল, আরামকেদারা আর একটা ছোট সোফা। ডানদিকের দেয়ালের একেবারে কোনার কাছে আর একটা দরজা। তার আর একটু সামনের দিকে প্রায় মঞ্চের ফুট-লাইটের কাছাকাছি আগুনের চিমনি, দুটো আরামকেদারা, একটা দোলা-চেয়ার। দরজাটা আর চিমনির মাঝে ছোট টেবিল। দেয়ালে কিছু শয্যাদ্রব্য—ছোট কাঁচের আলমারিতে চীনে খেলনা। বইএর আলমারি, সুন্দর বাঁধানো বই। মেঝেতে কার্পেট। চিমনিতে আগুন। শীতকাল।

বাইরে সদরঘরে ঘণ্টা শোনা গেল। তারপরই দোর খোলার শব্দ। নোরা ঢুকলো ; ফূর্তিতে ভরতি মেজাজ, গুনগুন করছে একটা গান। গায়ে বাইরে বেরুবার পোষাক, হাতে গোটাকতক মোড়ক। ডানদিকের টেবিলে সেগুলো রাখলো। পেছনের দরজাটা আর ভেজিয়ে দিলো না ; তার মধ্যে দিয়ে দেখা গেল চাকর হাতে ক্রিস্‌মাস্‌-ট্রি ও একটা ঝুড়ি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর দেখা গেল যে, যে ঝি দরজা খুলে দিয়েছিলো সে সেগুলো নিয়ে চলে যাচ্ছে।

নোরা ক্রিস্‌মাস্‌-ট্রি-টা ভালো করে লুকিয়ে রেখো, হেলেন। সন্ধের মুখে এটাকে সাজানো হবে, তার আগে বাচ্চাদের চোখে না পড়ে।
- [চাকরের দিকে চেয়ে] কত দিতে হবে ?

চাকর ছ' পেন্স।

নোরা একটা সিলিং রয়েছে। না না, খুচরোটা তুমিই রাখ।

[চাকর ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যায়। নোরা দোর বন্ধ করে দেয়। আপন মনে হাসতে-হাসতে টুপি আর কোট খুলে ফেলে। পকেট থেকে একমুঠো ম্যাকারুণ বের করে গোটা কতক মুখে দেয়।

তারপর পা টিপে-টিপে স্বামীর ঘরের দরজার কাছে গিয়ে কাণ পেতে একটু শোনে।] হুঁ, বাড়িতেই আছে। [আবার গুনগুন করতে-করতে ডানদিকের টেবিলের কাছে যায়]

হে ল্ মা র [নিজের ঘর থেকে] আমার বুলবুলিটা ওখানে গুনগুন করছে নাকি ?

নো রা [কয়েকটা মোড়ক খুলতে-খুলতে] হুঁহুঁ।

হে ল্ আমার বাচ্চা কাঠবিল্লিটা কিচ্‌কিচ্‌ করছে যেন !

নো রা হুঁহুঁ।

হে ল্ বুলবুলিটা বাড়ি ফিরল কখন ?

নো রা এই এখুনি। [ম্যাকারুনের ঠোঙা পকেটে পুরে মুখ মোছে]। এদিকে এসো টরভিল্‌ড্‌, দেখো কত কি এনেছি !

হে ল্ আমায় এখন জ্বালিও না। [একটু পরেই দোর খুলে সে বেরোয়, হাতে কলম] কি যেন বলছিলে, কী কিনেছো ? এত সব জিনিস ? আবার আমার বাচ্চা বেহিসেবীটা গুচ্ছের পয়সা নষ্ট করে এলো ?

নো রা হুঁ। কিন্তু টরভিল্‌ড্‌, এ-বছরটা আমরা সত্যি একটু স্বচ্ছন্দে খরচা করতে পারি। এই ত প্রথম ক্রিসমাস্ এলো সংসারে যখন টানাটানি নেই।

হে ল্ তবু, তুমি ত জানই, বেহিসেবী খরচা করার সঙ্গতি সত্যি আমাদের নেই !

নো রা না না টরভিল্‌ড্‌, একটু বেহিসেবী হলে এবছর ক্ষতি নেই। এই এত্তটুকু বেহিসেবী ! তোমার ত এবার থেকে মাইনে খুব বাড়ছে আর তুমি ঘরে আনবে অনেক অনেক টাকা।

হে ল্ সে ত নতুন বছর সুরু হবার পর। আর প্রথম মাইনেটা পেতে-পেতে অন্তত মাস তিনেক সময় ত যাবেই।

নোরা ওঃ; সে-কটা দিন পার করে অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যাবে।

হেল্‌ নোরা! [হাসতে-হাসতে তার কাছে এগিয়ে মজা করার ভঙ্গিতে একটা কান ধরে]— সেই গোবর-পোরা ছোট্ট মাথা! আচ্ছা, ভেবে দেখো ত, আজ না হয় আমি পঞ্চাশ পাউণ্ড ধার করলুম, ক্রিসমাস্‌ সপ্তাতে তুমি তার সবটুকু উড়িয়ে দিলে। তারপর ধরো, নতুন বছরের প্রথম দিন সন্ধের মাথার ওপর হঠাৎ একটা টালি খসে পড়ে আমি গেলাম মারা। আর—

নোরা [তার মুখ চেপে ধরে] আঃ! ও-সব বিশ্রী কথা মুখে এনো না।

হেল্‌ তবু, ভেবে দেখো, যদি তাই হয়, তখন—?

নোরা যদি তাই হয় তা হলে আমার ধার থাকুক আর নাই থাকুক, কিছুই এসে যায় না।

হেল্‌ বুঝলাম। কিন্তু যারা ধার দেবে তারা?

নোরা তারা? তাদের কথা আর কে ভাবতে যাচ্ছে? আমি কি তখন বসেবসে তাদের কথাই ভাবছি?

হেল্‌ কথাটা ঠিক মেয়েদের মতোই হল। কিন্তু, বাস্তবিক নোরা, আমি কী মনে করি জানো? ধার একটুও নয়, এক পয়সাও নয়। যারা ধার করে তাদের বাড়িতে না থাকে শান্তি, না থাকে স্বাধীনতা। এতদিন পর্যন্ত আমরা দুজন সোজা পথে এগিয়েছি। আর যে-কটা দিন যুঝতে হবে সে-কটা দিনও যেন সোজা পথেই চলতে পারি।

নোরা [চিমনির কাছে এগিয়ে] বেশ, যা ভালো মনে করো তাই হ'বে।

হেল্‌ এসো এসো; আমার বুলবুলিটা অমন চুপ করলে চলবে না। কী হল, আমার কাঠবিল্লিটার মেজাজ বিগড়ে গেল নাকি?

[পকেট থেকে পার্স বের করে] নোরা, এর মধ্যে কী আছে বলো দিকিনি ?

নোরা [চট করে ঘাড় ফিরিয়ে] টাকা !

হেল্ ঠিক বলেছো। [ওকে কিছু টাকা দিলো] ক্রিসমাসের দিনে সংসার-খরচা যে কত বেড়ে যায় তা কি আর বুঝি না মনে করেছ ?

নোরা [গুণতে-গুণতে] ··· দশ শিলিং ··· এক পাউণ্ড,···দুপাউণ্ড— ওঃ, অনেক ধন্যবাদ টরভিল্ড্, ওতে আমার বেশ কিছুদিন চলে যাবে।

হেল্ চলা ত উচিত।

নোরা হুঁহুঁ; ঠিক হবে। কিন্তু এদিকে এসো, দেখো কী সব এনেছি। আর কী সস্তা সব! দেখো, আইভারের জন্যে নতুন এক জোড়া স্যুট আর একটা তলোয়ার; বব্-এর জন্যে একটা ঘোড়া আর একটা ট্রামপেট; এ্যানির জন্যে পুতুল আর পুতুলের ছোট্ট খাট। তেমন বাহারি কিছু হল না, কিন্তু ও ত দুদণ্ডেই ভেঙে টুকরো করে ফেলবে। আর এই দেখো ঝি-চাকরদের জন্যে জামার কাপড়, ঝাড়ন-টাড়ন। অবশ্য, উচিত ছিলো এ্যানির জন্যে আর একটু ভালো কিছু আনা।

হেল্ আর এই মোড়কটায় কী ?

নোরা [চেঁচিয়ে উঠল] না না, সন্ধের আগে তুমি ওটা কিছুতেই দেখতে পাবে না।

হেল্ আচ্ছা বেশ। কিন্তু এবার বলো দিকিনি তোমার নিজের জন্যে ঠিক কী পছন্দ ?

নোরা আমার জন্যে ? না না, আমার কিছুই চাই না।

হেল্ কিছু তোমায় নিতেই হবে। কী পেলে খুব খুসি হবে বলো; অবশ্য নেহাত অন্যায় কিছু চেয়ে বোসো না তাই বলে।

নো রা কিছুই ত ভেবে পাচ্ছি না। জানো, টরভিল্‌ড্, যতক্ষণ না …

হে ল্‌ কী বলো —

নো রা [ওর কোটের বোতামের ওপোর আঙুল বুলোতে-বুলোতে চোখ না তুলেই] যদি সত্যি আমায় কিছু দিতে চাও তা হলে, তা হলে …

হে ল্‌ আহা, বলোই না।

নো রা [হুড়মুড় করে] আমায় কিছু টাকা দিলে ভালো হয়। খুব বেশি নয়, যতটুকু পারো ততটুকু। পরে না হয় তাই দিয়ে কিছু কেনা যাবে।

হে ল্‌ কিন্তু নোরা—

নো রা না না, আপত্তি কোরো না। চকচকে কাগজে টাকাগুলো মুড়ে ক্রিসমাস ট্রি-তে ঝুলিয়ে রাখব — কী মজাই হবে একবার ভাবো দিকিনি!

হে ল্‌ যে সব বাচ্চা ছেলেমেয়ে কেবল বাজে খরচ করে তাদের কী বলে?

নো রা 'উড়োনচণ্ডে'! ও আমি ঢের জানি। কিন্তু এখন যা বলছি শোনো। পরে ভালো করে না-হয় ভেবে দেখা যাবে আমার ঠিক কিসের দরকার। সেই বেশ নয়?

হে ল্‌ [হাসতে-হাসতে] তা ঠিক। অবশ্য, যদি সত্যিই তুমি এখন এটা জমিয়ে রাখো আর পরে যদি সত্যি-সত্যি ও দিয়ে ভালো কিছু কেনো। কিন্তু যদি সবটাই সংসারের খরচায় বা বাজে জিনিস কিনে এক্ষুনি উড়িয়ে দাও তা হলে মিছিমিছি পরে আবার আমায় খরচ দিতে হবে।

নো রা কিন্তু, কিন্তু টরভিল্‌ড্—

হে ল্‌ একথা তুমি ত আর অস্বীকার করতে পারো না, নোরা! [আদরএর ভঙ্গিতে পিঠের কাছে হাত দিয়ে] আমার ফুটফুটে

ছোট্ট উড়োনচণ্ডেটি—কত খরচই করতে পারো! এতটুকু বাচ্চারাও যে সাংঘাতিক খরচ করতে পারে তা যেন বিশ্বাসই হতে চায় না।

নোরা অত্যন্ত অন্যায় কথা। আমি ত যতটুকু পারি জমিয়ে যাই।

হেল্ ঠিকই বলেছো। "যতটুকু পারো"—কিন্তু পারো না যে একটুও।

নোরা [খুসিমুখে চুপচাপ হাসতে হাসতে] এই সব বাচ্চা বুলবুলির আর কাঠবেড়ালির যে কত রকম খরচা তা যদি জানতে!

হেল্ এ-দিক থেকে তুমি হয়েছো ঠিক তোমার বাবারই মতো। টাকা আদায় করবার একটা না একটা নতুন ফিকির দিব্বি বের করতে পারো—আর টাকাটা তোমার হাতে পৌঁছোবার পর যেন হাওয়ায় উড়ে যায়, কোনো হদিসই পাওয়া যায় না। এই বেহিসেবী খরচ করা তোমার রক্তে আছে—বাবার গুণগুলো না পেয়ে আর উপায় কি বলো?

নোরা বাবার বাকি গুণগুলোও যদি পেতুম তাহলে ত বেঁচে যেতুম।

হেল্ কিন্তু তোমার মধ্যে আর নতুন গুণের দরকার নেই। তুমি যা ঠিক তাই আমার ভালো লাগে; — বাচ্চা বুলবুলিটা! কিন্তু, আমার কি রকম আজ বারবার মনে হচ্ছে তুমি কী একটা অস্বস্তিতে যেন ভুগছো!

নোরা মনে হচ্ছে না কি?

হেল্ বাস্তবিক মনে হচ্ছে। দেখি আমার দিকে একবার ভালো করে তাকাও দিকিনি।

নোরা [ওর দিকে চেয়ে] দেখো!

হেল্ [ওর মুখের কাছে আঙুল নাড়তে-নাড়তে] ঠিক করে বলো দিকিনি আজ একবার চকোলেটের দোকানে উঁকি মেরেছিলে কি না?

নো রা [মুখ চেপে] কক্ষণো না।

হে ল্ দু-একটা ম্যাকারুনও মুখে ফেলো নি ?

নো রা সত্যি না টরভিল্ড্।

হে ল আরে ; আমি ত শুধু ঠাট্টা করছি।

নো রা [টেবিলের কাছে গিয়ে] তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমি যাবো না, জেনো।

হে ল্ তা জানি, তা জানি। তাছাড়া, তুমি যখন আমায় কথা দিয়েছ,—[ওর কাছে এগিয়ে] ক্রিসমাসের জন্যে তোমার সমস্ত চমকই সামলে রাখো, সন্ধের আগে আর ওতে কেউ হাত দেবে না।

নো রা ডক্টর র‍্যাঙ্ক-কে নেমন্তন্ন করবার কথা মনে ছিলো তোমার ?

হে ল্ না। তার দরকারও পড়ে না। ও এমনিতেই আসবে। যাই হোক, আজ সকালে ও যখন আসবে তখন বলে দেবোখন। কিছু ভালো পানীয় আনতে পাঠিয়েছি। সন্ধে যে কখন হবে সেই আশাতেই বসে আছি।

নো রা আমিও ঠিক তাই। আর বাচ্চাদের কী মজাটাই লাগবে একবার ভেবে দোখো !

হে ল্ বেশ সচ্ছল রোজগার আর শান্তিপূর্ণ সংসার—এ যদি থাকে তা হলে কী আরামটাই লাগে ! চমৎকার নয় নোরা ?

নো রা বাস্তবিক চমৎকার।

হে ল্ গত ক্রিসমাসের কথা মনে পড়ে ? আগে থাকতে তুমি ঠিক পুরো তিন সপ্তাহ ধরে অনেক রাত পর্যন্ত কত সাজানই না সাজালে। সে-তিনটে সপ্তাহ আমার যা বিরক্ত লাগত !

নো রা আমার একটুও বিরক্ত লাগত না।

হে ল্ [হাসতে-হাসতে] আর ফলটা কী হয়েছিল ?

নো রা আঃ; আবার তাই নিয়ে ঠাট্টা! বেড়াল ঢুকে যদি সব ছিঁড়েখুঁড়ে একসার করে তাহলে আমি কী করতে পারি বলো।

হে ল্ নিশ্চয়ই; তুমি আর কী করতে পার? তুমি ত' আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলে আমাদের সবাইকে খুসি করতে; সেটাই আসল কথা। যাক, আমাদের দৈন্যের দিন শেষ হয়েছে, আশ্চর্য আনন্দের কথা নয় কি?

নো রা বাস্তবিক, আশ্চর্য!

হে ল্ এ-বছর আর আমায় সমস্তক্ষণ বিরক্ত মনে বসে থাকতে হবে না, তোমাকেও প্রাণ বের করে ঘর সাজাবার চেষ্টা করতে হবে না।

নো রা [হাততালি দিয়ে] না টরভিল্ড্; এবার বাস্তবিক আমায় অত কষ্ট করতে হবে না। তোমার মুখে এ-সব কথা শুনতে কী ভালো যে লাগে! [ওর হাত ধরে] শোনো, কেমন ভাবে সব গোছগাছ করতে চাই বলছি তোমায়। ক্রিসমাস শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে ··· [বাইরে কলিং-বেল্ শোনা গেল]—আবার ঘণ্টা! [ঘরটা চটপট একটু গুছিয়ে নিতে-নিতে] কেউ এসেছে নিশ্চয়ই! কী জ্বালা!

হে ল্ যদি বাইরের কেউ হয় বলে দিও আমি বাড়ি নেই।

ঝি [দোর গোড়ায়] একটি অচেনা মহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

নো রা আসতে বলো।

ঝি [হেল্মারের প্রতি] ডাক্তারবাবুও একই সঙ্গে এসে পড়েছেন।

হে ল্ ও কি সোজা আমার ঘরে গেছে?

ঝি আজ্ঞে হ্যাঁ।

[হেল্‌মার নিজের ঘরে চলে গেল। ঝি মিসেস্‌ লিণ্ড-কে
ঘরে পৌঁছে দিয়ে দোর ভেজিয়ে চলে গেল। মিসেস্‌
লীণ্ড-এর দেহে ভ্রমণের বেশ।]

মি সে স্‌ লি ণ্ড [চাপা ত্রস্ত গলায়) কেমন আছো নোরা ?

নো রা [আমতা-আমতা করে] ··· তুমি ··· কেমন ···

মি, লি, আমায় চিনতে পারছো না মনে হচ্ছে !

নো রা না, ঠিক মনে পড়ছে না ! হুঁহুঁ, কোথায় যেন [হঠাৎ] ওঃ, তুমি ক্রিষ্টাইন্‌ নও ?

মি, লি, হুঁ ; আমিই।

নো রা দেখোতো, তোমাকেই চিনতে পারছিলুম না ! [মিষ্টি গলায়] কী ভয়ানক বদলে গেছো তুমি ?

মি, লি, হুঁ। ন-দশ বছর হতে চল্ল ! অনেকটা বদল হয়েছে বই কি।

নো রা অত দিন হয়ে গেল নাকি ? তাই ত মনে হচ্ছে ! গত ৮ বছর আমার দিন কিন্তু ভালোই কেটেছে। যাই হোক, এতদিন পরে এই শীতে অত দূর থেকে তুমি সহরে এলে !

মি, লি, আজ সকালে ষ্টিমারে এসে পৌঁছেছি !

নো রা ক্রিসমাসের দিনে খানিক আনন্দ করতে ? কী মজা ! আজ বেশ একসঙ্গে ফুর্তি করা যাবে। কিন্তু জামাকাপড় বদলাও ঠাণ্ডা লাগেনি ত ? [ওর জামা খোলায় সাহায্য করতে গেল] এসো, খানিক আগুনের ধারে আরাম করে বসা যাক। ··· তুমি ওই আরামকেদারাটায় বোসো ; আমি বসব দোলা-চেয়ারটায়। [ওর হাত ধরল] হুঁ, এতক্ষণে তোমায় ঠিক আগের মতো দেখাচ্ছে। প্রথমটায় ··· তোমায় একটু ফ্যাকাসে দেখছি যেন, একটু রোগাও হয়েছো মনে হচ্ছে !

মি, লি, আর বয়েস গেছে অনেক বেড়ে, নয় ?

নোরা তা একটু বেড়েছে বই কি। এমন আর কি, খুব অল্প! [হঠাৎ থেমে, খুব গম্ভীর ভাবে] কিন্তু কী পাগলের মতো বকছি! ক্রিষ্টাইন আমায় ক্ষমা কোরো।

মি, লি, কী বলছ নোরা?

নোরা [শান্ত গলায়] ক্রিষ্টাইন তোমার স্বামী মারা গিয়েছেন, না?

মি, লি, হুঁ, বছর তিনেক হল।

নোরা আমি জানতুম। কাগজে দেখেছিলুম। বিশ্বাস করো, প্রায়ই ভাবতুম তোমায় চিঠি দোবো। কতোবার চেষ্টা করেছি! কিন্তু প্রত্যেক বারই একটা-না-একটা ···

মি, লি, বুঝতে পারি ভাই।

নোরা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে, ক্রিষ্টাইন। বাস্তবিক তোমার কী দুঃখ গেছে? তিনি কিছু রেখেও যাননি?

মি, লি, না।

নোরা ছেলেপুলেও না?

মি, লি, না।

নোরা তার মানে কিছুছু নয়?

মি, লি, ভাববার মতো কোনো সুখদুঃখ পর্যন্ত নয়।

নোরা [ওর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে] কিন্তু, তাই কি সম্ভব ক্রিষ্টাইন?

মি, লি, [ম্লান হাসি হাসতে-হাসতে নিজের চুল নাড়ে] মাঝে-মাঝে এ-রকমও হয়, নোরা।

নোরা তার মানে তুমি একেবারে একা? কী কষ্টকর, বাস্তবিক কী অসম্ভব করুণ! আমার তিনটে ফুটফুটে ছেলেমেয়ে আছে। এক্ষুনি, ভাই, তাদের দেখাতে পারব না — এইমাত্র নার্সের সঙ্গে বেরুলো। কিন্তু, তুমি বলো তোমার সব কথা।

মি, লি, না না; আমি তোমার সব খবর শুনতে চাই।

নো রা না না, তোমায় সুরু করতে হবে। আজকের দিনে আমি স্বার্থপরতা করব না; আজকের দিনে ভাববো শুধু তোমার কথা। কেবল একটা খবর দিয়ে রাখি: শুনেছো কি হালে আমাদের বরাৎ দারুণ খুলেছে?

মি, লি, না; কী বলো।

নো রা ভেবে দেখো একবার, আমার স্বামী এখন ব্যাঙ্ক-এর ম্যানেজার হয়েছেন!

মি, লি, তোমার স্বামী? বাস্তবিক সৌভাগ্যের কথা!

নো রা নিশ্চয়; ভয়ঙ্কর সৌভাগ্য। উকিলের কাজে একেই স্থিরতা কম তায় টরভিল্ড্ কিছুতেই অন্যায় মামলা নিতে রাজি হত না। এবিষয়ে আমিও ছিলুম একেবারে একমত। ... আমরা এখন যে কী খুসি হয়েছি! নতুন বছর থেকে ও যোগ দেবে ব্যাঙ্ক-এর ম্যানেজার-পদে, তখন পাবে অনেক মাইনে আর অনেক কমিশনও। ভবিষ্যতে আমরা একেবারে অন্যভাবে থাকবো, যা-ইচ্ছে-হবে তাই করতে পারবো। ও! আমার যে কী ভালো লাগছে, কী আরাম লাগছে! দেদার টাকা, অভাব নেই, দুশ্চিন্তা নেই—

মি, লি, হুঁ, প্রয়োজন মতো টাকা থাকায় আরাম আছে বইকি।

নো রা না না, শুধু প্রয়োজন কেন? অনেক অনেক টাকা, প্রায় টাকার স্তূপ—

মি, লি, [হাসতে-হাসতে] নোরা, নোরা, তোমার কি এখনো সুবুদ্ধি হল না? স্কুলে ত মনে পড়ে তুমি ছিলে একটি মস্ত উড়োন চণ্ডে!

নো রা [হেসে উঠে] হুঁ; টরভিল্ড্ও তাই বলে। [ওর দিকে আঙুল তুলে] কিন্তু "নোরা"কে তোমরা যেমন বোকা মনে করো

আসলে ও সে রকম বোকা নয়। এতদিন পর্যন্ত নষ্ট করার মতো পয়সা আমাদের ছিলো না, খাটতে হয়েছে দুজনকেই।

মি, লি, তোমাকেও ?

নো রা হুঁ। নানান রকম। ছুঁচের কাজ, সেলাই-এর কাজ, এই রকম অনেক। [চাপা গলায়] আরও নানান কাজ। তুমি ত জানোই, আমাদের বিয়ের পর টরভিল্ড্ অফিস্ ছাড়তে বাধ্য হয়। সেখানে উন্নতির কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না, অথচ ওর প্রয়োজন হল আগের চেয়ে বেশি টাকা। প্রথম বছরটায় সাংঘাতিক খাটুনি পড়ল। যেদিকে যেমন করে হোক, করতে হল টাকার জোগাড়। রাত নেই, দিন নেই, পরিশ্রম। শরীরে টিঁকলো না, মারাত্মক রোগে ধরল। ডাক্তার বল্লে হাওয়া বদল না করলেই নয়।

মি, লি, পুরো এক বছর তোমরা ইটালিতে ছিলে, না ?

নো রা হুঁ। কিন্তু যাওয়াটা ত সহজ কথা নয়। তখন সবে আইভার জন্মেছে। যেতে তবু হোলো। ও! কী সুন্দর পথ! টরভিল্ড্ ত বেঁচে উঠল। কিন্তু, খরচ যে কী ভয়ানক হয়েছিলো!

মি, লি, তা ত হবার কথাই।

নো রা প্রায় শ আড়াই পাউণ্ড!

মি, লি, ও-রকম বিপদের সময় টাকাটা পাওয়াও কপালের কথা বলতে হবে।

নো রা ওটা অবশ্য আমার বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলুম।

মি, লি, ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ। প্রায় সেই সময়েই তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো, না ?

নো রা হুঁ। ভাবো একবার! তাঁর ত কোনো সেবাই করতে পারলুম না। তখন যে-কোনদিনই আইভার-এর জন্মাবার সম্ভাবনা, আর অসুস্থ টরভিল্ড্‌কেও দেখতে হত। বাবাকে আর চোখে দেখতে পেলুম না। বিয়ের পর এর মতো দুঃখ আমার হয়নি।

মি, লি, তুমি তাঁকে যে কী ভালোবাসতে তা জানি। যাই হোক, তারপর তোমরা গেলে ইটালি?

নো রা হুঁ; তখন হাতে কিছু টাকা ছিলো। ডাক্তারও জোর করল যেতে; তাই মাসখানেকের মধ্যেই আমরা রওনা হলুম।

মি, লি, তোমার স্বামী বেশ সুস্থ হয়ে উঠলেন ত?

নো রা একেবারে সুস্থ।

মি, লি, কিন্তু ডাক্তার ...

নো রা ডাক্তার আবার কি?

মি, লি, মনে হচ্ছে আমার প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই যে-ভদ্রলোক এলেন তাঁকে তোমার ঝি যেন ডাক্তারই বল্ল।

নো রা ও, ও ত ডাক্তার র‍্যাঙ্ক। এখানে রোগী দেখতে আসেন না। উনি আমাদের সবচেয়ে বড়ো বন্ধু, রোজই একবার করে আসেন। না না, তারপর টরভিল্ড্-এর একদিনও একটুও অসুখ করেনি। আমাদের ছেলেপুলেরাও সুস্থ, আমিও। [হঠাৎ লাফিয়ে উঠে] ক্রিষ্টাইন! ক্রিষ্টাইন! সুস্থ জীবন বাস্তবিক কী সুখের! কিন্তু শুধু নিজের কথাই বলে চলেছি। [ওর কাছের টুলটায় বসে ওর কোলে কনুই-এর ভর দিয়ে] রাগ কোরো না ভাই। একটা কথা সত্যি করে বলো, স্বামীকে কি তুমি একেবারে ভালোবাসোনি? তাহলে তাকে বিয়ে করলে কেন?

মি, লি, তখন মা-র খুব অসুখ, আমার ঘাড়েই ছোট দুটি ভাই-এর সমস্ত খরচ। তাই ওকে প্রত্যাখান করা সুবুদ্ধির হবে না বলে মনে হয়েছিলো।

নো রা বোধ হয় ঠিকই করেছিলে। তাঁর আর্থিক অবস্থা ত রীতিমতো ভালো ছিলো; না?

মি, লি, আমারও ত তাই ধারণা ছিলো। কিন্তু দেখলুম ওর ব্যবসা অতি ক্ষণভঙ্গুর। মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। কিছুই প্রায় বাকি রইল না।

নো রা তারপর ?

মি, লি, কী আর করা যায়! যা-কিছু দেখি আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করি। প্রথম একটা ছোট দোকান খুললুম, তারপর একটা ছোট্ট স্কুল, এই রকম আর কি। শেষ তিনটে বছর কেটেছে যেন একটা একটানা কাজের দিন, মুহূর্তের বিশ্রাম নেই। এতদিনে তার শেষ হল, নোরা। ছুটি পেয়েছি; মা আর আমার উপর নির্ভর করেন না, তিনি মারা গেছেন। ভাইরাও নির্ভর করে না, চাকরি পেয়েছে, আমায় ছেড়ে যাচ্ছে।

নো রা নিশ্চয়ই নিশ্বেস ফেলে বাঁচছো!

মি, লি, না না। জীবনটা অসম্ভব ফাঁকা লাগছে। কার জন্যে আর বাঁচবো বলো? [অস্বস্তির ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো] তাই ওখানে আর টিঁকতে পারলুম না। ভাবলুম এখানে হয়ত দিন কাটাবার মতো একটা কিছু পাব। নিয়মিত খাটতে হবে এমন কোনো চাকরি যদি সত্যি কপালে জোটে, যেমন-তেমন কোনো অফিসের চাকরি।

নো রা কিন্তু, ক্রিটাইন, তাতে যে কী ক্লান্তি! এমনিতেই তোমায় ক্লান্ত দেখাচ্ছে! বরং কোথা থেকে হাওয়া বদলে এসো।

মি, লি, [জানলার কাছে এগিয়ে] আমার ত আর বাবা বেঁচে নেই যে বাইরে যাবার টাকা দেবেন।

নো রা [উঠে দাঁড়িয়ে] রাগ কোরো না ভাই।

মি, লি, [ওর কাছে এগিয়ে] রাগ করার কথা বরং তোমার। জানো, আমার মতো অবস্থায় পড়বার সবচেয়ে বিশ্রী দিক কী?

মন একেবারে তেতো হয়ে থাকে। কেউ নেই, কারুর জন্যে কিছু করবার নেই। একমাত্র আশা দৈবাৎ যদি কপালে কিছু জোটে। তবু বাঁচতে হয়ই, নিছক নিজের জন্যে বাঁচতে হয়, তাই মানুষ স্বার্থপর হয়ে ওঠে। তুমি যখন তোমার সৌভাগ্যের কথা বলছিলে তখন আমার মন খুসি হয়ে উঠছিলো, কেন জানো? তোমার কপাল ফিরেছে বলে নয়, আমার কপাল ফিরল বলে। বিশ্বাস করবে?

নো রা তার মানে? ও, বুঝেছি। তুমি ভাবছো টরভিল্ড্ হয়ত তোমার কোনো কাজ জুটিয়ে দিতে পারবে।

মি, লি, হুঁ। ঠিক তাই।

নো রা এটুকু ওকে করতেই হবে। ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও, ক্রিষ্টাইন। কথাটা ঠিক তাগ বুঝে পাড়ব। এমন একটা কিছু ঠিক করে নেব যাতে ওর মেজাজ একেবারে খুসি হয়ে যায়। তোমার জন্যে কিছু করতে পারলে সত্যিই খুব আনন্দ পাব।

মি, লি, আমাকে সাহায্য করবার এই উৎসাহ তোমার পক্ষে দয়ার পরিচয়, বিশেষ করে এই জন্যে যে জীবনে দুঃখ-কষ্ট কাকে বলে তা তুমি আজও চেনোনি।

নো রা আমি? আমি চিনি নি?

মি, লি, [হাসতে-হাসতে] খুঁটিনাটি ঝগড়াঝাঁটির কথা বলছ ত? তুমি এখনো একেবারে বাচ্চা আছো নোরা।

নো রা [মাথা ঝাঁকানি দিতে-দিতে মঞ্চের অন্য প্রান্তে গিয়ে] অতখানি বিজ্ঞের ভান না করলেও চলবে।

মি, লি, তাই নাকি?

নো রা ঠিক অন্য সকলের মতোই তুমিও মনে করছো যে আমি আসলে ভারিক্কি কোনো কাজই করতে পারি না।

মি, লি,   খুব হয়েছে।

নো রা   ... যে আমি দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে কোনোদিন এগুইনি ...

মি, লি,   নোরা, তোমার সমস্ত দুঃখের কথাই ত শুনলুম।

নো রা   ওঃ; ও ত কিছুই নয়। [চাপা গলায়] আসল কথাটাই ত তোমায় বলিনি।

মি, লি,   আসল কথা? সে আবার কী?

নো রা   আমাকে ত তুমি একেবারে উড়িয়ে দিতে চাইছো। কিন্তু অতটা ঠিক নয়। তোমার মায়ের জন্যে অনেক দিন অনেক কষ্ট সহ্য করেছো বলে তোমার মনেমনে বেশ একটা গর্ব আছে, না?

মি, লি,   সত্যি বলতে, কাউকেই আমি ছোট করতে চাই না। তবে এ-কথা ঠিক বইকি যে, মাকে শেষ জীবনে সমস্ত ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচানোর দরুন মনেমনে আমার যে একটু অহংকার নেই তা নয়।

নো রা   ভাইদের জন্যে যা করেছো সে কারণেও মনেমনে একটু অহংকার আছে, কী বলো?

মি, লি,   কথাটা ত দোষের বলে মনে করি না।

নো রা   আমারও তাই মত। কিন্তু শোনো—আমার জীবনেও ও-রকম অহংকার আর গর্ব করবার কারণ আছে।

মি, লি,   তা ত থাকতেই পারে। কিন্তু কিসের কথা বলছ বল দেখি!

নো রা   একটু চাপা গলায় কথা বলো। টরভিল্ড্ না শুনতে পায়। ওর কানে কথাটা কোন মতেই না ওঠে, কারুর কানেই নয়। পৃথিবীতে তুমি ছাড়া এ কথা আর কেউ জানতে পারবে না—

মি, লি,   ব্যাপারটা কী?

নো রা   এদিকে এসো। [টানতে-টানতে ওকে সোফায় বসালো, নিজে বসল পাশে] এইবার বলছি শোনো। আমারও ও রকম খুসি হবার,

অহংকার করবার কারণ আছে। টরভিল্ড-এর জীবন আমি বাঁচিয়েছি।

মি, লি, বাঁচিয়েছো? কেমন করে?

নোরা আমাদের ইটালি যাবার কথা ত একটু আগেই বলছিলুম। সেখানে যেতে না পারলে টরভিল্ড কিছুতেই বাঁচতো না।

মি, লি, হুঁ। কিন্তু তার ত সব টাকাই তোমার বাবা দিয়েছিলেন।

নোরা [হাসতে-হাসতে] হুঁ, টরভিল্ড ত তাই মনে করে; অন্য সকলেও। কিন্তু আসলে—

মি, লি, আসলে?

নোরা বাবা একটা পয়সাও দেননি। সমস্ত টাকাই জোগাড় করেছি আমি নিজে।

মি, লি, তুমি নিজে? অতখানি টাকা?

নোরা পুরো আড়াই-শো পাউণ্ড! কী ভেবেছ!

মি, লি, কিন্তু, নোরা, অত টাকা কোথা থেকে পেলে তুমি? লটারিতে নাকি?

নোরা [মুখ বেঁকিয়ে] হুঃ, লটারিতে! তাতে আর বাহাদুরি কী থাকত শুনি?

মি, লি, কিন্তু, তা হলে পেলে কোথা থেকে?

নোরা [রহস্যের ভঙ্গিতে গুন-গুন করতে-করতে আর হাসতে-হাসতে] ওই ত! ওই ত! ওই ত!

মি, লি, তোমার পক্ষে ধার করা ত সম্ভবই নয়!

নোরা কেন নয়?

মি, লি, উহুঁ। স্বামীর মত না নিয়ে ত স্ত্রী ধার করতে পারে না।

নোরা [মাথা দোলাতে-দোলাতে] স্ত্রীর ঘটে একটু বুদ্ধি থাকলেই পারে, একটু সাংসারিক বুদ্ধি থাকলেই হয়।

মি, লি, কিছছু বুঝতে পারছি না নোরা।

নো রা বোঝবার দরকারও নেই। আমি ত বলিনি যে টাকাটা আমি ধার করেছিলুম। হয়ত অন্য কোনো ভাবে পেয়েছি। [সোফায় এলিয়ে পড়ে] মনে করো আমার কোনো ভক্তর কাছ থেকে জোগাড় করেছি। দেখতে-শুনতে আমায় যে ভালো তা তো মানোই।

মি, লি, একটি আস্ত পাগল!

নো রা তোমার মন দেখছি অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

মি, লি, শোনো নোরা; একটু ছেলেমান্থষি করে ফেলেছো কিনা একবার ভেবে দেখো ত।

নো রা [উঠে বসে] স্বামীর জীবন বাঁচানোটা কি ছেলেমান্থযি হল?

মি, লি, ছেলেমান্থষি বই কি। তাঁকে না জানিয়ে—

নো রা কিন্তু ওকে জানানো একেবারেই সম্ভব ছিলো না। এটুকু বুঝছো না? ওর শরীরের অবস্থা তখন যে কী রকম শোচনীয় তা ওকে জানতে দিলে··! ডাক্তাররা আমাকেই বলেছিলো ওর বাঁচবার আশা কম, হাওয়া বদল হলে যদি কিছু হয়। তুমি কি মনে করছো আমি চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেছিলুম? আমি কি ভাব দেখাইনি যে সবটাই যেন আমার নিজের জন্যে চাইছি? নতুন বিয়ে হলে সবাই যেমন অনেক দূর ঘুরে আসতে চায় আমিও ঠিক সেই রকম ভাব দেখিয়ে গোড়ায় অনেক ঝুলোঝুলি করি। এমন কি কান্নাকাটি পর্যন্ত। ওকে বলেছি আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখতে, বলেছি আমাকে খানিকটা দয়া করাও ওর উচিত। আভাসে-ইঙ্গিতে ধার করবার কথাও বলছি। তাতে ত ও প্রায় চটেই উঠল। ও বল্ল আমার মাথার ঠিক নেই, বল্ল স্বামী হিসেবে ওর মোটেই উচিত নয় আমার খামখেয়ালকে প্রশ্রয় দেওয়া। যাই

হোক, ওকে বাঁচাতেই হবে; তাই একটা অদ্ভুত ব্যবস্থা আমায় ভেবে ঠিক করতে হল।

মি, লি, তোমার স্বামী কি তোমার বাবার মুখে শুনতে পাননি যে টাকাটা তাঁর কাছ থেকে আনো নি?

নো রা না, একদিনও না। ঠিক সেই সময়েই বাবা মারা যান। আমি অবশ্য বাবার কাছে অনেক কাকুতিমিনতি করে বলেছিলুম কথাটা যেন কিছুতেই ফাঁস না হয়। অবশ্য দরকার ছিলো না: বাবার শরীর তখন এতো খারাপ যে এ-সব কথা তোলাই সম্ভব নয়।

মি, লি, তারপর এতদিনের মধ্যেও সেই গোপনকথা স্বামীর কাছে প্রকাশ করো নি?

নো রা কপাল! কক্ষোনো না। এসব ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁর মতামত এতো কড়া! তা ছাড়া, অমন স্বাধীন প্রকৃতির লোকের পক্ষে এ-কথা ভাবাই কষ্টকর যে আমার কাছে ওঁর দেনা আছে। তাতে আমাদের মনের সম্পর্ক একেবারে এলোমেলো হয়ে যেতো, আমাদের এত সুখের সংসার আর এ-রকম থাকতো না।

মি, লি, তুমি কি বলতে চাও কোনো দিনই তাকে এ-কথা জানাবে না?

নো রা [চিন্তিত ভাবে অল্প হাসতে-হাসতে] হুঁ, হয়ত কোনোদিন--অনেকদিন পরে--যখন আমায় দেখতে এত ফুটফুটে থাকবে না। হেসো না। মানে, টরভিল্ড এখন আমার প্রতি যে-রকম অনুরক্ত সে-অনুরাগ যখন কমবে, যখন আমার নাচ, আমার চপলতা আমার গান ওর কাছে ম্লান হয়ে আসবে, তখনকার জন্যে ত কিছু জমিয়ে রাখা চাই। [হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে] কী বাজে বকছি! সে-রকম দিন কখনো আসবে না, আসতে পারেই না। ক্রিষ্টাইন,

আমার সেই চরম গোপন ব্যাপারটা সম্বন্ধে কী ভাবছো বলো দিকিনি। এখনো কি মনে করছ আমি কোনো কাজেরই নই? শোনো, এ-সব ব্যাপারের দরুন আমার দারুণ দুশ্চিন্তা গিয়েছে। সব জায়গায় ঠিক সময়মতো যাওয়া-আসা করাও কঠিন হয়েছে। ব্যবসার ব্যাপারে দুটো জিনিস আছে : সুদ আর নিয়মিত কিস্তি। ওঃ, ও-দুটো যে কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার ভাবতেই পারো না। যখনই যেমন ভাবে পেরেছি বাধ্য হয়েছি, একটু আধটু পয়সা জমাতে, বুঝতেই ত পারো। সংসারখরচা থেকে বিশেষ কিছুই বাঁচাতে পারিনি। টরভিল্ড-কে ভালো করে না খাইয়ে কেমন করে পারি? বাচ্চাদের ভালো করে সাজিয়ে-গুজিয়ে না-রাখলেই বা চলে কেমন করে? —কচিকচি ফুটফুটে বাচ্চাগুলো! সংসারের জন্যে যে-টুকুই পেয়েছি সবটুকুই আমায় নিঃশেষে খরচ করতে হয়েছে।

মি, লি, তার মানে সবটাই জোটাতে হয়েছে নিজেকে বঞ্চিত করে!

নোরা নিশ্চয়ই! তা ছাড়া, এর সব দায়ীত্বটাই ত আমার। নতুন জামা কিনতে টরভিল্ড যখনই আমায় যে টাকা দিয়েছে তার অর্দ্ধেকের বেশি আমি কোন দিন খরচ করিনি। সবসময় কিনেছি সবচেয়ে সাদাসিধে আর সবচেয়ে সস্তা জিনিস। কপাল ভালো: সব জামাই আমার গায়ে সুন্দর লাগে, তাই টরভিল্ড-এর কাছে কোনোদিন ধরা পড়িনি। কিন্তু মন প্রায়ই খারাপ হয়ে যেত। ভালো জামা-কাপড় পরলে বেশ খুসি লাগে, না ক্রিষ্টাইন্?

মি, লি, নিশ্চয়।

নোরা তা ছাড়াও, অন্য উপায়েও আমায় উপার্জন করতে হয়েছে। গত শীতের সময় কপাল ছিলো ভালো, 'কপি' করে যাবার অনেক কাজ পেয়েছিলুম। আমি সন্ধে থেকে ঘর বন্ধ করে অনেক রাত পর্যন্ত বসে-বসে লিখতুম। অনেক সময় অসম্ভব ক্লান্তি লাগত।

তবু টাকা যে রোজগার করছি তা ভাবতেই ভীষণ আনন্দ হত। কী পৌরুষ তাতে!

মি, লি, ও ভাবে সবশুদ্ধ কত টাকা শোধ করতে পেরেছ?

নোরা ঠিক বলতে পারিনা। দেখো, ও-রকম ব্যবসার হিসেব রাখা বেজায় কঠিন। শুধু এটুকু বলতে পারি যে আমি যা জমাতে পেরেছি—প্রত্যেক পাই পয়সাটি পর্যন্ত—তা আমি দিয়েছি। অনেক সময় মেজাজ একেবারে বিগ্‌ড়ে যেতো [হাসি] তখন আমি এখানে বসেবসে মনে করতুম যে আমায় হঠাৎ এক বুড়ো বড়োলোক ভয়ানক ভালোবেসে ফেলল।

মি, লি, কী বলছ? সে আবার কে?

নোরা শোনো না। তারপর সে মারা গেল। তারপর তার উইল খুলে দেখা গেল বড়বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে, "সুন্দরী মিসেস্ নোরা হেলমারকে আমার যাবতীয় সম্পত্তি ও কাচা টাকা এই মুহূর্তে দেওয়া হোক—"

মি, লি, কিন্তু, নোরা, লোকটা কে?

নোরা কপাল! বুঝতে পারছো না? ও রকম বুড়ো লোক কোথায় আর থাকবে? আমি যখন আর কোনো মতেই টাকার জোগাড় করতে পারতুম না তখন এখানে বসেবসে ওই সব কল্পনা করতুম। কিন্তু ও সব আজ একেবারে চুকে গিয়েছে। সেই বিদ্‌ঘুটে বুড়ো এখন যে কোনো চুলোয় থাকুক না কেন। তাকে বা তার উইলকে আমি আর চাই না। [লাফিয়ে উঠে] কী আশ্চর্য ক্রিষ্টাইন্! দুশ্চিন্তার হাত থেকে অব্যাহতি পেতে কী অসম্ভব ভালো লাগে! দুশ্চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি, খুসি মনে বাচ্ছা ছেলেপুলেদের নিয়ে খেলা, বাড়িটা চমৎকার করে গুছোনো, কেবল টরভিল্‌ড কী পছন্দ করে তাছাড়া আর একেবারে কিছুই ভাবতে হবে না! আর ভেবে

দেখো : হেমন্ত এলো বলে, আকাশ হবে তীব্র নীল ! হয়ত একটু-আধটু বাইরে কোথা থেকে ঘুরে আসাও হবে, হয়ত আবার দেখবো সমুদ্র ! সুস্থ হয়ে ফুর্তি করে বেঁচে থাকতে কী আরাম ! [বাইরে কলিং-বেল্ শোনা গেলো]

মি, লি, [উঠে দাঁড়িয়ে] কলিং-বেল্ ! আমি বরং উঠি ।

নো রা না-না যেও না । এখানে কেউ আসবে না । নিশ্চয়ই টরভিল্ড-এর কাছে কেউ এসেছে ।

চা ক র [দোর গোড়ায় এসে] এক্ ভদ্দরলোক বাবুর কাছে এসেছেন । কিন্তু ও ঘরে যে ডক্টর র‍্যাঙ্ক ।

নো রা কে ভদ্দরলোক ? [দোর গোড়ায় ক্রগ্ষ্টাডের প্রবেশ]

ক্র গ্ ষ্টা ড্ মিসেস্ হেল্মার । [চমকে কেঁপে উঠলো, মিসেস্ লিণ্ড, জানালার কাছে সরে গেলো]

নো রা [তার দিকে একটু এগিয়ে অদ্ভুত চাপা গলায়] আপনি ? আপনি কেন ? আমার স্বামীর কাছে কী দরকার ?

ক্র গ্ একদিক থেকে বলতে পারেন ব্যাঙ্কএর কাজ । ব্যাঙ্কটায় আমি সামান্য চাকরি করি । শুনলুম আপনার স্বামী এবার থেকে আমাদের কর্তা হলেন ।

নো রা তার মানে শুধু—

ক্র গ্ আর কিছু নয়, নেহাৎ নিরশ ব্যাঙ্ক-এর কাজ মিসেস্ হেল্মার ।

নো রা তা হলে ওঁর বসার ঘরে যান [একটু মাথা নুইয়েই দোরটা টেনে ভেজিয়ে দিলো । তারপর চিমনির কাছে এগিয়ে অতিরিক্ত মনোযোগের সঙ্গে আগুনটা খুঁচিয়ে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলো ।]

মি, লি, নোরা ? ভদ্দরলোকটি কে বলো ত ?

নো রা উকিল । নাম ক্রগ্ষ্টাড ।

মি, লি,   তা হলে সেই হবে!

নো রা   চেনো নাকি?

মি, লি,   আলাপ ছিলো; সে বহুদিন হল। এককালে ভদ্দরলোক আমাদের সহরে মোক্তারি করতেন।

নো রা   হুঁ।

মি, লি,   কিন্তু চেহারা অনেক বদলে গিয়েছে।

নো রা   খুব বাজে একটা বিয়ে করেছিলেন।

মি, লি,   এখন ত ভদ্দরলোকের স্ত্রী মারা গিয়েছেন। তাই না?

নো রা   হুঁ, অনেকগুলি ছেলেপুলে রয়েছে। ··· এইবার আগুনটা ঠিক জ্বলেছে [চিমনির কাছ থেকে উঠে দোলা-চেয়ারটা সরিয়ে রাখলো।]

মি, লি,   শোনা যায় এখন নাকি উনি নানান রকম ব্যবসা করেন।

নো রা   তাই নাকি? হবেও বা। আমি সে-সব কিছুই জানি না। কিন্তু ব্যবসার কথা থাক, ভাবতে এত ক্লান্তি লাগে!

ডক্টর র‍্যাঙ্ক   [হেল্‌মারের বসার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। দোরটা টেনে দেবার আগে হেল্‌মারকে বল্ল] না না, তোমায় এখন বিরক্ত করব না। বরং তোমার স্ত্রীর সঙ্গে একটু কথা বলে আসি [দোরটা ভেজিয়ে ফিরেই মিসেস্ লিণ্ডকে দেখলো] ক্ষমা করবেন। আপনাকে বুঝি বিরক্ত করলুম।

নো রা   না না, একটুও না। [আলাপ করিয়ে দিলো] ডক্টর র‍্যাঙ্ক, মিসেস্ লিণ্ড।

ড,   এ বাড়িতে আপনার নাম অনেকবার শুনেছি। সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় আপনার পাশ হয়েই এলুম না?

মি, লি,   হুঁ; আমি উঠি খুব আস্তে-আস্তে। সিঁড়ি জিনিসটাকে কিছুতে কায়দা করতে পারি না।

ড,   কোনো অসুখ-বিসুখ নাকি?

মি, লি,   নাঃ, কেবল পরিশ্রম বড় বেশি করতে হয়।

ড,   শুধু তাই ? তা হলে সহরে এসেছেন দিন কতক আমাদের আতিথ্যে আমোদ-আহ্লাদ করতে,   কি বলুন ?

মি, লি,   এসেছি চাকরির সন্ধানে।

ড,   ওটা কি অতিরিক্ত পরিশ্রমের পক্ষে ভালো হবে ?

মি, লি,   কিন্তু বাঁচতে ত হবেই, ডক্টর র‍্যাঙ্ক।

ড,   হুঁ। সাধারণের মতে ওটা দরকার বই কি।

নো রা   কিন্তু ডক্টর র‍্যাঙ্ক, আপনিও ত বাঁচতে চান।

ড,   নিশ্চয়ই। যতখানি বিড়ম্বনাই হোক না কেন, আমি চাই যতদূর পারা যায় এই দুর্ভোগের জের টেনে চলতে। আমার সমস্ত রোগীদেরও একই দশা। যাদের মনের রোগ ধরেছে তাদেরও তাই। সে-রকম এক ভদ্দরলোক দেখলুম হেল্‌মারের ঘরে।

মি, লি,   [দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে] আ !

নো রা   কার কথা বলছেন ?

ড,   এক উকিল। নাম ক্রগষ্টাড্‌। তাঁর রোগ হল মনের দুর্নীতি। কিন্তু তিনিও বোঝাচ্ছিলেন যে তাঁর পক্ষে না বাঁচলেই নয়।

নো রা   তাই নাকি ? টর্‌ভিল্‌ডকে তিনি কী বলছিলেন ?

ড,   তা জানি না। কেবল শুনছিলুম ব্যাঙ্ক-এর ব্যাপার কিছু হবে !

নো রা   তা ত জানতুম না। কি যেন বল্লেন ভদ্দরলোকের নাম, ক্রগষ্টাড্‌, তাঁর আবার ব্যাঙ্ক নিয়ে কী কাজ পড়ল ?

ড,   ওখানে ভদ্রলোক চাকরি করেন। [মিসেস্‌ লিণ্ডকে] জানিনে আপনি লক্ষ্য করেছেন কি না, দুনিয়ায় একদল লোক আছে যারা বদ লোক খুঁজে বেড়ায়। সে-রকম কারুর সন্ধান পেলেই তাদের ধরে পুরে দেয় এক খুব আরামদায়ক জায়গায়। বেচারা

ভালোলোকগুলোই ঠাণ্ডায় পচে, তাদের আশ্রয় দিতে কারুর মাথাব্যথা নেই।

মি, লি, কিন্তু আমি ত মনে করি যারা বাস্তবিক অসুস্থ তাদেরই বেশি যত্ন করা দরকার।

ড, [ঘাড় বাঁকিয়ে] ঠিক বলেছেন। এই মনোবৃত্তির জন্যেই আজ সমস্ত সমাজ হাসপাতাল হয়ে উঠেছে।

[নোরা এতক্ষণ নিজের চিন্তায় মগ্ন ছিল। হঠাৎ হাততালি দিয়ে ভীষণ হেসে উঠল।]

ড, হাসছেন কেন? সমাজ যে আসলে কী সে সম্বন্ধে আপনার কি কোন ধারণা আছে?

নোরা সমাজ নিয়ে ক্লান্তিকর চিন্তা করতে আমার বয়ে গেছে! একেবারে অন্য একটা কথা মনে পড়ায় হাসি পেলো। ভারি মজার ব্যাপার। একটা কথা বলুন না ডক্টর র‍্যাঙ্ক! ব্যাঙ্ক-এর সমস্ত কর্মচারী কি এখন টরভিল্ড-এর উপর নির্ভর করতে বাধ্য?

ড; এটুকু ভাবতেই আপনার ওরকম ভয়ানক হাসি পেলো?

নোরা [হাসতে-হাসতে আর গুনগুন করতে-করতে] সে গেল আমার ব্যাপার। [উঠে পায়চারি করতে-করতে] কতখানি গৌরবের কথা যে আমাদের—মানে টরভিল্ড-এর—আজ কতলোকের ওপর প্রভুত্ব! [পকেট থেকে মোড়ক বের করে] ডক্টর র‍্যাঙ্ক, একটু ম্যাকারুন খাবেন নাকি?

ড, কী? ম্যাকারুন? আমার ত ধারণা ছিলো এ-বাড়িতে ও-সব নিষেধ।

নোরা হুঁ! কিন্তু এই ঠোঙাটা ক্রিষ্টাইন এনেছে।

মি, লি, কে? আমি?

নোরা আহা, ভয় পেয়ো না। টরভিল্ড যে বারণ করেছে তা ত আর তুমি জানতে না ভাই। ওঁর কেবল ভয়, আমার দাঁত খারাপ হবে। কিন্তু এক-আধ বারে দোষ নেই, কি বলেন ডক্টর র‍্যাঙ্ক? দেখি, দেখি, [ওর মুখে দিয়ে দিলো।] তুমিও একটু খাও ভাই, আমিও একটু খাবো, এই এতটুকু, বড জোর আর একটুখানি। [পায়চারি করতে-করতে] দারুণ মজার লাগছে। এখন শুধু একটা কাজ করতে পারলে—

ড, কী কাজ?

নোরা ওঃ, সে ভয়ানক মজার ব্যাপার। কেবল যদি টরভিল্ডকে ব্যাপারটা বলতে পারতুম।

ড, আহা, কথাটা যে কি তা বলতে বাধা কিসের?

নোরা আমার সাহস হচ্ছে না। বড় ভয়ানক কথা।

মি, লি, ভয়ানক?

ড, তা হলে থাক। তবু আমাদের কাছে বল্লে ক্ষতি ছিলো না। কীচ এমন হতে পারে যে করতে পারলে অত খুসি হতেন অথ টরভিল্ডকে বলা যায় না?

নোরা ওকে শুধু বলতে চাই যে ··ওঃ, তা অসম্ভব।

ড, আপনার কী মাথা খারাপ হল নাকি?

মি, লি, নোরা, নোরা।

ড, এই তো আসছে, বলুন না।

নোরা [ঠোঙাটা লুকিয়ে] চুপ, চুপ, চুপ! [হেল্‌মার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। হাতে টুপি, ঘাড়ের উপর কোট।]

নোরা টরভিলড, নিষ্কৃতি পেয়েছো?

হেল হুঁ, এইমাত্র গেল।

নোরা এসো আলাপ করিয়ে দি। এই হল ক্রিষ্টাইন্, সহরে এসেছে।

হেল্‌ ক্রিষ্টাইন! কিন্তু··ক্ষমা করবেন···আমি ত ঠিক চিনতে...

নোরা মিসেস্‌ লিণ্ড গো; ক্রিষ্টাইন্‌ লিণ্ড।

হেল্‌ ও! বুঝেছি, বুঝেছি; আমার স্ত্রীর স্কুলের সহপাঠিনী নিশ্চয়ই!

মি, লি, হুঁ। তখন থেকেই আমাদের পরিচয়।

নোরা আর ভেবে দেখো, অতদূর থেকে এসেছে তোমায় দেখতে!

হেল্‌ তার মানে?

মি, লি না, মানে, আমি আসলে—

নোরা হিসেবপত্তরের ব্যাপারে ও ভয়ানক ভালো। তাই একজন পাকা লোকের কাছে কাজ করে নিজেকে ঠিক মতো তৈরি করে নিতে চায়।

হেল অত্যন্ত সুবুদ্ধির কথা, মিসেস্‌ লিণ্ড

নোরা আর ও যখন শুনলো তুমি ব্যাঙ্ক-এর ম্যানেজার হয়েছো—খবরটা চারদিকে কী ভয়ানক তাড়াতাড়ি রটেছে দেখো—ও যতদূর সম্ভব চটপট এখানে এসে উপস্থিত। টরভিল্‌ড, ওর জন্যে নিশ্চয়ই তুমি কিছু ব্যবস্থা করতে পারবে। করতেই হবে, দোহাই তোমার।

হেল্‌ খুব কিছু অসম্ভব নয়। আপনার স্বামী বোধ হয় মারা গেছেন, মিসেস্‌ লিণ্ড।

মি, লি হুঁ।

হেল্‌ বুক-কিপিং সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান আছে?

মি, লি, হুঁ, তা বেশ কিছুটা বলতে পারেন।

হেল্‌ খুব সম্ভব আপনার একটা কাজ আমি করে দিতে পারবো।

নোরা [হাততালি দিয়ে] বলেছিলুম না?

হেল্‌ আপনি ঠিক সময় বুঝে এসেছেন, মিসেস্‌ লিণ্ড।

মি, লি, আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ জানাবো!

হে ল্‌ তার দরকার নেই [কোটটা গায়ে চাপিয়ে] কিন্তু আজ আমায় ক্ষমা করতে হবে।

ড, এক মিনিট দাঁড়াও। আমিও তোমার সঙ্গে বেরুবো। [বাইরের ঘর থেকে ফার-কোটটা এনে আগুনে গরম করতে লাগলো]

নো রা বেশি দেরি কোরো না।

হে ল্‌ ঘণ্টাখানেক লাগবে। তার বেশি নয়।

নো রা তুমিও চল্লে না কি, ক্রিষ্টাইন?

মি, লি, [গায়ে জামাটা পরে নিতে নিতে] হুঁ, কোথাও একটা বাড়ি-টাড়ি খোঁজ করতে হবে ত।

হে ল্‌ তা হলে চলুন না, একসঙ্গেই বেরুনো যাক।

নো রা [ওর গায়ে জামাটা পরিয়ে দিতে-দিতে] বাস্তবিক, এ-বাড়িতে জায়গার এত টানাটানি যে তোমাকে—

মি, লি, তার জন্যে কিছু মনে কোরো না। আচ্ছা আসি, অনেক ধন্যবাদ।

নো রা আচ্ছা। কিন্তু আজ সন্ধেয় তোমাকে আসতেই হবে। ডক্টর র‍্যাঙ্ক, আপনিও আসছেন ত? শরীর যদি ভালো থাকে তা হলে আসতেই হবে। ভালো করে জামাটা এঁটে নিন। [একসঙ্গে কথা বলতে-বলতে ওরা দরজার কাছে গেল]

নো রা ওই ওরা ফিরল! ওই ফিরল ওরা! [দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল। নার্স ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঢুকলো] আয়, আয়, আয় [নুয়ে পড়ে চুমো খেলো] দেখো দেখো ক্রিষ্টাইন, দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে না?

ড, আমাদের এমন করে আটকে দাঁড়াবেন না।

হে ল্‌ চলে আসুন মিসেস্‌ লিণ্ড। এবার যা সব দৃশ্য শুরু হবে তা শুধু মা-য়েদের পক্ষে সহ্য করাই সম্ভব।

[র‍্যাঙ্ক, হেল্‌মার আর মিসেস্ লিণ্ড বেরিয়ে গেল। নার্স দোর বন্ধ করে দিলো।]

নোরা কী সুন্দর তোদের আজ দেখাচ্ছে! গালগুলো হয়েছে টুকটুকে লাল। [বাচ্ছারা একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। তার মধ্যে নোরা বলে চল্ল] আজ কিছু মজা হয়েছে নাকি রে? ঠিক, ঠিক! কী, এ্যমি আর বব্ দুজনকেই তুই আজ দোল্লা চাপিয়েছিস? একসঙ্গে দুজনকে? ঠিক, ঠিক। ঠিক করেছিস আইভার, তোর বুদ্ধি আছে। এ্যানি, ওকে একবার কাছে দাও—আমার পুঁটকে পুতুলটা! [নার্স-এর কাছ থেকে বাচ্ছাটাকে কোলে নিয়ে নাচাতে লাগলো] হুঁহুঁ, বব্‌কেও মা নাচাবে বই কি। কি হয়েছে? আজ বরফের বল নিয়ে খেলেছিলি? ওঃ, আমারই ইচ্ছে করছে খেলতে। না না, এ্যানি, ওদের জামা-কাপড় আমিই বদলে দিচ্ছি। কী মজার যে লাগে! তুমি বরং ওদিকে গিয়ে একটু গরম কফি খেয়ে এসো। তোমায় দেখে ত মনে হচ্ছে অর্দ্ধেক জমে গিয়েছো।

[নার্স বাঁ দিকের ঘরে চলে গেল। নোরা ছেলেমেয়েদের গা থেকে জামাটামা খুলে মেঝের উপরেই ছড়িয়ে ফেলতে লাগলো। বাচ্ছারা সবাই একসঙ্গে কথা বলে চললো।]

নোরা তাই না কি? কুকুর তাড়া করেছিলো তোকে? কামড়ায়নি ত? পুতুলের মতো ফুটফুটে ছেলেমেয়েকে কুকুর কামড়াতেই পারে না। আইভার, ও সব ঠোঙাগুলোয় হাত দিস্ না। কী আছে ওতে? কী করবি শুনে? ভারি বিশ্রী একটা জিনিস আছে। তার চেয়ে আয় একটা কিছু খেলা যাক। কী খেলবি বল? লুকোচুরি? তাই সই, আয় লুকোচুরিই খেলা যাক। বব্ আগে লুকোক। তা চলবে না? আমায় আগে লুকোতে

হবে? আচ্ছা, আমিই লুকোচ্ছি। [ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হৈ-হৈ করতে-করতে ও দৌড়োদৌড়ি, লাফালাফি শুরু করল। শেষে নোরা লুকোলো টেবিলের তলায়। বাচ্ছারা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও বের করতে পারল না। হঠাৎ নোরা হো-হো করে হেসে উঠল। বাচ্ছারা দৌড়ে গিয়ে টেবিলের ঢাকা সরিয়ে ওকে আবিষ্কার করল। সবাই একসঙ্গে ভীষণ জোরে হাসতে লাগলো। ভয় দেখানোর ভঙ্গিতে নোরা হামা দিয়ে বেরিয়ে আসতে গেল। সকলে আবার একসঙ্গে হো-হো করে হাসতে লাগলো। ইতিমধ্যে দরজায় কে যেন টোকা দিচ্ছিলো, হৈ-চৈ-এর চোটে কেউ শুনতে পায়নি। দোরটা একটু ফাঁক করে ক্রগষ্টাড্ ঘরে ঢুকলো। চুপ করে একটু দাঁড়িয়ে থাকল। খেলার বিরাম নেই।]

ক্র গ্ ক্ষমা করবেন, মিসেস্ হেল্মার!

নো রা [চীৎকার করে হাটুতে ভর দিয়ে বসে] কি চাই আপনার?

ক্র গ্ বাইরের দোরটা খোলাই দেখলুম। কেউ বোধ হয় বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছে।

নো রা [উঠে দাঁড়িয়ে] আমার স্বামী এখন বাড়ি নেই, মিষ্টার ক্রগষ্টাড্।

ক্র গ্ জানি।

নো রা তা হলে এখানে আপনার কী দরকার?

ক্র গ্ আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিলো।

নো রা আমার সঙ্গে? [বাচ্ছাদের আস্তে-আস্তে বলল] তোমরা একটু নার্স-এর কাছে যা। কী? না রে না, ওই অদ্ভুত ভদ্রলোক তোদের মা-র কোনো ক্ষতি করবেন না। উনি চলে গেলে আবার আমরা খেলা শুরু করব। [বাঁ-দিকের ঘরে ছেলেদের রেখে এসে দোরটা ভেজিয়ে দিলো] আমায় কিছু বলতে চান?

ক্র গ্‌ হুঁ।

নো রা আজ? আজ ত মাসের পয়লা তারিখ নয়।

ক্র গ্‌ না আজ হল ক্রিসমাস। এবং এবার ক্রিসমাস যে কী ভাবে কাটাবেন তা নির্ভর করছে আপনার নিজের ওপর।

নো রা কী চান আপনি? আজকের দিনে আমার পক্ষে—

ক্র গ্‌ সে কথা পরে হবে। অন্য কথা আছে।

নো রা বুঝেছি, বুঝেছি। যদিও—

ক্র গ্‌ আমি একটা রেস্তরাঁয় বসেছিলুম। দেখলুম পথ দিয়ে চলেছেন আপনার স্বামী।

নো রা হুঁ।

ক্র গ্‌ একটি মহিলার সঙ্গে।

নো রা তারপর?

ক্র গ্‌ আমি কি জানতে পারি সেই মহিলাটি মিসেস্‌ লিণ্ড কিনা?

নো রা হুঁ।

ক্র গ্‌ সবে সহরে এসেছেন?

নো রা হুঁ, আজই।

ক্র গ্‌ তিনি ত আপনার খুব বন্ধু? তাই না?

নো রা হুঁ। কিন্তু আমি ত বুঝতে—

ক্র গ্‌ এক সময়ে আমার সঙ্গে ওঁর আলাপ ছিলো।

নো রা জানি।

ক্র গ তা হলে ত সবই জানেন। আমিও তাই ভেবেছিলুম। তা হলে বাজে কথা না বলে সোজাসুজি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি: ব্যাঙ্ক-এ কি মিসেস্‌ লিণ্ড এর চাকরি হচ্ছে?

নো রা আমাকে জেরা করবার কী অধিকার আছে আপনার? আপনি না আমার স্বামীর কর্মচারী! তবু জিজ্ঞেস যখন করলেনই তখন

শুনুন। হুঁ। মিসেস্ লিণ্ড-এর চাকরি হচ্ছে। আরও বলছি। শুনুন। আমিই ওর জন্যে অনেক করে বলেছিলুম, তাই।

ক্র গ্ তা হলে ঠিকই ধরেছি।

নো রা [পায়চারি করতে-করতে] মাঝে-মাঝে কারুর-কারুর একটু-আধটু প্রভাব থাকতেই পারে। কেউ যদি মেয়ে হয় তা হলেই যে তার ··। দেখুন মিঃ ক্রগষ্টাড্, নীচু কর্মচারীদের মোটেই উচিত নয় এমন কাউকে চটানো যার কিছু—

ক্র গ্ প্রভাব আছে। এই ত ?

নো রা ঠিক তাই।

ক্র গ্ [গলার স্বর বদলে] মিসেস হেল্মার, আমার জন্যে দয়া করে আপনার প্রভাবটা একটু কাজে লাগান না।

নো রা .তার মানে ? কে আপনার চাকরি খেতে চায় ?

ক্র গ্ না-জানবার ভান করে লাভ নেই। আমি ঠিক জানি যে আমার সঙ্গে ঠোকাঠুকি বাধিয়ে নিজের আসল রূপ বের করে ফেলার শখ আপনার বান্ধবীর নেই। আর আমাকে তাড়ানোর কারণই বা কে তাও আমি ঠিক জানি।

নো রা কিন্তু সত্যি বলছি—

ক্র গ্ সম্ভবত। আসল কথা পাড়া যাক। এখন সময় হয়েছে। আপনার উচিত নিজের প্রভাব ব্যবহার করা।

নো রা কিন্তু মিষ্টার ক্রগ্ষ্টাড্, আমার বাস্তবিক কোনো প্রভাব নেই।

ক্র গ্ নেই ? কিন্তু এখুনি না বল্লেন—

নো রা তাই বলে কি আর সত্যি-সত্যি তাই ? আমি ? আপনি কী করে মনে করতে পারেন যে আমার স্বামীর ওপর আমার সত্যি ও-রকম কোনো প্রভাব থাকতে পারে।

ক্র গ্‌ ছাত্রাবস্থা থেকেই আপনার স্বামীটিকে আমি চিনি। অন্য সব স্বামীদের চেয়ে এ-বিষয়ে তিনি যে খুব পৃথক তা ত মনে হয় না।

নো রা আমার স্বামী সম্বন্ধে তাচ্ছিল্য দেখিয়ে কথা বলতে গেলে আপনাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবো।

ক্র গ্‌ আপনার ত খুব সাহস দেখছি, মিসেস্‌ হেল্‌মার!

নো রা আর আমি আপনাকে ভয় করি না। নতুন বছরে, দিনকয়েকের মধ্যেই, আমি এ ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাব।

ক্র গ্‌ [নিজেকে সামলে নিয়ে] শুনুন, মিসেস্‌ হেল্‌মার! যদি দরকার দেখি তা হলে ব্যাঙ্কে ওইটুকু চাকরির জন্যেই আমি জীবন পণ করে লড়ব।

নো রা তাই ত মনে হচ্ছে।

ক্র গ্‌ আসলে পয়সার জন্যে নয়। আমার পক্ষে সেটা বড় কথাই নয়। আর একটা ব্যাপারও রয়েছে। আপনাকে বলতে বাধা নেই। আমার অবস্থাটা এখন এই দাঁড়িয়েছে যে একবার, অনেকদিন আগে, আর পাঁচ জনের মতো একটা ভুল করে বসেছিলুম।

নো রা মনে হচ্ছে ও রকম কী যেন শুনেছি।

ক্র গ্‌ সে ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত গড়ায়নি। কিন্তু তারপর মনে হয়েছিল চারদিকেই পথ যেন বন্ধ। তাই আমি যে ব্যবসা শুরু করেছিলুম তার কথা ত আপনি জানেন। কিছু ত করতেই হবে। আর সত্যি বলতে আমি লোক নেহাৎ খারাপ নই। কিন্তু এখন এই সব থেকে আমার মুক্তি পাওয়া দরকার। আমার ছেলেরা বড় হয়ে উঠছে। তাদের মুখ চেয়ে যতটা পারা যায় সহরে সুনাম রাখতে হবে। ব্যাঙ্কের এই চাকরিটা আমার প্রথম ধাপের মতো: এখন আপনার স্বামী আবার আমায় লাথি মেরে নীচের কাদায় ফেলে দিতে যাচ্ছেন।

নো রা কিন্তু বিশ্বাস করুন, মিঃ ক্রগষ্টাড্, এ ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করা আমার সাধ্যের অতীত।

ক্র গ্ তার মানে আপনার সে-রকম ইচ্ছে নেই। কিন্তু আপনাকে দিয়ে জোর করে করানোর উপায় আমার আছে।

নো রা আপনি কি বলতে চান যে আমার স্বামীকে জানাবেন আমি আপনার কাছে টাকা ধার করেছি ?

ক্র গ্ হুম্! আচ্ছা মনে করুন তাই যদি বলি।

নো রা তা হলে বুঝব আপনার কথার একেবারে দাম নেই! [কাঁদোকাঁদো গলায়] আমার সেই গোপন কথা—আমার জীবনের আনন্দ আর গৌরব—তাঁর কাছে এ-রকম নোংরা বীভৎস ভাবে বলা হবে আর তিনি তা শুনবেন আপনার মুখ থেকে! কী অসম্ভব অস্বস্তিতেই যে পড়ব!

ক্র গ্ শুধু অস্বস্তি ?

নো রা [জোর গলায়] বেশ তাই করুন। আপনার তাতে ভালো হবে না। আমার স্বামী নিজের চোখেই দেখবেন কী রকম শয়তান আপনি। তাতে নিশ্চয়ই আপনার চাকরি থাকবে না।

ক্র গ্ আমি বলছিলুম আপনি কি শুধু বাড়িতে অস্বস্তির জন্যে ভয় পাচ্ছেন ?

নো রা আমার স্বামী যদি এ-কথা জানতে পারেন তা হলে তিনি নিশ্চয়ই সঙ্গে-সঙ্গে আপনার বাকী টাকা চুকিয়ে দেবেন। তারপর আর আপনার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না।

ক্র গ্ [এক পা এগিয়ে এসে] শুনুন মিসেস্ হেল্মার। হয় আপনার স্মরণ-শক্তি খুব খারাপ নইলে আপনি আইনের কিছু বোঝেন না। আপনাকে গোটাকত খুটিনাটির কথা মনে করিয়ে দিতে চাই।

নো রা কী বলতে চান ?

ক্র গ্‌ আপনার স্বামীর অসুখের সময় আপনি আমার কাছে আড়াই শ পাউণ্ড ধার চাইতে এসেছিলেন।

নো রা পাবার মতো আর কাউকে যে চিনতুম না।

ক্র গ্‌ আমি বলেছিলুম টাকাটা ধার দেবো।

নো রা হুঁ। ধার আপনি দিয়েও ছিলেন।

ক্র গ্‌ আমি বলেছিলুম টাকাটা ধার দেবো কয়েকটা সর্ত মানতে পারলে। তখন আপনার মনে স্বামীর অসুখের চিন্তা এত প্রবল যে সর্তগুলো ভালো করে ভেবে দেখতে পারেননি। তাই সেগুলোর কথা মনে করিয়ে দেওয়া কিছু অন্যায় হবে না। আমি একটা দলিল তৈরি করেছিলুম।

নো রা হুঁ, সেটায় আমি সই করেছিলুম।

ক্র গ্‌ ঠিক। কিন্তু আপনার সই-এর তলায় একটু জায়গা ছিলো যেখানে আপনার বাবার সই করবার কথা ছিলো।

নো রা কথা ছিলো মানে? তিনি ত সই করেই ছিলেন।

ক্র গ্‌ আমি সেখানে তারিখের জায়গাটা ফাঁক রেখেছিলুম যাতে আপনার বাবা নিজে হাতেই সেটা লিখে দিতে পারেন। মনে আছে?

নো রা হুঁ, তাই ত মনে হচ্ছে।

ক্র গ্‌ তারপর আমি দলিলটা আপনাকে দিলুম ডাকে আপনার বাবার কাছে পাঠাবার জন্যে। মনে আসছে?

নো রা হুঁ।

ক্র গ্‌ নিশ্চয়ই আপনি সঙ্গে-সঙ্গেই পাঠিয়েছিলেন। কারণ দিন পাঁচ-ছয়-এর মধ্যেই আপনার বাবার সইশুদ্ধু দলিলটা আপনি নিয়ে এলেন আর আমি আপনাকে টাকাটা দিয়ে দিলুম।

নো রা কিন্তু আমি কি ঠিক নিয়মিত কিস্তিতে টাকা শোধ করে যাচ্ছি না?

ক্র গ্   মোটামুটি তাই। কিন্তু আসল কথায় আসা যাক। তখন নিশ্চয়ই আপনার খুব দুর্দিন চলোছিলো।

নো রা   তা ত বটেই।

ক্র গ্   আপনার বাবা ভয়ানক অসুস্থ তখন, তাই না?

নো রা   তাঁর জীবন ত তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

ক্র গ্   অল্পদিনের মধ্যেই মারা যান।

নো রা   হুঁ।

ক্র গ্   আপনি কি মনে করতে পারেন আপনার বাবা ঠিক কোনদিন মারা যান। মানে, মাসের কোন তারিখে?

নো রা   বাবা উনত্রিশে সেপ্টেম্বর মারা যান।

ক্র গ্   ঠিক তাই। আমিও খবর নিয়ে দেখেছি। তাই যদি হয় তা হলে একটা গণ্ডগোল হয়েছে। [পকেট থেকে কাগজ বের করে] আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। গোলমালটা এই যে আপনার বাবা মৃত্যুর তিন দিন পরে দলিলটায় সই করেছেন দেখছি।

নো রা   আপনি কী বলছেন? আমি ত ঠিক বুঝছি না।

ক্র গ্   আপনার বাবা উনত্রিশে সেপ্টেম্বর মারা যান কিন্তু এখানে রয়েছে দোসরা অক্টোবর। গোলমেলে নয়? [নোরা চুপচাপ] এর মানে আমায় বুঝিয়ে দিতে পারেন? [তবুও নোরা চুপচাপ] আরও আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন, এই লেখাগুলো—দোসরা অক্টোবর—এ আপনার বাবার হাতের লেখাই নয়। এ লেখা আমার চেনা মনে হচ্ছে। অবশ্য এটা ব্যাখ্যা করা যায়: আপনার বাবা তারিখটা দিতে ভুলে গিয়েছিলেন, অন্য কেউ তাড়াহুড়োয়, তাঁর মৃত্যুর খবর পাওয়ার আগেই, ওটা যা-হোক করে লিখে দিয়েছেন। তাতে ক্ষতি নেই। সইটা ঠিক হলেই হল। সেটা ঠিক আছে, কি বলুন মিসেস্ হেল্‌মার? এটা নিশ্চয়ই আপনার বাবারই সই।

নোরা [একটু চুপ করে থেকে মাথা ঝাঁকিয়ে তুলে বেপরোয়া ভাবে ওর দিকে চাইলো] না ; তা নয়। আমিই বাবার নামটা ওখানে লিখেছি।

ক্র গ. আপনি কি জানেন একথা স্বীকার করার ফলাফল কী ভয়ানক ?

নোরা ভয়ানক আবার কি ? আপনার টাকা কয়েক দিনের মধ্যেই চুকিয়ে দেবো।

ক্র গ. একটা কথা জিগ্‌গেস করি। কাগজটা বাবার কাছে পাঠাননি কেনো ?

নোরা তা কী করে হবে ? বাবার নিজের শরীরই ভয়ানক খারাপ। সই করতে হলে তাঁকে বলতেই হত টাকার দরকার কিসের জন্যে। কিন্তু তখন তাঁকে কেমন করে বলি আমার স্বামীও মারাত্মক রকম অসুস্থ !

ক্র গ. বরং বাইরে যাওয়া বন্ধ করাই আপনার উচিত ছিলো।

নোরা না, তা একেবারেই অসম্ভব। ওই যাওয়ার ওপরেই আমার স্বামীর জীবন তখন নির্ভর করছে। কী করে বন্ধ করি ?

ক্র গ. কিন্তু আপনি যে আমার সঙ্গে জোচ্চুরি করছেন সে কথা তখন আপনার মাথায় আসেনি ?

নোরা তা ভেবে দেখা আমার পক্ষে সম্ভবই ছিলো না। আপনার কথা কী ভাববো ? এত রকম নির্মম বিঘ্ন আপনি তুলতেন, আমার স্বামীর শোচনীয় অবস্থার কথা জেনেশুনেও তা তুলতেন। আপনার কাছে ভিক্ষে চাওয়াও অসম্ভব ছিলো।

ক্র গ. মিসেস্ হেলমার, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে অপরাধের গুরুত্ব আপনার মাথাতেই ঢুকছে না। কিন্তু এ-কথা জেনে রাখুন যে আমার

স্খলনটুকু আপনি যা করেছেন, তারচেয়ে বেশী মারাত্মক মোটেই নয়।

নোরা আপনি? আমায় কি বিশ্বাস করতে বলেন সাহস বলে আপনার কোনো পদার্থ ছিলো আর আপনি চেয়েছিলেন আপনার স্ত্রীর জীবন বাঁচাতে?

ক্রগ্ আইন উদ্দেশ্যের কথা শোনে না।

নোরা তা হলে সে আইনের কোনো মানে নেই।

ক্রগ্ মানে থাক আর নাই থাক, এই কাগজটা আদালতে নিয়ে গেলে আইন দিয়েই আপনার বিচার হবে।

নোরা আমি বিশ্বাস করি না। মেয়ের কি উচিত নয় বাবাকে দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচানো? স্ত্রীর কি উচিত নয় স্বামীর জীবন বাঁচানো? আইনের কথা জানি না। কিন্তু বিশ্বাস করি এমন আইন নিশ্চয়ই থাকবে যার জোরে এ-সব কাজ একজন নির্ভাবনায় করতে পারে। আপনি নিজেই ত উকিল! এ-রকম কোনো আইনের কথা জানা নেই আপনার? বাস্তবিক, আপনি নিশ্চয়ই অতি বাজে দরের উকিল মিঃ ক্রগ্ষ্টাড্!

ক্রগ্ হয়ত তাই! কিন্তু ব্যবসার ব্যাপার—যে-রকম ব্যবসা আমার-আপনার মধ্যে চলেছিলো—আপনি কি বলতে চান আমি কিছুই বুঝি না? বেশ। যা ভালো বোঝেন তাই করুন। শুধু এটুকু জেনে রাখুন, আমি যদি দ্বিতীয়বার পদচ্যুত হই তা হলে আপনার কপালেও ঠিক তাই জুটবে। [মাথা নামিয়ে নমস্কার করে বাইরের ঘরে চলে গেল]।

নোরা [খানিক চিন্তায় মগ্ন। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে] ইস্! আমায় ও-রকম করে ভয় দেখানো? অত বোকা আমি নই। [বাচ্ছাদের জিনিস গোছাতে-গোছাতে নিজেকে শান্ত করবার চেষ্টা করে] কিন্তু তবু···ইস্ ··· আমি·করেছি ভালোবেসে।

বাচ্চারা [বাঁ দিকের দোর গোড়ায়] মা, সেই লোকটা ফটক পেরিয়ে চ'লো গেল।

নোরা হ্যাঁ রে, তা জানি। কিন্তু ও-লোকটা যে এসেছিলো সে-কথা কাউকে বলিস না। বাবাকেও নয়। বুঝেছিস?

বাচ্চারা না না। কিন্তু খেলবে না আর?

নোরা না; এখন নয়।

বাচ্চা কিন্তু, মা তুমি যে বলেছিলে।

নোরা হুঁ। কিন্তু এখন হবে না। অনেক কাজ রয়েছে। তোরা পালা এখন। [ওদের তাড়িয়ে দোর বন্ধ করে দিল। সোফায় বসে একটু সেলাই-এর চেষ্টা করল। থামলো অল্প পরেই।] নাঃ [হাতের কাজটা ছুঁড়ে ফেলে সদর ঘরের দরজায় গিয়ে ডাকল] হেলেন, ক্রিসমাস ট্রি-টা নিয়ে এসো। [বাঁ দিকের টেবিলের কাছে গিয়ে একটা টানা খুললো।] না না, তা হয় না, একেবারেই সম্ভব নয়।

ঝি [ক্রিসমাস ট্রি নিয়ে ঢুকলো] মা, কোথায় রাখব এটা?

নোরা ওইখানে। মেঝের ঠিক মাঝামাঝি।

ঝি আর কিছু আনতে হবে না কি?

নোরা না, এখানেই সব আছে।

[ঝি চলে গেল]

নোরা [গাছটা গোছাতে-গোছাতে] একটা মোমবাতি এখানে, ফুল এখানে, কিন্তু লোকটা কী সাংঘাতিক! যত সব বাজে কথা! ওতে দোষের কী! গাছটা সুন্দর দেখাবে! টরভিল্ড, তোমায় খুসি করতে আমি সব কিছু করব—গান, নাচ ··· [হেলমার ঘরে ঢুকলো, হাতে কতকগুলো কাগজপত্তর], ওঃ এর মধ্যেই ফিরলে?

হেল্ হুঁ। কেউ এসেছিলো এখানে?

নোরা এখানে? না ত।

হেল আশ্চর্য! আমি দেখলুম ক্রগষ্টাড্ ফটক দিয়ে বেরুচ্ছে।

নোরা দেখলে না কি? ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলুম, অল্প একটুক্ষণের জন্যে এসেছিলো।

হেল্ তোমার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে ওর হয়ে আমায় কিছু বলতে এসেছিলো।

নোরা হুঁ।

হেল্ এমন ভাবে বলতে বলেছে যে তুমি যেন নিজের ইচ্ছেতেই বলছো। ও যে এসেছিলো সে-কথাও চেপে যেতে বলেছে?

নোরা হুঁ, টরভিল্ড। কিন্তু—

হেল্ নোরা, নোরা; তার মানে এ-সব নোংরা ব্যাপারে তুমিও অংশ নেবে? ও-রকম লোকের সঙ্গে কথা বলা, তাকে কোন কথা দেওয়া, তাই নিয়ে আমার কাছে মিথ্যে কথা বলা!

নোরা মিথ্যে কথা?

হেল্ তুমি না বল্লে এখানে কেউ আসেনি? [আঙুল তুলল] আমার বুলবুলি এরকম আর যেন না করে। তার গলায় যেন বেসুরো কিছু না বেরোয়—[ওর কোমরের পাশে হাত দিয়ে] তাই নয় কি? নিশ্চয়। [হেল্মার ছেড়ে দিলো] থাক, ও-কথা আর আমরা তুলবো না। [চিমনির পাশে বসে] আঃ, কী খাসা গরম! [কাগজ ওলটাতে লাগলো।]

নোরা [একটু চুপচাপ ক্রিসমাস ট্রি গোছাতে-গোছাতে] টরভিল্ড।

হেল্ বলো।

নোরা পরশু স্টেনবর্গদের বাড়ি যে ফ্যান্সী-ড্রেস নাচ হবে তার জন্যে কী রকম ভাবে অপেক্ষা করে আছি কী বলব!

হে ল্‌   সেদিন আমায় কেমন করে চমকে দেবে তাই দেখবার আশায় আমিও অস্থির।

নো রা   তোমাকে চমকানোর চেষ্টা করা আমার পক্ষে নেহাৎ বোকামি।

হে ল্‌   কী সাজবে ?

নো রা   আমি ত কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। যেটাই মনে আসছে দেখছি এত ছেলেমানুষের মতো হয়।

হে ল্‌   আমার নোরা এতদিনে এ-কথা বুঝল ?

নো রা   [ওর চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে ঘাড়ে হাত রেখে] খুব ব্যস্ত আছো নাকি টরভিল্‌ড ?

হে ল্‌   কী ?

নো রা   এ-সব কিসের কাগজ ?

হে ল্‌   ব্যাঙ্ক-এর ব্যাপার।

নো রা   সব ঠিক আছে ত ?

হে ল্‌   যে ম্যানেজার চলে যাচ্ছেন তিনি এতে আমার সমস্ত দায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। ক্রিসমাস সপ্তাহের মধ্যেই আমায় সব ঠিক-ঠাক করে নিতে হবে। নতুন বছরে আর কোনো হাঙ্গামা না বাধে।

নো রা   তাই বেচারি ক্রগ্‌ষ্টাড—

হে ল্‌   হুঁ।

নো রা   [ওর চেয়ারের উপর ঝুঁকে পড়ে চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে-চালাতে] তুমি যদি অত ব্যস্ত না থাকতে তা হলে আমার একটা ভয়ানক রকম উপকার করতে বলতুম, টরভিল্‌ড।

হে ল্‌   কী, বলো না।

নো রা   তোমার মতো রুচি ত আর কারুর নেই। আমায় বলো না কী সেজে সেই ফ্যান্সি ড্রেসে যাবো ?

হে ল্‌ আঃ হা! তার মানে, তোমার মতো একরোখা মেয়েকেও কারুর সাহায্য নিতে হচ্ছে?

নো রা হুঁ, টরভিল্‌ড। তোমার সাহায্য ছাড়া যে একটুও চলে না।

হে ল্‌ আচ্ছা। ভেবে দেখবো। একটা কিছু ঠিক করাযাবে।

নো রা বাস্তবিক কী ভালো তুমি! [ক্রিসমাস ট্রির কাছে গেল। অল্প চুপচাপ] দেখো, লাল ফুলগুলো কী সুন্দর দেখাচ্ছে! আচ্ছা বলো না, ক্রগষ্টাড্‌ কি সত্যি কিছু ভীষণ অন্যায় করেছে?

হে ল্‌ অন্য একজনের সই জাল করেছিলো। ব্যাপারটা যে কী কিছু বুঝতে পারো?

নো রা আচ্ছা, এমন ত হতে পারে দায়ে পড়ে ওকে এটা করতে হয়েছে?

হে ল্‌ হতে পারে। অনেক সময় অবশ্য মানুষ বোকামি করে এই রকম করে। কেউ জীবনে একবার এ-রকম অন্যায় দৈবাৎ করে ফেল্লে তাকে সারা জীবন শাস্তি দেবার মতো নির্দয় আমি নই।

নো রা তা তুমি নও। তুমি অমন কী করে হবে?

হে ল্‌ অনেকেই নিজের দোষ স্বীকার করে, নিজের শাস্তি মেনে নিয়ে, পরে জীবনে ভালো হতে পেরেছে।

নো রা শাস্তি?

হে ল্‌ কিন্তু ক্রগষ্টাড্‌ ও-দিকেই এগোয়নি। চালাকি করে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করেছে। তাই ওর পতন অমন ভয়ানক!

নো রা কিন্তু তোমার কী মনে হয়?

হে ল্‌ ও-রকম লোক সকলের কাছে মিথ্যে কথা বলে, ধাপ্পা দিয়ে চলতে চায়। নিজের একেবারে প্রিয়জনের কাছেও। স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের কাছে পর্যন্ত মুখোস পরে ঘুরতে চায়। আর ছেলেদের ব্যাপারটাই সবচেয়ে ভয়ানক, নয় কি নোরা?

নো রা কেন?

হে ল্‌ কেন না, যে-সংসারে এ-রকম মিথ্যের বাসা সেখানের সমস্ত আবহাওয়াটা বিষিয়ে ওঠে। সেখানে কচি ছেলেপুলে প্রত্যেক বার নিশ্বেষে নেবার সময় অন্যায়ের বিষ বুক ভরে নেয়।

নো রা [কাছে এগিয়ে] তুমি ঠিক জানো?

হে ল্‌ উকিল হিসেবে প্রায়ই এ জিনিস আমি দেখেছি। যারা জীবনে এই রকম ভ্রষ্ট পথে এগিয়েছে প্রায় তাদের প্রত্যেকের মা-ই হঠকারি ছিলো।

নো রা শুধু মাএর কথা বলছ কেন?

হে ল সাধারণতঃ মা-এর প্রভাটাই দেখা যায়; খারাপ বাবার থেকেও এই রকম ফল হতে পারে বই কি। এ সব কথা সব উকিলই জানে। এই ক্রগষ্ট্যাড্‌ মিথ্যে আর হঠকারিতা দিয়ে ছেলেদের বিষিয়ে দিচ্ছে; তাই ত আমার মনে হয় নীতি বলে জিনিস ও একেবারে ঘুচিয়েছে। [ওর দিকে হাত বাড়িয়ে] তাই ত বলেছিলুম আমার নোরা যেন ওর হয়ে কিছু না বলে। এসো এদিকে এসো, আরে কী হল? দেখি তোমার হাত। এ ব্যাপারটা চুকে গেলো, কি বলো? সত্যি বলছি, ওর সঙ্গে কাজ করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। ও রকম লোকের সঙ্গে সময় কাটাতে সত্যি বলছি শরীর পর্যন্ত খারাপ লাগে।

নো রা [হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ক্রিসমাস ট্রির দিকে এগোয়] ওঃ কী গরম! আর কত কাজ বাকি পড়ে রয়েছে।

হে ল্‌ [উঠে দাঁড়িয়ে কাগজ গোছাতে-গোছাতে] হুঁ। সন্ধেয় খাবার আগে আমায় এগুলো পড়ে নিতে হবে। তেমার ফ্যান্সী ড্রেসের কথাও ভেবে দেখতে হবে। আর গাছটায় ঝুলিয়ে দেবার জন্য সোনালি কাগজের একটা মোড়কও ত তৈরী করা দরকার। [ওর

মাথার উপরে হাত রেখে] আমার বাচ্ছা বুলবুলিটা ! [নিজের ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ করে দিলো]

নোরা [একট চুপ করে থেকে ফিসফিস করতে লাগলো] না না, একথা সত্যি নয়। সত্যি হতে পারে না, কক্ষনো নয় ।

নার্স [বাঁ দিকের দরজা খুলে] বাচ্ছারা মা-র কাছে আসবার জন্যে এমন ঝুলোঝুলি স্থরু করেছে !

নোরা না না, আমার কাছে আসতে দিও না। তুমি ওদের কাছে রাখো এ্যানি।

নার্স বেশ মা। [দোর বন্ধ করে দিলো]

নোরা [ভয়ে প্রায় ফ্যাকাশে হয়ে] আমার বাচ্চাদের নষ্ট করব? আমার বাচ্চাদের বিষিয়ে তুলব? [একটু চুপচাপ, তারপর মাথা ঝাকানি দিয়ে] এ কথা সত্যি নয়, এ কথা সত্যি হতে পারে না।

দ্বিতীয় অঙ্ক

একই দৃশ্য। পিয়ানোর পাশে ক্রিসমাস ট্রি, তাতে পুড়ে যাওয়া মোমবাতি। ডালপালা এলোমেলো। নোরার ক্লোক আর টুপি সোফায় পড়ে। ঘরে সে একা অস্বস্তির মধ্যে পায়চারি করছে। সোফার পাশে দাঁড়ায়, ক্লোকটা তুলে নিলো।

নোরা [ক্লোকটা আবার রেখে] কে যেন আসছে [দরজার কাছে গিয়ে কান পাতে] না, কেউ নয়। আজ নিশ্চয়ই কেউ আসবে না আজ বড়দিন। কালও কেউ আসবে না। কিন্তু হয়ত ...;[দোর খুলে উঁকি মারলো] নাঃ, চিঠির বাক্সেও কিছু নেই, একেবারে খালি। [এগিয়ে এসে] কি যা তা ভাবছি। ও নিশ্চয়ই সত্যি-স্যাত্যি এ সব করতে পারে না। এ জিনিস হতেই পারে না। অসম্ভব। আমার তিনটে বাচ্ছা রয়েছে!

[বাঁ দিকের ঘর থেকে নার্স ঢুকলো। হাতে মস্ত কার্ড বোর্ডের বাক্স]

নার্স শেষ পর্যন্ত ফ্যান্সি-ড্রেসের বাক্সটা খুঁজে পেয়েছি।

নোরা ঠিক আছে। টেবিলে রেখে যাও।

নার্স [রাখতে-রাখতে] কিন্তু অনেক সেলাই করতে হবে।

নোরা ইচ্ছে হচ্ছে ওটা টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে।

নার্স একটু চেষ্টা করলেই এটা ঠিক করে নেওয়া যায়। কেবল একটু ধৈর্যের দরকার।

নোরা হুঁ। আমি গিয়ে মিসেস্ লিণ্ডকে নিয়ে আসি। ও আমায় সাহায্য করতে পারবে।

নার্স এই বিশ্রী ঠাণ্ডায় আবার বেরুচ্ছো, সর্দি লেগে অসুখে পড়বে যে।

নোরা হয়ত তার চেয়েও খারাপ কিছু হতে পারে। বাচ্ছারা সব কেমন?

নার্স বেচারারা ক্রিসমাসের খেলনা নিয়ে মেতেছে। কিন্তু—

নোরা আমার কাছে আসবার জন্যে বায়না করছে না?

নার্স ওরা ত মার সঙ্গে থাকতেই অভ্যস্থ!

নোরা হুঁ। কিন্তু আগে ওদের সঙ্গে যতটা থাকতে পারতুম আজকাল আর তা পারবো না।

নার্স আচ্ছা! ছোটরা অবশ্য যাতেই হোক চটপট মেতে যেতে পারে।

নোরা তোমার তাই মনে হয় নাকি? আচ্ছা, তুমি কি মনে করো ওদের মা যদি বরাবরের জন্যে চলে যায় তা হলে ওরা সহজে সব ভুলে যেতে পারবে!

নার্স কী যে বলো! বরাবরের মতো চলে যাওয়া?

নোরা অনেকদিন ভেবেছি তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করব। আচ্ছা নিজের বাচ্ছাদের অন্যের কাছে রেখে তুমি কেমন করে থাকো?

নার্স আমায় বাধ্য হয়ে করতে হয়েছে। বাচ্ছা নোরাকে যে তখন মানুষ করতে হল!

নোরা হুঁ। কিন্তু মন সরলো কী করে?

নার্স এমন চমৎকার জায়গা পেলে আমার মতো পোড়াকপালের পক্ষে খুসি হওয়াই উচিত। তা ছাড়া, আমার সেই শয়তান স্বামীটি আমার জন্যে একটুও কিছু করেনি।

নোরা কিন্তু আমার মনে হয় তোমার মেয়ে তোমায় একেবারে ভুলে গিয়েছে।

নার্স না, তা ভোলেনি। বিয়ের সময়, বাচ্ছা হবার সময়, ও বরাবর আমায় চিঠি দিয়েছে।

নোরা [ওর গলায় হাত জড়িয়ে] আমি যখন বাচ্ছা ছিলুম তখন আমার মায়ের মতো কত যত্নই করেছিলে।

নার্স তখন যে আমি ছাড়া বাচ্ছা নোরার আর মা বলতে কেউ ছিলো না।

নোরা আমার বাচ্ছাদেরও যদি আর মা বলতে কেউ না থাকে তা হলে তুমি নিশ্চয়ই ওদেরও …। ওঃ কী সব বাজে বকছি! [বাক্সটা খুলে] ওদের কাছে যাও। কাল দেখো আমায় কী অদ্ভুত দেখাবে!

নার্স জানি গো, জানি, তোমার মতো সুন্দর কাল আর কাউকে লাগবে না [বাঁ-দিকের দোর দিয়ে চলে গেল।]

নোরা [বাক্সটা খুলে জিনিস বার করতে গেল, কিন্তু হঠাৎ ঠেলে ফেলে] সত্যি যদি বেরিয়ে পড়বার সাহস থাকত! কেবল যদি আর কারুর আসবার কথা না থাকত! কেবল যদি জানতুম ইতিমধ্যে আর কিছু ঘটবার সম্ভাবনা নেই; কী যাতা সব! কেউ আসবে না। ও সব মন থেকে একেবারে ঝেড়ে ফেলতে হবে। ওঃ, কী সুন্দর দস্তানাগুলো। আঃ আবার দুশ্চিন্তা! মন থেকে এ সমস্ত ফেলে দিতে হবে। দেখি, এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় …

[চীৎকার করে উঠ্‌লো] আ! কে যেন আসছে! [দোরের দিকে এগুতে গেল, কিন্তু থমকে দাঁড়ালো।]

[বসার ঘর দিয়ে মিসেস্ লিণ্ড-এর প্রবেশ]

নোরা ক্রিষ্টাইন্, তুমি! ও ঘরে আর কেউ নেই ত? ওঃ, তুমি এসে পড়ে কী উপকারটাই না করলে!

মি, লি, শুনলুম আমায় ডাকতে গিয়েছিলে।

নোরা হুঁ; তোমার ওই দিকে একবার বেরিয়েছিলুম। একটা ব্যাপার হয়েছে, একমাত্র তুমিই এতে আমায় সাহায্য করতে পারো। এসো সোফাটায় বসা যাক। শোনো। আমাদের ওপোরতলায় ষ্টেনবুর্গ-রা থাকে, কাল সন্ধেয় ওদের ওখানে ফ্যান্সি-ড্রেস আছে।

টরভিল্‌ড বলছে নোপোলিয়ন-যুগের মেছুনি সেজে আমায় যেতে আর ক্যাপরিতে যে নাচ শিখেছিলুল সেই নাচটা নাচতে।

মি, লি, ও, তাই নাকি!

নো রা হুঁ, টরভিল্‌ডের ত তাই ইচ্ছে। এই দেখো পোষাক-টোষাক সব রয়েছে, ওখানে থাকবার সময় টরভিল্‌ড করিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু এগুলো এমন ছিঁড়ে গেছে যে আমার পক্ষে—

মি, লি, ওটা আমরা সহজেই ঠিক করে নিতে পারবো। এ ত দেখছি এখানে-ওখানে শুধু কতকগুলো সেলাই খুলে গেছে। ছুঁচ, সুতো আছে? এখুনি ঠিক করে ফেলা যাক। [সেলাই সুরু করে] কাল তা হলে, নোরা, মজার সাজ সাজছ? একটা কথা, কাল একবার আমি এসে দেখে যাবো তোমায় কী রকম দেখায়। কিন্তু কি আশ্চর্য, গত কালকের অমন সুন্দর সন্ধেটার জন্যে তোমায় ধন্যবাদ জানাতে একেবারে ভুলে গেছি।

নো রা [উঠে, স্টেজের অন্য কোনায় গিয়ে] কিন্তু আমার ত মনে হয় গতকাল অন্যান্যবারের মতো জমলই না। তুমি দুচারদিন আগে সহরে এসে পড়লে বেশ হত। বাড়ি যে কী করে সাজাতে হয় টরভিল্‌ড তা জানে।

মি, লি, আমি ত দেখছি তুমিও কম জানো না। সে-দিক থেকে তোমার বাবার গুণগুলো ঠিকই পেয়েছো। একটা কথা— আচ্ছা, ডক্টর র‍্যাঙ্ক কি বরাবরই ও রকম মনমরা হয়ে থাকেন?

নো রা না, গতকালই বেশি চোখে পড়ছিলো। উনি একটা সাংঘাতিক অসুখে ভুগছেন। বেচারার শিরদাঁড়ায় যক্ষা হয়েছে। ওঁর বাবা ছিলেন ভয়ানক বেহিসেবি ফুর্তিবাজ লোক, তাই শিশু বয়েস থেকেই তাঁর ছেলে রুগ্ন হয়ে রইল। বুঝছ ত?

মি, লি, [সেলাই রেখে] কিন্তু নোরা, তুমি এ সব ব্যাপার কেমন করে জানলে ?

নো রা [পায়চারি করতে-করতে] ওঃ ! তিন ছেলের মা হবার মধ্যে অনেক রকম লেডি-ডাক্তারের আনাগোনা থাকে ত। তারা নানান রকম আলোচনাও করে।

মি, লি, [সেলাই তুলে নিল। একটু চুপচাপ্] ডক্টর র‍্যাঙ্ক প্রায়ই এখানে আসেন ?

নো রা নিয়ম করে প্রত্যহই। তিনি টরভিল্ডের সবচেয়ে বড় বন্ধু। আমারও। যেন আমাদের সংসারেরই একজন।

মি, লি, কিন্তু একটা কথা : উনি কি সত্যি খাঁটি ধরনের লোক ? মানে একটু গায়েপড়া ভাব কি নেই ওঁর মধ্যে ?

নো রা মোটেই না। ও কথা তোমার মাথায় এলো কেন ?

মি, লি, কাল যখন আমার সঙ্গে ওঁর আলাপ করিয়ে দিলে উনি বল্লেন এ বাড়িতে আমার নাম প্রায়ই শুনেছেন। অথচ পরে দেখলুম, আমার সম্বন্ধে তোমার স্বামীর কোনো ধারণাই নেই। তা হলে ডক্টর র‍্যাঙ্ক কেমন করে ··· ?

নো রা ঠিকই হয়েছে ক্রিষ্টাইন্। টরভিল্ড আমায় এতো ভালোবাসে যে নিজেই বলে আমাকে একেবারে নিশ্বেষে পেতে চায়। প্রথম প্রথম দেখতুম আমার অন্যান্য প্রিয়জনের নাম করলে ওর প্রায় হিংসে ধরত। তাই সে-সব নাম ওর কাছে আর তুলতুম না। কিন্তু ডক্টর র‍্যাঙ্ক তাদের কথা শুনতে ভালোবাসতেন, তাই তাঁর কাছে তাদের কথা বলতুম।

মি, লি, শোনো নোরা। এখনো অনেক ব্যাপারে তুমি খুব ছেলেমানুষ রয়েছো। অনেক দিক থেকেই আমার অভিজ্ঞতাও বেশি, বয়েসেও

আমি বড়। তোমায় স্পষ্টই বলছি: ডক্টর র‍্যাঙ্কের সঙ্গে এ-সব ব্যাপার এবার শেষ করো।

নোরা কী শেষ করব?

মি, লি, দুটো জিনিস। কাল তোমার এক বড়লোক ভক্তর কথা বলছিলে না যার কাছ থেকে টাকা ধার ···

নোরা কিন্তু দুঃখের বিষয় সে-রকম ভক্ত যে আসলে কোথাও নেই। যাই হোক্ তারপর?

মি, লি, ডক্টর র‍্যাঙ্কের অবস্থা ত ভালোই?

নোরা হুঁ, তা ভালো।

মি, লি, কোনো পুষ্যিও তাঁর নেই?

নোরা কেউ না। কিন্তু—

মি, লি, আর এখানে আসেন প্রত্যহ?

নোরা হুঁ; তা ত বল্লুমই।

মি, লি, কিন্তু এ-রকম শিক্ষিত লোকের ও-দশা ধরল কেন?

নোরা কিছুই বুঝতে পারছি না।

মি, লি, ন্যাকা সেজো না নোরা। তুমি কি মনে করো যে কে তোমায় আড়াই শ পাউণ্ড দিয়েছে তা আমি ধরতে পারিনি?

নোরা তোমার মাথা খারাপ হল নাকি? এ-সব কথা কেমন করে মনে আনতে পারো? আমাদের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু, রোজ এখানে আসেন, তাঁর সঙ্গে ···? ব্যাপারটা সত্যি হলে কী বিশ্রী যে হত সেটুকু বোঝবার ক্ষমতা আছে?

মি, লি, তাহলে আসলে উনি নন?

নোরা না নিশ্চয়ই নন। এ-কথা ত মুহূর্তের জন্যেও আমার মাথায় আসত না। তাছাড়া দেবার মতো টাকা তখন তাঁর হাতে ছিল না। ওর টাকা এসেছে অনেক পরে।

মি, লি, যাক। সেটা তোমার কপালের গুণই বলতে হবে।
নো রা না। ডক্টর র‍্যাঙ্ক-কে অনুরোধ করবার কথা আমার মাথায় কক্ষোনো আসত না। অবশ্য আমি ঠিক জানি যে অনুরোধ করলে—
মি, লি, কিন্তু তা তুমি কখনই করতে পারো না।
নো রা নিশ্চয়ই না। আমি জোর করে বলতে পারি তার দরকারও পড়বে না। তবে আমি ঠিক জানি যে ডক্টর র‍্যাঙ্ককে আমি অনুরোধ করলে—
মি, লি, তোমার স্বামীকে না জানিয়ে ?
নো রা নাঃ। ব্যাপারটার সম্পূর্ণ নিস্পত্তি করে ফেলতে হচ্ছে। স্বামীর অসাক্ষাতেই করতে হবে সেই লোকটার সঙ্গে, অন্য লোক অবশ্য !
মি, লি, হুঁ। কাল ত আমি সেই কথাই বলছিলুম। কিন্তু—
নো রা [পায়চারি করতে-করতে] পুরুষমানুষ এ-সব ব্যাপার মেয়েদের চেয়ে অনেক সহজেই চুকিয়ে ফেলতে পারে।
মি, লি, পুরুষমানুষ মানে স্বামী।
নো রা যা তা ! [থমকে দাঁড়িয়ে] আচ্ছা, ধার শোধ করে দিলে দলিলটা ত ফেরত পাওয়া যায় ? তাই না ?
মি, লি, নিশ্চয়ই। আইনত।
নো রা তারপর সেই নোংরা কাগজটা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেলাও যায় ? তাই না ?
মি, লি, [তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে সেলাই নামিয়ে রাখলো তারপর আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালো।] নোরা, আমার কাছে তুমি কিছু লুকোচ্ছো ?
নো রা আমার চেহারা দেখে কি তাই মনে হচ্ছে ?
মি, লি, কাল সকালের পর তোমার নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। কী হয়েছে বলো।

নো রা [ওর কাছে গিয়ে] ক্রিষ্টাইন্! [কান পেতে রইল] চুপ্,
টরভিল্ড বাড়ি ফিরল। একটু বাচ্ছাদের কাছে যাও না ভাই।
কিছু মনে করো না। টরভিল্ড জামা সেলাই করতে দেখলে
বিরক্ত হয়। এ্যানি তোমায় সাহায্য করবে।

মি, লি, [কয়েকটা জিনিস জড়ো করতে-করতে] নিশ্চয়ই। কিন্তু
কথাটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি এ-বাড়ি থেকে নড়ছি না। [বাঁ
পাশের ঘরে চলে গেল। হেল্মার ঢুকল বসার ঘর দিয়ে।]

নো রা [হেল্মারের কাছে গিয়ে] তোমার কথা এত ভাবছিলাম
টরভিল্ড!

হে ল্ ও কে? দর্জি?

নো রা না ও ক্রিষ্টাইন্। আমার পোষাকটা ঠিক করতে সাহায্য
করছিলো। দেখো, আমাকে কী রকম ছিম্ছাম দেখাবে।

হে ল্ কী রকম বুদ্ধি দিয়েছি বলো?

নো রা চমৎকার! কিন্তু তোমার কথা শুনে-চলাটাও আমার পক্ষে
ভালো গুণের পরিচয় কি না বলো?

হে ল্ ভালো গুণ? স্বামীর কথা শুনেছো বলে, তাই? ওরে আমার
বিচ্ছু শয়তান! কিন্তু যাও নিজের কাজ করো গে, তোমাকে
বিরক্ত করব না। পোষাকটা পরে দেখাবার জন্যে বোধ হয় আমার
ডাক পড়বে?

নো রা নিজের কাজ করতে চলেছো বুঝি?

হে ল্ হুঁ। [একটা কাগজের বাণ্ডিল দেখালো] দেখছো ত?
এই মাত্র ব্যাঙ্ক-এ গিয়েছিলুম। [নিজের ঘরে যাবার জন্যে
ফিরল]

নো রা টরভিল্ড।

হে ল্ কী?

নো রা   তোমার কাঠবিল্লিটা যদি একটা ভারি, ভারি মিষ্টি, জিনিস চেয়ে বসে ?

হে ল্   কী হবে তা হলে ?

নো রা   দেবে সেটা ?

হে ল্   প্রথমত জানতে হবে জিনিসটা কি।

নো রা   তোমার বুলবুলি ঘরময় ঘুরে যত রকম ভাবে সম্ভব তোমায় খুসি করে রাখবে যদি জিনিসটা সে পায়।

হে ল্   সোজাসুজি বলো।

নো রা   তোমার বুলবুলিটা এঘরে ওঘরে কিচিরমিচির করে—

হে ল্   আহা, আমার বুলবুলিটা ত দিনরাতই তা করছে।

নো রা   আমি পরীর পোষাক পরে চাঁদের আলোয় নাচব শুধু তোমায় খুসি করতে।

হে ল্   আজ সকালে যে অনুরোধ করেছিলে নিশ্চয়ই সেটার কথা বলছ না নোরা ?

নো রা   [ওর কাছে গিয়ে] হুঁ টরভিল্ড। আমি অনুনয় করছি, ভিক্ষে চাইছি—

হে ল্   আবার সেই কথা তোলবার সাহস হচ্ছে নোরা ?

নো রা   হুঁ টরভিল্ড। আমার কথা শুনতে হবেই হবে। ব্যাঙ্কে ক্রগষ্টাডের চাকরিটা যাতে থাকে তার ব্যবস্থা—

হে ল্   শোনো নোরা, ওর জায়গাতেই আমি মিসেস লিণ্ডকে নেবার ব্যবস্থা করেছি।

নো রা   হুঁ। এ ব্যাপারে বাস্তবিক দয়া করেছ। কিন্তু ক্রগষ্টাড্-এর বদলে অন্য যে কোনো কেরাণীকে ত তুমি ছাড়িয়ে দিতে পারো।

হে ল্   এ একেবারে অসম্ভব জেদ! তুমি না ভেবে চিন্তে তাকে একটা কথা দিয়ে দিয়েছ বলেই আশা করো আমি···

নোরা না না, সে-কারণে নয়। তোমার নিজের ভালোর জন্যেই বলছি। তুমি ত নিজেই বলছিলে লোকটা অতি নোংরা খবরের কাগজে লেখে-টেখে। ও তোমার অসম্ভব ক্ষতি করতে পারে। ওর কথা ভাবতেই প্রাণ ভয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে।

হেল্‌ ওঃ বুঝেছি। অতীতের কথা ভেবে ভয় পাচ্ছো।

নোরা মানে?

হেল্‌ তুমি নিশ্চয়ই তোমার বাবার কথা ভাবছো।

নোরা হুঁ হুঁ, ঠিক তাই। মনে পড়ে ত এই সব বদমাইসের দল বাবার নামে খবরের কাগজে কী ভয়ানক যাতা লিখেছিলো? আমার ধারণা এ লোকগুলোর দরুণ বাবার চাকরিটা ঠিক যেতো, কেবল কপালগুণে কর্তারা সে সময় তোমায় ডেকেছিলেন তদন্ত করতে আর তোমার মনে আমাদের প্রতি টান ছিলো।

হেল্‌ কিন্তু তোমার বাবা আর আমার মধ্যে মস্ত তফাৎ রয়েছে। সামাজিক ভাবে, চাকুরে হিসেবে, তোমার বাবা সন্দেহ বলে জিনিসের সম্পূর্ণ উপরে ছিলেন না। কিন্তু আমার ব্যাপারে এতদিন পর্যন্ত, আশাকরি যতদিন চাকরিটা করব ততদিনও···

নোরা কিন্তু এ সব লোক কখন কী ক্ষতি যে করে বসে তা তুমি ধারণাই করতে পারো না। আমাদের এই বাড়িতে তুমি আমি আর আমাদের ছেলেপুলেরা দিন কাটাতে চাই পরিপূর্ণ শান্তিতে, একটুও দুশ্চিন্তা যেন না থাকে। তাই আমি তোমার কাছে ও ভাবে প্রার্থনা করছিলুম টরভিল্ড।

হেল্‌ তুমি ওর জন্যে অত জেদ করছ বলেই ওকে রাখা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ছে। ব্যাঙ্ক-এ ইতিমধ্যে জানাজানি হয়ে গিয়েছে যে আমি ক্রগ্‌ষ্টাড্‌কে তাড়িয়ে দিতে চাই। এর পর ত রটে যাবে স্ত্রীর কথায় বশ হয়ে নতুন ম্যানেজার আবার তাকেই বাহাল করল।

নোরা তা যদি সত্যিই হয় তাতেই বা ক্ষতি কী?

হেল্ তা ত বটেই। তোমার ছেলেমানুষী আর গোঁয়ারতুমির জিত হলেই হল? তুমি কি মনে করো আমার সমস্ত কর্মচারিদের কাছে আমি হাস্যাস্পদ হতে রাজি আছি, লোককে এ-কথা জানাতে রাজি আছি যে বাইরের প্রভাবে আমি বিচলিত হই? তার কুশ্রী ফল ফলতে সময় লাগবে না। তা ছাড়া, আর একটা ব্যাপারে আমি যতদিন ম্যানেজার থাকি ততদিন ক্রগ্‌ষ্টাড্‌কে ওখানে থাকতে দেওয়া একেবারে অসম্ভব।

নোরা সে আবার কী?

হেল্ ওর দুর্নীতি হয়ত আমি দরকার হলে দেখেও না দেখতে পারতুম।

নোরা হুঁ সেটুকু তুমি পারতে। পারতে না?

হেল্ শুনেছি লোকটা কাজেরও বটে। কিন্তু ছেলেবয়েস থেকেই ওর সঙ্গে আমার আলাপ। মানুষ ছোট বয়সে কয়েকটা না ভেবে চিন্তে বন্ধুত্ব করে ফেলে যার দরুণ পরে মুস্কিলে পড়ে, এ হল সেই রকমের বন্ধুত্ব। তোমায় এ-কথা বলতে পারি যে এককালে আমাদের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতাই ছিল। কিন্তু এ লোকটা সকলের সামনে একটুও সামলে চলতে পারে না। লোকটা বরং মনে করে সবাইকার সামনে আমার প্রতি খুব ঘরোয়া ভাব দেখিয়ে মিনিটে মিনিটে "বুঝছো না হে হেল্‌মার"—এই রকম কথা বলে বাহবা নেবে। সত্যি বলছি আমার পক্ষে ব্যাপারটা বড় পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়ায়। ব্যাঙ্কে ও আমায় অতিষ্ঠ করে ছাড়বে।

নোরা টরভিল্ড, এ কথা নিশ্চয়ই তুমি সত্যি সত্যি বলতে চাও না।

হেল্ কেন?

নোরা এ যে বড্ড ছোট মনের পরিচয়!

হেল্ কী বলছ? ছোট মন? তুমি মনে করো আমার মন ছোট?

নো রা না ঠিক তার উল্‌টো তাই ত—

হে ল্‌ একই কথা হল। তুমি ত বলতে চাও আমি কথাটা বলছি ছোট মনের মতো। তার মানে আসলে আমার মনটাও ছোট। ছোট মন? বেশ। এ ব্যাপারের হেস্তনেস্ত করবই। [বসার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে ডাকলো] হেলেন!

নো রা কী আবার করবে?

হে ল্‌ [নিজের কাগজপত্তর দেখতে-দেখতে] নিষ্পত্তি। [ঝি-র প্রবেশ।] দেখো এই চিঠিটা নিয়ে এক্ষুনি নীচে যাও। দেখবে একটা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে বোলো চটপট চিঠিটা নিয়ে যেতে। খামের ওপোরই ঠিকানা লেখা আছে। এই নাও পয়সা।

ঝি আজ্ঞে [চিঠি নিয়ে প্রস্থান।]

হে ল্‌ [কাগজ গোছাতে-গোছাতে] এইবার?

নো রা [রুদ্ধশ্বাসে] ওটা কিসের কিসের চিঠি টরভিল্‌ড?

হে ল্‌ ক্রগষ্টাডের বরখাস্ত।

নো রা ওকে ডেকে বারণ করো টরভিল্‌ড। এখনো সময় রয়েছে। টরভিল্‌ড, ওকে বারণ করো, বারণ করো আমার মুখ চেয়ে, তোমার নিজের মুখ চেয়ে, বাচ্ছাদের মুখ চেয়ে ওকে বারণ করো। শুনতে পাচ্ছো না? বারণ করো ওকে। তুমি জানো না ও চিঠি আমাদের কী সর্বনাশ করতে পারে!

হে ল্‌ আর হয় না, দেরী হয়ে গেছে।

নো রা হুঁ। বড্ড দেরী হয়ে গেল।

হে ল্‌ শোনো নোরা। তোমার দুশ্চিন্তা যদিও আমার পক্ষে অপমানজনক তবুও তোমায় ক্ষমা করলুম। বাস্তবিক অপমানজনক! একটা হতভাগা প্রতিশোধ নিতে পারে সেই চিন্তায় আমি ভয় পাবো এটা কি অপমানজনক কথা নয়? তবু, তোমায় ক্ষমা

করলুম। কেন না এ হল আমার প্রতি তোমার অতি-গভীর ভালোবাসার লক্ষণ। [ওর হাতে ধরে] হুঁ এই রকমই চাই, নোরা। যাই ঘটুক না কেন, স্থির জেনো, দরকার পড়লে আমার শক্তি আর সাহসের অভাব হবে না। দেখো, সব কিছুই ঘাড় পেতে নেবার পৌরুষ আমার আছে।

নো রা [ভীত গলায়] তার মানে ?

হে ল্ যা বলেছি ঠিক তাই—

নো রা [সামলে নিয়ে] তার দরকার পড়বে না।

হে ল্ এই ত চাই। স্বামী-স্ত্রীর ঠিক যেমন হওয়া উচিত : আমরা দুজনে মিলে একসঙ্গে সবটা ঘাড় পেতে নেবো। তাই হবে। [আদর করতে করতে] খুসি ত ? এই ত, এই ত—ও রকম ভীরু পায়রার মতো চোখ করলে চলবে না। সবটাই পাগলামী। যাও এবার তোমার নাচটা ঠিক করে নাও গে যাও। আমি আমার ঘরে গিয়ে দোর একেবারে বন্ধ করে দেবো, আমার কানে একটুও শব্দ পৌছবে না। তুমি যত খুসি হট্টগোল করতে পারো করো। [দরজার দিকে ফিরল] র‍্যাঙ্ক এলে বোলো আমি কোথায় আছি। [ওর দিকে মাথা নুইয়ে কাগজপত্তর নিয়ে নিজের ঘরে গেল। দরজা দিল বন্ধ করে।]

নো রা [দুশ্চিন্তায় হতভম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, যেন মাটির সঙ্গে আটকে গেছে] ওর পক্ষে এ-কাজ অসম্ভব নয় এ-কাজ সে করবেই করবে। না না, তা নয়, কক্ষোনো নয়, কক্ষোনো নয়। এর চেয়ে আর যাই হোক না কেনো তাই ভালো। একটা উপায়, একটা যা হোক উপায়…[বাইরে কলিং বেলের শব্দ]…এর চেয়ে আর যাই হোক না কেনো তাই ভালো হবে। যাই হোক না কেনো। [হাতে মুখ ঢাকলো। কোনোমতে নিজেকে সামলে এগিয়ে গিয়ে

দরজাটা খুলে দিলো। কোর্ট ঝুলিয়ে র‍্যাঙ্ক দাঁড়িয়ে রয়েছে। এরপরের কথাবার্তা হতে-হতে অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে।]

নোরা নমস্কার ডক্টর র‍্যাঙ্ক! আপনি যে এসেছেন তা বুঝতে পেরেছিলুম। কিন্তু এক্ষুনি টরভিল্ডের ঘরে যাবেন না। বোধ হয় ও খুব ব্যস্ত আছে।

র‍্যাঙ্ক আর আপনি?

নোরা [ওকে ঘরে ঢুকিয়ে পিছনের দরজা ভেজিয়ে দিলো] ও! আপনার জন্যে আমার যে সর্বক্ষণই সময় আছে তা আপনি ভালোই জানেন।

র‍্যাঙ্ক ধন্যবাদ! এর যতটুকু সুব্যবহার সম্ভব তা আমি করব।

নোরা "যতটুকু সুব্যবহার সম্ভব ততটুকু?" তার মানে?

র‍্যাঙ্ক ভয় পেলেন না কি?

নোরা অদ্ভুত শোনালো। কিছু ঘটবার ভয় আছে নাকি?

র‍্যাঙ্ক কিছু না। কেবল একটা ব্যাপার, যার জন্যে অনেকদিন থেকে নিজেকে তৈরি করেছি। কিন্তু ব্যাপারটা যে এত তাড়াতাড়ি ঘটবে তা ভাবি নি।

নোরা [ওর হাত চেপে ধরে] কী ব্যাপার বলতেই হবে।

র‍্যাঙ্ক [চিমনির পাশে বসে] একেবারে আমার ব্যাপার।

নোরা [স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে] শুধু আপনার ব্যাপার?

র‍্যাঙ্ক আর কে হবে? নিজের কাছে ফাঁকি দিয়ে লাভ নেই। মিসেস্ হেল্‌মার, আমার অবস্থা আমার সমস্ত রোগীদের চেয়ে খারাপ। হালে আমার ভেতরকার হিসেবনিকেস করছিলুম। একেবারে ফতুর। হয়ত মাসখানেকের মধ্যেই গির্জের জমির তলায় পচতে থাকবো।

নোরা যত সব বিশ্রী কথা!

র‍্যাঙ্ক ব্যাপারটাই বিশ্রী। আর সবচেয়ে জঘন্য হল তার আগে আরও অনেক কুৎসিত জিনিস ভোগ করতে হবে। আর শুধু একবার নিজেকে পরীক্ষা করব। তারপর বুঝব ঠিক কখন আশাভঙ্গের বীভৎস পালা সুরু হবে। একটা কথা আপনাকে বলতে চাই। হেল্‌মারের মেজাজ সৌখীন, যে কোন কুৎসিত জিনিসের প্রতি তার ঘৃণা! আমার রোগের ঘরে ওকে যেতে দেবো না।

নোরা ও! কিন্তু ডক্টর র‍্যাঙ্ক—

র‍্যাঙ্ক কোনো মতেই ওকে সেখানে যেতে দেবো না। আমার দোর দেবো বন্ধ করে। যখনই ঠিক বুঝব যে শেষ প্রায় হয়ে এসেছে তখন আপনাকে আমার কার্ড পাঠাবো, তার ওপোর দেবো কালো করে কেটে দেবার দাগ। তখন বুঝতে পারবেন সেই জঘন্য শেষ হয়ে যাওয়া সুরু হয়েছে।

নোরা আজ দেখছি আপনি একেবারে পাগলামি শুরু করছেন। অথচ আজ আপনাকে খুসি-মেজাজে পেলে আমার—

র‍্যাঙ্ক খুসি মেজাজ? মৃত্যু যখন পাশাপাশি হাঁটছে তখন? আর এই দণ্ড যখন দিতে বসেছি অন্য আর একজনের পাপের দরুন? প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই দেখছি কোনো না কোনো ভাবে এই চরম শাস্তি ভোগের পালা চলেছে—

নোরা [কানে আঙুল দিয়ে] যাতা! একটু আনন্দের কথা কিছু বলুন।

র‍্যাঙ্ক কিন্তু এটা ত আগাগোড়াই হাসির ব্যাপার! বাবার যৌবনের স্বেচ্ছাচারের দরুণ আমার নির্দোষ শিরদাঁড়া বেচারা এ রকম কষ্ট ভোগ করবে! হাসির ব্যাপার নয়?

নোরা [বাঁ দিকের টেবিলে বসে] মানে, আপনি বলতে চান তিনি asparagus আর patt de foie grass-এর প্রতি বড় বেশী পক্ষপাতী ছিলেন।

র‍্যা ঙ্ক হুঁ। তা ছাড়া Truffles ও।

নো রা Truffles, হুঁ। আর Oyster ও। তাই না?

র‍্যা ঙ্ক Oyster নিশ্চয়। সে আর বলতে।

নো রা আর দেদার পোর্ট আর শ্যাম্পেন। আহা, এই সব ভালো ভালো জিনিসগুলো যে আমাদের হাড়ের ওপর প্রতিশোধ নেয় সে ভারি দুঃখের কথা।

র‍্যা ঙ্ক বিশেষ করে এমন এক হতভাগার হাড়ের ওপর যে বেচারা এ সব আনন্দের বিন্দুমাত্র ভোগ করতে পারলো না।

নো রা বাস্তবিক। সেটাই সবচেয়ে দুঃখের কথা।

র‍্যা ঙ্ক [ওর দিকে তীক্ষ্ণভাবে চেয়ে] হুম্!

নো রা [একটু চুপ করে থেকে] হাসলেন কেন?

র‍্যা ঙ্ক না ত। আপনিই বরং হাসছিলেন।

নো রা না, বরং আপনিই মুচকি হাসছিলেন।

র‍্যা ঙ্ক [উঠে দাঁড়িয়ে] যা ভাবতুম আপনি দেখছি তার চেয়ে ঢের বেশী শয়তান!

নো রা আজ আমার মেজাজটা বড় খারাপ হয়ে রয়েছে।

র‍্যা ঙ্ক তাই ত মনে হচ্ছে।

নো রা [ওর পিঠে হাত রেখে] ডক্টর র‍্যাঙ্ক, ডক্টর র‍্যাঙ্ক,—মৃত্যু কিছুতেই আপনাকে আমার আর টরভিল্ড-এর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে না।

র‍্যা ঙ্ক আপনাদের এ ক্ষতি চটপট পূরণ হয়ে যাবে। যারা চলে যায়, তাদের কথা ভুলতে সময় লাগে না।

নো রা [ওর দিকে ব্যগ্র ভাবে চেয়ে] বাস্তবিক, তাই কি আপনার মনে হয়?

র‍্যাঙ্ক মানুষ নতুন বাঁধন বাঁধে। আর তারপর—

নোরা কে আবার নতুন বাঁধন বাঁধবে?

র‍্যাঙ্ক আপনি আর হেল্‌মার দুজনেই। আমি চলে যাবার পর। আপনি ত দেখছি সেদিকে ইতিমধ্যেই অনেকখানি এগিয়েছেন। কাল রাতে এখানে সেই মিসেস্ লিণ্ড-এর কী কাজ ছিলো?

নোরা ক্রিষ্টাইনের প্রতি আপনার হিংসে হয় এ কথা নিশ্চয়ই বলতে চান না।

র‍্যাঙ্ক হয় বই কি। এ বাড়িতে ওই আমার জায়গা দখল করবে। আমার শেষ হয়ে গেলে এই মেয়েটাই ...

নোরা আস্তে। অত চেঁচিয়ে কথা বলবেন না। পাশের ঘরেই ও রয়েছে।

র‍্যাঙ্ক আজকেও? নিজেই দেখুন।

নোরা ও এসেছে শুধু আমার পোষাকটা সেলাই করে দিতে। বাস্তবিক আপনি কী ভয়ানক অবুঝ! [সোফায় বসল] এবার মেজাজটা ভালো করুন ডক্টর র‍্যাঙ্ক। দেখবেন কাল কী সুন্দর আমি নাচব। সবটুকুই শুধু আপনার জন্যে আর অবশ্যই, টরভিল্ড-এর জন্যে। [বাক্স থেকে অনেকগুলো জিনিস বের করল] ডক্টর র‍্যাঙ্ক, এখানে আসুন, একটা জিনিস দেখাই।

র‍্যাঙ্ক [বসে] কী জিনিস?

নোরা এইগুলো দেখুন একবার।

র‍্যাঙ্ক রেশমের মোজা।

নোরা ঠিক গায়ের রং! সুন্দর না? এখন এখানে অন্ধকার হয়ে এসেছে কিন্তু কালকে ... . ও না, না, না, শুধু একবার পায়ের দিকে দেখবেন।

র‍্যাঙ্ক হুম্।

নো রা ও রকম সন্দেহ করে চেয়ে আছেন যে! আপনার মনে হচ্ছে এগুলো আমার গায়ের ঠিক হবে না?

র‍্যা ঙ্ক সে সম্বন্ধে মতবাদ পোষণ করবার অধিকার আমার নেই।

নো রা [এক মুহূর্ত ওর দিকে চাইল।] লজ্জায়? [মোজা দিয়ে ওর কানে হালকা আঘাত করল।] এই হল আপনার শাস্তি। [জিনিসগুলো আবার ভাঁজ করে রাখল]

র‍্যা ঙ্ক আর সুন্দর জিনিস কী কী দেখতে পাব?

নো রা আর একটা জিনিস ও নয়। দুষ্টুমির শাস্তি। [নিজের মনে গুন্‌গুন্ করতে-করতে জিনিসগুলো দেখতে লাগল।]

র‍্যা ঙ্ক [একটু চুপ করে থেকে] এখন আপনার সঙ্গে এই রকম অন্তরঙ্গ ভাবে কথা বলতে-বলতে ভেবে ঠিকই করতে পারি না এ বাড়িতে কখখনো না এলে আমার কী হত!

নো রা [হাসতে-হাসতে] আমাদের সঙ্গে আপনার নিশ্চয়ই একেবারে আপন-ভাব লাগে।

র‍্যা ঙ্ক [চাপা গলায় সামনের দিকে চেয়ে] আর এ-সব ছাড়তে বাধ্য হওয়া—

নো রা বাজে কথা। এ সব ছেড়ে আপনাকে যেতে হবে না।

র‍্যা ঙ্ক [আগের মতোই] ছেড়ে যাওয়া, পেছনে একটাও কোনো স্মৃতি পড়ে থাকবে না—সুখেরও নয়, দুঃখেরও নয়। শুধু একটা শূন্য জায়গা রেখে যাবো যা দুদিনের মধ্যেই আর একজন এসে দখল করে বসবে।

নো রা ধরুন, এখন যদি আপনার কাছে একটা জিনিস চাই?

র‍্যা ঙ্ক কী জিনিস?

নো রা আপনার বন্ধুত্বের একটা মস্ত বড়ো প্রমাণ।

র‍্যা ঙ্ক নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

নোরা একটা খুব বড়ো রকমের দয়া করতে বলি যদি।

র‍্যাঙ্ক জীবনে একটি বারের জন্যেও কী সত্যি সে সুখ দেবেন ?

নোরা কিন্তু ব্যাপারটা কী তা তো জানেন না।

র‍্যাঙ্ক না। বলুন আপনি।

নোরা না না, সত্যি সে-কথা মুখে আনতে পারি না। ব্যাপারটা, যেন কোনো মাথামুণ্ড নেই। আমি আপনার কাছ থেকে উপদেশ চাই, একটা দয়াও চাই।

র‍্যাঙ্ক ব্যাপারটা যতো বড়ো হবে ততোই আমার পক্ষে ভালো। কিন্তু কী যে আপনি বলতে চান ঠিক ঠাহর করতে পারছি না। খুলে বলুন। আমায় বিশ্বাস করেন না ?

নোরা সকলের চেয়ে বেশী। আমি জানি আপনিই আমার সবচেয়ে নিকট বন্ধু। তাই আপনাকে সব কথা বলব। শুনুন ডক্টর র‍্যাঙ্ক, একটা ব্যাপার থেকে আমায় বাঁচাতেই হবে। আপনি ত জানেন টরভিল্ড আমায় কী অদ্ভুত, কী গভীর, কী আশ্চর্য রকম ভালোবাসে। আমার জন্যে সে জীবন দিয়ে দিতে কোন দিনই এক মুহূর্ত ইতস্তত করবে না।

র‍্যাঙ্ক [তার দিকে ঝুঁকে] নোরা, তোমার কি মনে হয় একমাত্র ওই তা পারে ?

নোরা [অল্প চমকে] একমাত্র—

র‍্যাঙ্ক একমাত্র ওই কি তোমার জন্যে জীবন দিতে পারে ?

নোরা [দুঃখিত ভাবে] তাই নাকি !

র‍্যাঙ্ক আমি ঠিক করেছি, চলে যাবার আগে কথাটা তোমায় বলবই। এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর পাবো না। শোনো, নোরা। এ-কথা জেনে রাখো আমায় যতটা বিশ্বাস করতে পারো ততটা আর কাউকে নয়।

নোরা [দৃঢ় ও স্তব্ধ ভাবে উঠে দাঁড়ালো] আমায় যেতে দিন।

র‍্যাঙ্ক [ওকে পথ ছেড়ে দিলো। তবু চুপ করে বসে রইল]

নোরা [বাইরের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে] হেলেন বাতিটা দিয়ে যাও। [চিমনির কাছে গিয়ে।] ডক্টর র‍্যাঙ্ক, আপনার পক্ষে বাস্তবিক এটা বিশ্রী বাড়াবাড়ি হল।

র‍্যাঙ্ক আপনাকে অতখানি ভালোবাসাটা বলছেন ? ওটাই হল বিশ্রী !

নোরা তা নয়। কিন্তু, কিন্তু আমায় ও ভাবে বলা দরকার ছিল না।

র‍্যাঙ্ক তার মানে ? আপনি কি জানতেন ? [ঝি টেবিলের উপর আলো রেখে চলে গেল] নোরা, মিসেস্ হেল্‌মার, এ সম্বন্ধে কি কিছু আঁচ করেছিলেন ?

নোরা কী করে বলব ? জানি না। বলতে পারি না। আপনি এমন এলোমেলো কাণ্ড করে বসবেন কে জানত ? আমরা কী সুন্দর ছিলুম বলুন ত !

র‍্যাঙ্ক যাই হোক, মোটের ওপর আপনি জানুন যে আমাকে যে কোনো হুকুম আপনি করতে পারেন। আপনার কথাটা বলবেন না ?

নোরা [ওর দিকে চেয়ে] যা হয়ে গেল তারপরেও ?

র‍্যাঙ্ক দয়া করে বলুন ব্যাপারটা কী।

নোরা আপনাকে এখন আর কিছু বলা চলে না।

র‍্যাঙ্ক না না, ও ভাবে শাস্তি আমায় দেবেন না। আপনার জন্যে যতটুকু মানুষে করতে পারে ততটুকু করতে দিন।

নোরা আমার জন্যে এখন আর আপনার পক্ষে কিছু করাই সম্ভব নয়। তা ছাড়া, আমি সত্যি কোনো সাহায্যই চাই না। সবটাই আমার একটা কল্পনা মাত্র। নিশ্চয়ই তাই—তা ছাড়া কিছুই নয়। [দোলা-চেয়ারটায় বসে হাসি-হাসি ভাব করে ওর দিকে তাকালো]

আপনি বেশ লোক ডক্টর র‍্যাঙ্ক। আলোটা আনানোর পর কি লজ্জা লাগছে না ?

র‍্যা ঙ্ক একটুও না। কিন্তু এবার বোধহয় আমার যাওয়াই ভালো, একেবারে বরাবরের মতো চলে যাওয়া।

নো রা না না, আপনি যেতে পাবেন না। আগের মতোই আপনাকে এখানে আসতে হবে। টরভিল্ড আপনাকে ছেড়ে যে থাকতে পারবে না সে কথা আপনি বেশ জানেন।

র‍্যা ঙ্ক হুঁ। কিন্তু আপনি ?

নো রা আপনি এলে আমি বরাবরই খুব খুসি হই।

র‍্যা ঙ্ক তাই দেখেই ত আমি ভুলটা করে বসেছি। আপনি আমার কাছে ধাঁধা হয়েই রইলেন। প্রায়ই মনে হয়েছে আপনি হেল্‌মারের কাছে থাকতে যেমন খুসি হন আমার কাছেও তেমনি খুসি হবেন।

নো রা দেখুন, ঠিক ভালোবাসা যায় একজনকে, আর কেউ-কেউ থাকে যাদের সঙ্গী হিসেবে পেতে খুব ভালো লাগে।

র‍্যা ঙ্ক হুঁ, কথাটা ঠিক।

নো রা আমি যখন বাড়িতে ছিলুম তখন সবচেয়ে ভালোবাসতুম বাবাকে। কিন্তু ঝিদের ঘরে লুকিয়ে-লুকিয়ে যেতে ভারি মজা লাগত। তারা উপদেশ একেবারে দিতো না, আর এমন সব খোসগল্প করত !

র‍্যা ঙ্ক তার মানে আমি দখল করেছি সেই ঝিদের জায়গা ?

নো রা [লাফিয়ে উঠে ওর কাছে গেলো] না না, ডাক্তার, সে কথা মোটেই বলতে চাই নি। কিন্তু, এটুকু ত বোঝেন যে টরভিল্‌ড-এর কাছে থাকতে পাওয়া অনেকটা বাবার কাছে থাকারই মতো।

[বাইরের ঘর থেকে ঝি-র প্রবেশ]

ঝি [ফিস্ ফিস্ করে] একটা কথা মা। [ওর হাতে চুপি চুপি একটা কার্ড দিলো]

নো রা [কার্ডটা দেখে] ওঃ! [সেটা পকেটে রাখল]

র‍্যা ঙ্ক খারাপ খবর নাকি ?

নো রা না না, মোটেই নয়। অন্য ব্যাপার। আমার ওই পোষাকটার ব্যাপার।

র‍্যা ঙ্ক কি ? আপনার পোষাকটা ত সামনেই পড়ে রয়েছে।

নো রা না, ওটা নয়। আর একটা পোষাকের ফরমাস দিয়েছিলুম। কিন্তু টরভিল্ড না জানতে পারে—

র‍্যা ঙ্ক ও, তার মানে এইটেই আপনার সেই ভয়ানক গোপন ব্যাপার!

নো রা নিশ্চয়ই। শুনুন, উনি পাশের ঘরেই আছেন। ওঁর কাছে একটু যান। আর দেখুন, আমার কাজ না চোকা পর্য্যন্ত ওঁকে ···

র‍্যা ঙ্ক নিশ্চিন্ত থাকুন। ওকে এদিকে আসতেই দেবো না। [হেল্-মারের ঘরে গেলো]

নো রা [ঝি-কে] ভদ্রলোক কি রান্নাঘরের ওখানেই দাঁড়িয়ে ?

ঝি হুঁ। কিন্তু লাভ নেই।

নো রা কিছুতেই ফিরতে রাজি নন ?

ঝি না, বলছেন আপনার সঙ্গে দেখা না হলে কিছুতেই ফিরবেন না।

নো রা বেশ নিয়ে এসো। কিন্তু চুপিচুপি এনো। হেলেন্, এ কথা কিন্তু কাউকে বোলো না, মানে কর্তাকে অবাক করে দেবো বলেই ···

ঝি বুঝেছি মা। [ঝি বেরিয়ে গেলো]

নো রা ভয়নক একটা কিছু এবার বুঝি ঘটবে! কি করব, আমার কোনো হাত নাই। না, না, না, ঘটতে দেবো না, কিছুতেই নয়।

[হেল্‌মারের ঘরের দরজায় খিল দিয়ে দিলো। বসার ঘরের দিকের দরজা খুলে ঝি ক্রগষ্টাড্‌কে পৌঁছে দোরটা ভেজিয়ে দিলো। ওর গায়ে ফার কোট, পায়ে উঁচু জুতো, মাথায় ফারের টুপি।]

নো রা [ওর দিকে এগিয়ে] চাপা গলায় কথা বলুন। আমার স্বামী বাড়ীতেই আছেন।

ক্র গ্‌ তাতে কিছু আসে যায় না।

নো রা আমার কাছে কি দরকার?

ক্র গ্‌ একটা ব্যাপারের মানে জানতে চাই।

নো রা চটপট বলুন। কি ব্যাপার?

ক্র গ্‌ আপনি বোধহয় জানেন আমার চাকরী গিয়েছে।

নো রা আমি কোনো মতেই রুখতে পারলুম না। আপনার জন্যে যতটা সম্ভব আমি জুঝেছি। কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠ্‌লুম না।

ক্র গ্‌ আপনার স্বামী তা হলে আপনাকে অতটুকুই ভালোবাসেন? তিনি জানেন আপনার কী সর্ব্বনাশ আমি করতে পারি, তবু তাঁর এতোখানি সাহস হল যে ···

নো রা কি করে আপনি ভাবতে পানেন যে এ সব কথা তিনি একটুও জানেন?

ক্র গ্‌ ঠিক। আমাদের টরভিল্‌ভ হেল্‌মার মশাইটির বুকের পাটা অতোটা হওয়া সম্ভবই নয়।

নো রা মিঃ ক্রগষ্টাড্‌। দয়া করে আমার স্বামী সম্বন্ধে একটু সমঝে কথা বলুন। একটু খাতির···

ক্র গ্‌ নিশ্চই। যাঁর যতটুকু খাতির প্রাপ্য ততটুকু নিশ্চই করব। কিন্তু কথাটা যখন ওর কাছে আপনি গোপন করেই গেলেন তখন এটুকু বোধহয় আমি ধরে নিতে পারি যে তার ফলাফল সম্বন্ধে আপনার পরিষ্কার ধারণা আছে।

নো রা সে কথা আমায় শেখাতে হবে না।

ক্র গ্ হুঁ, আমার মতো বাজে উকিলের পক্ষে ···

নো রা এখন আমার কাছে কি চান বলুন ?

ক্র গ্ শুধু দেখে গেলুম কেমন আছেন। সমস্ত দিন শুধু আপনার কথাই ভেবেছি। ব্যাঙ্কের তুচ্ছ ক্যাশিয়ারই হই আর জুয়াচোরই হই, হৃদয় বলে আমার একটা জিনিষ আছে ত।

নো রা কই, দিন তার পরিচয়। ভেবে দেখুন, আমার কচি কচি ছেলেমেয়েদের কথা।

ক্র গ্ আপনারা স্বামীস্ত্রী কি আমার কথা ভেবে দেখেছিলেন ? কিন্তু, যাক সে সব কথা। আপনাকে শুধু বলতে এসেছি যে এ ব্যাপারটা নিয়ে আর বেশী মাথা ঘামাবেন না। প্রথমতঃ, নালিশ আমি করব না।

নো রা না, নিশ্চই না। আমি নিশ্চিত জানতুম যে আপনার মতো ভদ্রলোক তা করতেই পারেন না।

ক্র গ্ একটা আপোষ করে ফেলা যাক। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আর এ কথা জানিয়ে লাভ কি ? আমাদের তিনজনের মধ্যেই কথাটা আটক থাক।

নো রা কিন্তু আমার স্বামীকে এ কথা কোনো মতেই জানানো যাবে না।

ক্র গ্ কি করে বন্ধ করবেন ? আপনি কি বলতে চান ধারটা নিজে নিজেই শোধ করে দিতে পারেন ?

নো রা না, এক্ষুনি অবশ্য পারি না।

ক্র গ কিম্বা, চটপট টাকাটা তুলে ফেলবার মতো কোনো ফন্দি আবার মাথায় এসেছে ?

নো রা আর কোনো ফন্দি করতে চাই নে।

ক্র গ. তা ছাড়া, তাতেও আপনার লাভ নেই। আপনার হাতে যদি এখুনি সবটা টাকা থাকত তাহলেও আমি এ দলিলটা ছেড়ে যেতুম না।

নো রা ওটা নিয়ে তা হলে কি করতে চান ?

ক্র গ. আমি কেবল ওটাকে যত্ন করে তুলে রাখতে চাই! এ ব্যাপারে যার মাথা ঘামাবার দরকার নেই সে এ সম্বন্ধে একটুও 'আঁচ পাবে না। তাই, এ কথা ভেবে একটা ভয়ঙ্কর কিছু করে ফেলবার সংকল্প যদি করে থাকেন তা হলে ···

নো রা করেছিলুম, সত্যি।

ক্র গ. যদি মনে মনে ঠিক করে থাকেন বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার কথা ···

নো রা তাই ত ভেবেছিলুম।

ক্র গ. কিম্বা এর চেয়ে ভীষণ আরও কিছু · ·

নো রা আপনি সে কথা কি করে জানলেন ?

ক্র গ. সে সব কথা মনে আর আনবেন না।

নো রা আপনি কি করে জানলেন আমি ওই সব কথা ভেবেছিলুম ?

ক্র গ. আমাদের মনে প্রথম আসে ওই সব কথাই। আমার মনেও এসেছিলো, কিন্তু সাহসে কুলোয় নি।

নো রা [ক্ষীণভাবে] আমারও না।

ক্র গ. [স্বস্তির নিশ্বেষ ফেলে] ঠিক তাই নয়? আপনারও ত কুলোয় নি সাহসে ?

নো রা না না, আমার সে সাহস নেই, আমার নেই।

ক্র গ. একটা বোকামিও হত না কি ? বাড়ীতে প্রথম ঝড়ের ধাক্কাটা কেটে যাবার পর, আপনার স্বামীর নামে একটা চিঠি লিখে এনেছি।

নো রা আতে ওকে সব কথা জানিয়েছেন ?

ক্র গ যতটুকু মোলায়েম ভাবে সম্ভব।

নো রা [হুড়মুড় করে] এ চিঠি ওর হাতে পৌঁছোতেই পারে না। ছিঁড়ে ফেলুন। যাহোক করে টাকার জোগাড় আমি করব।

ক্র গ ক্ষমা করবেন মিসেস্ হেল্‌মার। আপনাকে না এখুনি বল্লুম ···

নো রা ধারের টাকার কথা বলছি না। আমার স্বামীর কাছে কত টাকা দাবী করেছেন বলুন, আমিই তা জোগাড় করব।

ক্র গ আপনার স্বামীর কাছে একটা আধলাও চাই নি।

নো রা কি চেয়েছেন তবে ?

ক্র গ শুনুন, মিসেস্ হেল্‌মার। আমি বাঁচতে চাই, আমি নিজেকে আবার গড়ে তুলতে চাই। এবং এ ব্যাপারে আপনার স্বামীর সাহায্য দরকার। গত দেড় বছর ধরে আমি অন্যায় কাজ একটাও করি নি, নানান বাধা-বিঘ্নের মধ্যে কেবল জোঝবার চেষ্টা করেছি। ভেবেছিলুম একটু একটু করে নিজের পথ ঠিক করে নেবো। আজ দেখছি আমায় যেন ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হল। এখন যদি আমায় আবার ব্যাঙ্ক-এ গ্রহণ করা হয় শুধু তাতেই আমার শান্তি নেই। আমি নিজেকে গড়তে চাই, নতুন করে গড়তে চাই। সোজাসুজি বলছি শুনুন : আমায় ব্যাঙ্কে আবার ঢুকিয়ে নিতে হবে এবং এবার উঁচু চাকরীতে। আপনার স্বামী যেন আমার জন্যে ···

নো রা কোনোমতেই তিনি তা কোরবেন না !

ক্র গ তাঁকে এ কাজ করতেই হবে। আমি বেশ চিনি তাঁকে। আর দেখুন না, একবার কোনমতে ব্যাঙ্কে ঢুকতে পারলে বছর খানেকের মধ্যেই আমি হয়ে যাবো ম্যানেজারের ডান হাত। তখন দেখবেন ব্যাঙ্ক চালাচ্ছে ক্রগটাড্, হেল্‌মার নয়।

নো রা সে জিনিষ আর ইহ জীবনে দেখতে বা দেখাতে হচ্ছে না।

ক্র গ. আপনি কি বলতে চান যে আপনি ··

নো রা এতক্ষণে আমার সাহস যথেষ্ট বেড়েছে।

ক্র গ. আর ভয় দেখাতে চেষ্টা করবেন না। আপনার মতো আদুরে আর সুন্দর মহিলার পক্ষে···

নো রা আচ্ছা দেখবেন, দেখবেন খন্!

ক্র গ. হুঁ; হয়ত আপনাকে দেখব নদীর জলে, বরফের তলায়। তারপর, একদিন যখন বরফ যাবে গলে আপনার দেহ উঠবে ভেসে, তখন মাথার চুলগুলো সব খসে পড়েছে, তখন —

নো রা আমায় আর ভয় দেখাতে চেষ্টা করবেন না। লাভ নেই।

ক্র গ. আপনিও আমায় ভয় দেখাতে চেষ্টা করবেন না। মিসেস্ হেল্‌মার, এ সব কাণ্ড মানুষে করে না। তা ছাড়া লাভই বা কি? আমি ওকে হাতের মুঠোয় পাবই পাব।

নো রা পরে বলছেন? আমি চলে যাবার পর ··

ক্র গ. আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে আপনার সুনাম—দুর্নাম সবটাই আমার উপর নির্ভর করবে। [নোরা অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে] শুনুন। আপনাকে যা সাবধান করবার তা করেছি। বোকার মতো কিছু করে বসবেন না। হেল্‌মার আমার চিঠিটা পাবার পর ওর কাছ থেকে একটা খবরের জন্য আমি অপেক্ষা করব। আর এটুকু জেনে রাখুন যে এ সব কাজ করতে আমি বাধ্য হলুম আপনার স্বামীর জন্যেই। তার জন্যে ওকে কোনদিন ক্ষমা করব না। নমস্কার মিসেস্ হেল্‌মার [বাইরের ঘর দিয়ে বেরিয়ে গেলো।]

নো রা [বাইরের ঘরের দরজায় কাছে গেল, একটু ফাঁক করে কান পেতে শুনল] চলে যাচ্ছে দেখছি। চিঠিটা চিঠির বাক্সে ফেলে নি? ওঃ, না, না, তা কি করে সম্ভব! [আস্তে আস্তে দোরটা খুলল।] ও কি! ও যেন বাইরে দাঁড়িয়ে! কই, একতলায়

ত নামছে না! ইতস্ততঃ করছে না কি? [চিঠির বাক্সে একটা চিঠি পড়ল, তারপর শোনা গেলো ক্রগ্‌ষ্টাডের পায়ের শব্দ ক্রমশঃ একতলার দিকে মিলিয়ে যাচ্ছে। নোরা একটা চাপা চীৎকার করে দৌড়ে ঘরের অন্য কোনায় সোফাটার উপর বসে পড়ল।] চিঠির বাক্সে! [পা টিপে টিপে যায় বাইরের ঘরের দরজার কাছে] ওই রয়েছে! টরভিল্‌ড, টরভিল্‌ড, আমাদের আর কোনো আশা নেই!

মিসেস্ লিন্‌ড [বাঁ দিকের দোর দিয়ে পোষাকগুলো নিয়ে ঢুকে] কি হল তোমার? অমন উত্তেজিত দেখাচ্ছে যে?

নোরা এদিকে এসো। ওই চিঠিটা দেখতে পাচ্ছ? ওই যে, চিঠির বাক্সের কাঁচটার মধ্যে দিয়ে দেখো ···

মি, লি, হুঁ, দেখছি ত।

নোরা ওটা ক্রগষ্টাডের চিঠি!

মি, লি, নোরা, ক্রগষ্টাড্‌ই তা হলে তোমায় টাকাটা ধার দিয়েছিলো?

নোরা হুঁ। এবার টরভিল্‌ড সবই জানতে পারবে।

মি, লি, বিশ্বাস করো নোরা, তোমাদের উভয়ের পক্ষেই সেটা হবে সব চেয়ে মঙ্গলের!

নোরা আহা! তুমি যে সবটুকু জানো না। আমি একটা সই জাল করেছিলুম।

মি, লি, কপাল!

নোরা ক্রিষ্টাইন্, তোমায় শুধু একটা কথা বলতে চাই: তুমি থাকবে আমার সাক্ষী!

মি, লি, তোমার সাক্ষী? তার মানে? কি করতে হবে আমায়?

নোরা আমার হয়ত মনের ঠিক থাকবে না। এমন ত হতেই পারে ···

মি, লি, নোরা!

নো রা ধরো, আমার কপালে যদি এমন কিছু ঘটে, এমন কিছু যার দরুণ আমার আর এখানে থাকা সম্ভবই না হয় ?

মি, লি, নোরা, নোরা, তোমার মাথার একটুও ঠিক নেই।

নো রা আর যদি এমন হয় যে একজন কারুর দরকার পড়ল, এমন এক জনের যে সমস্ত দায়িত্ব, সমস্ত কলঙ্ক, মাথা পেতে নিতে পারবে।

মি, লি, বুঝেছি, বুঝেছি। কিন্তু তুমি ···

নো রা তখন তুমি হবে আমার সাক্ষী। ভুল বুঝছ ক্রিষ্টাইন্। আমার মাথা একটুও খারাপ হয় নি। মাথা আমার ঠিকই আছে। একটা কথা বলছি শোনো। এ ব্যাপার আর কেউ জানে না। আমি, সম্পূর্ণ আমিই সমস্ত কাণ্ডটা করেছি। এইটুকু মনে রেখো।

মি, লি, নিশ্চয় মনে রাখব। কিন্তু নোরা, এ সব কিছুই আমি বুঝছি নে।

নো রা বুঝবে কি করে ? একটা ভারি মজায় ব্যাপার হবে, দেখো।

মি, লি, মজার ব্যাপার ?

নো রা হুঁ ভারি মজার ব্যাপার! কিন্তু...এত...ভয়ঙ্কর! ক্রিষ্টাইন্, ক্রিষ্টাইন, তা হতে পারে না, কিছুতেই নয় ···

মি, লি, এখুনি গিয়ে বরং ক্রগ্‌ষ্টাডের সঙ্গে দেখা করি।

নো রা ওর কাছে যেও না। ও তোমাকেও বিপদে ফেলবে।

মি, লি এমন একদিন গেছে যখন আমার জন্যে কিছু করতে পেলে ও বর্তে যেতো।

নো রা ও ?

মি, লি, কোথায় থাকে ও ?

নো রা কেমন করে বল্‌ব ? দাঁড়াও, দাঁড়াও। [পকেট হাতড়ে] এই ত ওর কার্ড! কিন্তু চিঠিটা! চিঠিটার কি হবে ?

হে ল্‌ [নিজের ঘর থেকে দরজায় শব্দ করে] নোরা!

নো রা [দুশ্চিন্তায় চীৎকার করে] ও কি ? কি চাই তোমার ?

হে ল্ ভয় নেই। আমরা ও ঘরে যাচ্ছি না, তুমি যে দোরটা বন্ধ করে দিয়েছো ! নতুন পোষাকটা পরে দেখছো না কি ?

নো রা হুঁ ঠিক ধরেছো ! এত সুন্দর দেখাচ্ছে আমায় !

মি, লি, [কার্ডটা পড়ে] এই পাশেই থাকে দেখছি !

নো রা হুঁ, কিন্তু লাভ কিছু নেই। চিঠিটা যে বাকসয় পড়ে রইল !

মি, লি, চাবি বুঝি তোমার স্বামীর কাছে থাকে ?

নো রা হুঁ, সব সময় !

মি, লি, চিঠিটা পড়বার আগেই ক্রগ্ষ্টাড ফেরত চাইবে। ও যা হোক একটা ফন্দি ঠিক করে নেবে থন্।

নো রা তা না হয় বুঝলুম। কিন্তু সাধারণতঃ ঠিক এই সময়টাতেই যে টরভিল্ড—

মি, লি, সেটা যা হোক করে তুমি আটকে রাখো। ইতিমধ্যে ওর কাছে যাও। আমি যতটা তাড়াতাড়ি পারি ফিরব। [দ্রুত প্রস্থান]

নো রা [টরভিল্ড-এর দরজায় গিয়ে একটু ফাঁক করে উঁকি মারলো] টরভিল্ড !

হে ল্ [ভেতরের ঘর থেকে] এই যে ? এতক্ষণে কি ও ঘরে ঢুকতে পারি ? এসো র‍্যাঙ্ক এইবার দেখতে পাবে [দরজায় থমকে দাঁড়িয়ে] কি ব্যাপার !

নো রা কিসের ব্যাপার বলছ ?

হে ল্ র‍্যাঙ্ক ত আমায় আশা দিয়েছিলো এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখতে পাব !

র‍্যা ঙ্ক [দোর গোড়ায়] আমারও ত সেই আশাই ছিলো। ভুল করেছি নিশ্চয়ই।

নো রা হুঁ, কালকের আগে কেউ আমায় আমার নতুন পোষাকে দেখে প্রসাংশা করতে পাবে না।

র‍্যা ঙ্ক কিন্তু নোরা। তোমায় এত ক্লান্ত দেখাচ্ছে যে? খুব বেশীক্ষণ ধরে অভ্যেস করছিলে বুঝি?

নো রা না। অভ্যেস একটুও করি নি।

হে ল্ কিন্তু খানিকটা ত করা দরকার।

নো রা হুঁ, খানিকটা ত দরকারই। কিন্তু তোমার সাহায্য ছাড়া একটুও পারছি না। একদম ভুলে গেছি।

হে ল্ ওঃ, সে চটপট ঠিক করে নেওয়া যাবেখন।

নো রা বাস্তবিক, টরভিল্ড, একটু সাহায্য করো না। বলো, করবে। আমার এমন ভয়ভয় লাগছে! অত লোকের মাঝে! আজ সন্ধেটা শুধু আমার কাজে ছেড়ে দিতে হবে। অন্য কাজ একটুও নয়, এমন কি কলমটা স্পর্শও করবে না। কথা দিচ্ছো ত টরভিল্ড?

হে ল্ কথা দিচ্ছি। আজকের সন্ধেটা আমি সম্পূর্ণ তোমার কাছে থাকব। আঃ হা, এই একটু, একরারটি শুধু...[বাইরের ঘরের দরজার দিকে এগুলো।]

নো রা ওখানে কি চাই?

হে ল্ চিঠি আছে কি না শুধু একবারটি দেখবো।

নো রা না, না। ও সব থাক না টরভিল্ড! দয়া করে বন্ধো করো ও সব। কিছু নেই ওতে।

হে ল্ দেখিই না একবার। [চিঠির বাকসর দিকে এগুতে গেলো। নোরা পিয়ানোয় বসে টারেণ্টেলার প্রথম দিকটা সুরু করল।]

হে ল্ মা র [দোর গোড়ায় থেমে] আঃ হা!

নো রা তোমার সঙ্গে অভ্যেস না করে নিলে কাল রাতে নাচতে পারব না।

হে ল্ [ওর কাছে গিয়ে] সত্যিই খুব ঘাবড়ে পড়েছো নাকি ?

নো রা হুঁ! কী ভীষণ ভয় করছে যে কি বলব? এক্ষুনি অভ্যেস সুরু করা যাক। খাবার আগে একটু সময় আছে। বোসো টরভিল্ড, একটু বাজাও না। বাজাতে বাজাতে আমার সমালোচনা করো, ঠিক করে দাও।

হে ল্ সানন্দে। তোমার যদি এতই ইচ্ছে। [পিয়ানোয় বসল]

নো রা [বাকস থেকে বের করল দীর্ঘ একটা চাদর আর একটা টাম্বুরীন তারপর চটপট চাদরটা গায়ে জড়িয়ে ষ্টেজের সামনের দিকে এগিয়ে চল্ল] সুরু কর বাজাতে [হেল্‌মার বাজনা সুরু করল। নোরা নেচে চল্ল। র‍্যাঙ্ক পাশের দিকে দাঁড়িয়ে চুপ করে চেয়ে রইল]

হে ল্ [বাজাতে বাজাতে] আর একটু আস্তে।

নো রা এর চেয়ে ভালো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

হে ল্ অত প্রাণপণে কোরো না, নোরা।

নো রা এই রকমই ত করতে হয়।

হে ল্ [বাজনা বন্ধ করে] না না, একটুও হচ্ছে না।

নো রা [হাসতে হাসতে ট্যাম্বুরিন দোলাতে দোলাতে] বলিনি তোমায় ?

র‍্যা ঙ্ক আমি বাজাচ্ছি।

হে ল্ [উঠে পড়ে] তাই বাজাও। তা হলে আমি ওকে ঠিক করে দেখিয়ে দিতে পারবো ?

[র‍্যাঙ্ক পিয়ানোয় বসে বাজাতে সুরু করল। নোরা নেচে চলল ক্রমশঃ পাগলের মতো। হেলমার চিমনির পাশে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে উপদেশ দিতে লাগলো। সেদিকে নোরার দৃষ্টি নেই;

ক্রমশ ওর চুল ঘাড়ের ওপর এলিয়ে পড়ল। সেদিকে খেয়াল নেই।
শুধু নেচে চল্ল। মিসেস্ লিণ্ড্ ঢুকল ঘরে।]

মি, লি, [দোর গোড়ায় হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে] ওঃ !

নো রা [নাচতে নাচতে] কী মজা দেখছো ক্রিষ্টাইন !

হে ল্ নোরা, তোমার নাচ দেখে মনে হচ্ছে এর ওপরেই যেন জীবন-মরণ নির্ভর করছে।

নো রা তা ত সত্যিই করছে।

হে ল্ থামো র‍্যাঙ্ক ! এ একেবারে নিছক পাগলামি। আমি বলছি থামো। [র‍্যাঙ্ক বাজনা থামাল। হঠাৎ নোরা চুপ করে দাঁড়াল।]

হে ল্ [ওর কাছে গিয়ে] আমার ত বিশ্বাসই হচ্ছে না ! তোমায় যা শিখিয়েছিলুম সবটুই ভুলে গেছে দেখছি।

নো রা [ট্যাম্বুরিন্ ছুঁড়ে ফেলে] দেখছ ত !

হে ল্ তোমায় আবার শেখাতে হবে।

নো রা হুঁ। দেখছ না, আমাকে কতটা সাহায্য করা দরকার ! কথা দাও টরভিল্ড।

হে ল্ আমার উপর নির্ভর করতে পারো।

নো রা আজ আর কাল আমার কথা ছাড়া কিছু ভাবতে পাবে না। একটা চিঠি পর্যন্তও খুলতে পাবে না। চিঠির বাক্সয় হাত পর্যন্ত দিতে পাবে না।

হে ল্ তোমার দেখছি এখনো সে লোকটা সম্বন্ধে ভয় কাটে নি।

নো রা সত্যি তাই।

হে ল্ নোরা, তোমার চোখ দেখে বুঝেছি ওর কোন চিঠি বাকসটায় রয়েছে।

নো রা আমি জানিনে কিছু। হয়ত আছে। কিন্তু এখন ও সব কিছু পড়তে পাবে না। এই নাচটা যতক্ষণ না শেষ হয় ততক্ষণ কোনো রকম ভয়নক কিছু না ঘটাই ভালো।

র‍্যা ঙ্ক [হেল্‌মারের কানে কানে] ওর কথার বিরুদ্ধে যেও না।

হে ল্‌ [নোরাকে জড়িয়ে ধরে] খুকীর কথাই শীরোধার্য্য। কিন্তু কাল রাতে তোমার নাচ শেষ হলে—

নো রা তখন তোমায় ছেড়ে দেবো।

[ডান দিকের দোর গোড়ায় ঝি-র প্রবেশ।]

ঝি খাবার দেওয়া হয়েছে, মা।

নো রা হেলেন, আজ স্যাম্পেন দিয়ো।

ঝি আচ্ছা মা। [প্রস্থান]

হে ল্‌ আজ কি বড়সড় ভোজের ব্যাপার না কি ?

নো রা হুঁ, স্যাম্পেনের ভোজ। আর কটা ঘণ্টা মাত্র! [চেঁচিয়ে বল্ল] হেলেন, আর ম্যাকরুন, অনেক অনেক ম্যাকরুন,—শুধু একটা দিন।

হে ল্‌ এস, এস। অত ঘাবড়াবার কিছু নেই। যেমন ছিলে তেমনি আমার বাচ্চা বুলবুলি হয়েই থাকো।

নো রা তাই থাকব। কিন্তু, এগোও তোমরা। ডক্টর র‍্যাঙ্ক, আপনিও এগুন। ক্রিষ্টাইন, আমার চুলগুলো ঠিক করে দাও না ভাই।

র‍্যা ঙ্ক [বেরিয়ে যেতে যেতে হেল্‌মারের কাছে ফিসফিস করে] আমার ত মনে হচ্ছে এটা কিছুই নয়। ভয় পেয়েছে বলে ত মনে হয় না।

হে ল্‌ তোমায় বলছিলুম না, ছেলেমানুষী ঘাবড়েপড়া, তা ছাড়া কিছুই নয়। [ওরা ডান দিকের ঘরে চলে যায়।]

নো রা তারপর ?

মি, লি, সহরের বাইরে চলে গেছে।

নো রা তোমার মুখ দেখেই মনে হচ্ছিল।

মি, লি, কাল সন্ধেয় ফিরবে। একটা চিঠি লিখে এসেছি।

নো রা ছেড়ে দিলেই পারতে। আর কিছু বাধা দিতে যেও না। যাই

হোক, একটা মজার কিছু ঘটবে বলে আশা করে থাকতে বেশ লাগে !

মি, লি, কিসের জন্যে অপেক্ষা করে আছো ?

নোরা সে তুমি বুঝবে না। ওদের কাছে চলো। আমি এক্ষুনি আসছি। [মিসেস্ লিণ্ড খাবারঘরে গেল। নোরা একটু চুপ করে থাকল, নিজেকে যেনো গুছিয়ে নিতে চাইল। তারপর হাত-ঘড়ির দিকে চাইল] পাঁচটা, মাঝরাতের সাত ঘণ্টা বাকি। আর পরের মাঝরাত আসতে আরও কুড়ি আর চার ঘণ্টা লাগবে। তারপর শেষ হবে ট্যারেন্টেলা। ২৪ আর ৭—সব শুদ্ধ আর ৩১ ঘণ্টা।

হেল্‌ [ডান দিকের দোরগোড়া থেকে] আমার বাচ্ছা বুলবুলিটা কোথায় গেলো রে ?

নোরা [ওর দিকে হাত বাড়িয়ে এগুলো] এই যে।

তৃতীয় অঙ্ক

একই দৃশ্য। মঞ্চের মাঝখানে টেবল পাতা হয়েছে, চার পাশে চেয়ার। টেবলটার ওপোর আলো জ্বলছে, বাইরের ঘরের দোরটা খোলা। উপরের তলা থেকে নাচের বাজনা ভেসে আসছে। টেবলের সামনে বসে মিসেস লিণ্ড একটা বইএর পাতা অলসভাবে উলটে চলেছে। পড়বার চেষ্টা করছে, কিন্তু দেখে মনে হয় মন স্থির করতে পারছে না। ঘন ঘন উদ্গ্রীব ভাবে বাইরে কলিংবেল শোনবার চেষ্টা করছে।

মি, লি, [হাতঘড়ির দিকে চেয়ে] এখনো এলো না। সময় ত আর বেশি নাই দেখছি। একবার যদি শুধু—[আবার কান পাতল] অ', এসেছে। [বসার ঘরে গিয়ে সাবধানে দোরটা খুলল। সিঁড়িতে হাল্‌কা পায়ের শব্দ। ফিস্‌ফিস্ করে বল্‌ল] চলে আসুন। কেউ নাই এখানে।

ক্র গ, [দোর গোড়ায়] আপনি একটা চিঠি লিখে এসেছিলেন দেখলুম। ঠিক মানেটা বুঝতে পারি নি।

মি, লি, আপনার সঙ্গে গোটাকতক জরুরী কথা না বল্লেই নয়।

ক্র গ, তাই নাকি ? আর এই বাড়ীতে বসেই কথা সারা দরকার ?

মি, লি, আমি যেখানে থাকি সেখানে যে একেবারেই অসম্ভব। ও বাড়ীতে আমার ঘরে যাবার আলাদা কোন পথই নেই। ভেতরে আসুন। কেউ নেই। ঝি-রা শুয়ে পড়েছে, আর হেল্‌মাররা ওপর-তলায় নাচের নেমন্তন্ন গেছে।

ক্র গ, [ঘরে ঢুকে] সত্যি সত্যি ওরা আজ যেতে পারল নাচের আসরে ?

মি, লি, হুঁ। না পারার কারণ কি ?

ক্র গ. নিশ্চয়ই। কী আবার কারণ থাকতে পারে?

মি, লি, শোনো, নিলস্ একটা কথা আছে।

ক্র গ. আমাদের মধ্যে কোনো কথা থাকা কি সত্যি সম্ভব?

মি, লি, অনেক কথা আছে আমাদের।

ক্র গ. আমার ত ধারণা ছিলো না।

মি, লি, না তুমি আমায় বরাবর ভুল বুঝে এসেছো।

ক্র গ. সমস্ত পৃথিবীর সামনে যতটুকু স্বচ্ছ ততটুকু ছাড়া বোঝবার কিছু ছিলো না কি? একটু ভালো সম্বন্ধ পেলেই হৃদয়হীন মেয়েরা একজনকে একেবারে ছেড়ে যেতে পারে।

মি, লি তোমার কি মনে হয় আমি সত্যি-সত্যি ওরকম হৃদয়হীন? আর এ-কথা হালকা মনেই বিশ্বাস করতে পারো?

ক্র গ. তুমি কি ঠিক তাই করোনি?

মি, লি, নিলস্, এ কথা বিশ্বাস করা নিশ্চয়ই তোমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ক্র গ. এখন যে-রকম কথা বলছ তা যদি সত্যিই হয় তাহলে সে সময় ও রকম চিঠি দিলে কী করে?

মি, লি, উপায় ছিলো না। যখন দেখলুম তোমাকে ছাড়তেই হবে তখন আমার প্রতি তোমার সমস্ত দরদ মুছে ফেলাই আমার পক্ষে উচিত ছিলো না কি?

ক্র গ. [হাত দোলাতে-দোলাতে] ওঃ এই ব্যাপার! আর সবটুকুই টাকার জন্যে?

মি, লি, এ-কথা ভুলো না নিলস্ তখন আমার ঘাড়ে ভার ছিলো অসহায় মা-এর, দুটো কচি ভাই-এর। তোমার আশায় কতদিন থাকবো বসে? অথন তোমার অবস্থা যে—

ক্র গ. তা ঠিক। কিন্তু অন্য একজনের লোভে আমায় অমন ভাবে ফেলে দেওয়া···

মি, লি, সত্যি, আমি নিজেই ঠিক করতে পারিনি। কতবার মনে-মনে প্রশ্ন করেছি—এ-অধিকার আমার থাকতে পারে?

ক্র গ্ [মিষ্টি গলায়] তোমাকে হারাবার পর মনে হোলো পায়ের তলা থেকে সমস্ত পৃথিবী যেন সরে গেছে। এখন আমার অবস্থা দেখো না—জাহাজডুবির 'পর যেন একটা ভাঙা টুকরো আঁকড়ে ধরতে চাইছি।

মি, লি, কিন্তু, এমন ত হতে পারে, সুদিন আজ আসছে।

ক্র গ্ আসছিলো ঠিকই। কিন্তু সেই সময়েই তুমি এসে আমার পথ আটকে দাঁড়ালে!

মি, লি, না-জেনেই তা করেছি, নিলস্। এই ত আজ সবে শুনলুম ব্যাঙ্কে তোমার জায়গায় যাচ্ছি আমি।

ক্র গ্ ও কথা যদি বলো তাহলে না হয় মেনেই নিলুম। কিন্তু এখন ত সবটা শুনলে। এবার কি তোমার উচিত নয় কাজটা আমার জন্যেই ছেড়ে দেওয়া?

মি, লি, না। কেনো না তাতে তোমার একটুও সুবিধে হবে না।

ক্র গ্ ওঃ সুবিধে! সুবিধে! তা হোক আর নাই হোক আমি ত অন্তত তাই করতুম।

মি, লি, ভেবে-চিনতে আমি কাজ করতে শিখেছি। জীবন আর জীবনের কঠিন তীব্র সংগ্রামে পড়ে শিখেছি।

ক্র গ্ আর আমি জীবনের কাছে এটুকু শিখেছি যে সুন্দর সস্তা বক্তৃতায় মুগ্ধ হওয়া মুর্খতা!

মি, লি, তাহলে ত জীবনের কাছে মস্ত বড় জিনিস শিখেছ। তবু একটা কথা বিশ্বাস করবে?

ক্র গ্ কী কথা?

মি, লি, বলছিলে না, যে তোমার অবস্থা জাহাজডুবির পর যে মানুষ একটা টুকরো আঁকড়ে ধরতে চায় তার মতন?

ক্র গ্‌ সে-কথা বলবার কারণ আছে বইকি।

মি, লি, আমার অবস্থাও শোনো: জাহাজডুবির পর যে মেয়ে একটা ভাঙা টুকরো আঁকড়ে ধরতে চায় ঠিক তার মতো। দুঃখ করবার মতো কিছু নেই, যত্ন করবার মতো কেউ নেই।

ক্র গ্‌ তুমি নিজেই ত এর জন্যে দায়ী।

মি, লি, তখন যে আর কোনো উপায় ছিলো না।

ক্র গ্‌ এখন কী করবে ভাবছো?

মি, লি, আচ্ছা নিল্‌স্‌, আমরা দুজন জাহাজডুবো যদি একসঙ্গে হাত মেলাতে পারি তাহলে কেমন হয়?

ক্র গ্‌ তার মানে?

মি, লি, দুজনেই নিজের-নিজের ভাঙা টুকরো আঁকড়ে ধবার চেষ্টা না করে যদি একসঙ্গে এক জায়গায় আশ্রয় খুঁজি তা হলেই আশা বেশি থাকে না কি?

ক্র গ্‌ ক্রিষ্টাইন!

মি, লি, সহরে আমি কেন এলুম জানো?

ক্র গ্‌ আমার কথা মনে পড়ে, বলতে চাও?

মি, লি, কাজ ছাড়া বাঁচতে পারছিলুম না। জীবনে যত দিনের কথা মনে পড়ে, আমি খেটেছি। এর মতো সুখ আর কোথাও পাইনি, এ-ছাড়া সুখ কিছুই পাইনি। কিন্তু পৃথিবীতে আজ আমি একেবারে একা। আমার জীবন ভয়ঙ্কর রকম ফাঁকা বলে মনে হচ্ছে। কেউ নেই আমার। একেবারে নিজের জন্যে কাজ করতে একটুও ভালো লাগে না। নিলস্‌, এমন কাউকে দাও যার জন্যে খাটতে পারি, যাকে নিয়ে বাঁচতে পারি।

ক্র গ্‌ তোমার কথায় বিশ্বাস করি না। আসলে দয়ার ভাবটা বেশি করে দেখাতে গেলে মেয়েদের যা অবস্থা হয় তোমার হয়েছে ঠিক তাই।

মি, লি, আমার মধ্যে সে-রকম কিছু দেখেছ না কি ?

ক্র গ। আর তুমি কি সত্যিই পারবে ? আমার সমস্ত অতীত কীর্তির কথা শোননি বোধ হয়।

মি, লি, শুনেছি।

ক্র গ এখানে সবাই আমার সম্বন্ধে কী ভাবে তা জানো ?

মি, লি, কিন্তু তুমি না বলছিলে আমায় পেলে একেবারে অন্য লোক হয়ে যেতে !

ক্র গ কোনো সন্দেহ নেই।

মি, লি খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে কি ?

ক্র গ ক্রিষ্টাইন, কথাটা কি সত্যি ঠাণ্ডা মাথায় বলছ ? তাই ত মনে হচ্ছে, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে। তার মানে সত্যি-সত্যি তোমার সাহস আছে ?

মি, লি, আমি কারুর মা হতে চাই। তোমার ছেলেমেয়েরাও একটা মা চায়। আর আমরাও চাই পরস্পরকে। নিলস্‌, তোমার প্রকৃত চরিত্রে আমি বিশ্বাস করি, তুমি পাশে থাকলে আমার পক্ষে কিছুই অসম্ভব হবে না।

ক্র গ [ওর হাত চেপে ধরে] ধন্যবাদ, ক্রিষ্টাইন, ধন্যবাদ। এবার দুনিয়ার চোখে নিজেকে ঠিক করে নেবার একটা ব্যবস্থা বের করতে পারব। আহা, কিন্তু একটা কথা ভুলে যাচ্ছি !

মি, লি, [কান পেতে শুনে [চুপ-চুপ ! টারেন্টেলা ! চলে যাও। চলে যাও।

ক্র গ কেন ? ব্যাপার কি ?

মি, লি, ওপরে ওদের শব্দ শুনছ ত ? এটা শেষ হলেই হয়ত ওরা ফিরবে।

ক্র গ হুঁ হুঁ, এবার তবে যাই। কিন্তু লাভ নেই। তুমি নিশ্চয়ই জানো না হেলমারদের ব্যাপারে আমি কী ব্যবস্থা করেছি !

মি, লি, হুঁ, সব জানি আমি।

ক্র গ্ তবুও তোমার সাহস ত ?

মি, লি, নিরুপায় অবস্থায় তোমার মতো লোকে যে কতদূর এগুতে পারে সে ধারণা আমার আছে।

ক্র গ্ যা করে ফেলেছি তা যদি শুধু ফিরিয়ে নিতে পারতুম !

মি, লি তা আর সম্ভব নয়। চিঠির বাক্সে পড়ে রয়েছে তোমার চিঠি।

ক্র গ্ ঠিক জানো ?

মি, লি, ঠিক জানি। কিন্তু।

ক্র গ্ [ওর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে] তা হলে সব ব্যাপারটার মানে শুধু এইটুকুই ! যে কোন উপায়ে বন্ধুকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছো ? ঠিক করে বলো।

মি, লি, নিলস্, যে মেয়ে অন্যের জন্যে একবার নিজেকে বিক্রী করেছিলো তারপক্ষে আর দ্বিতীয়বার এ কাজ করা সম্ভব নয়।

ক্র গ্ আমার চিঠিটা ফেরত চাইব।

মি, লি, না, না।

ক্র গ্ নিশ্চয়ই চাইব। হেল্‌মার যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ এখানে অপেক্ষা করব। ওকে বলব চিঠিটা ফেরত দিতে হবে ; বলব চিঠিটা শুধু আমার চাকরি-যাওয়া-সংক্রান্ত চিঠি, বলব ওটা আর না পড়লেও চলবে।

মি, লি, না, নিলস্, চিঠিটা ফেরত নিতে পাবে না।

ক্র গ্ কিন্তু ঠিক ওই কারণেই কি আমাকে এখানে আসতে বলোনি ? ঠিক করে বলো !

মি, লি, ভয় পেয়ে প্রথম তাই মনে হয়েছিলো। তারপর ঘণ্টা চব্বিশ কেটে গেছে ; ইতিমধ্যে এ বাড়িতে অবিশ্বাস্য সব ব্যাপার ঘটতে দেখেছি। হেলমারকে সব কথা জানানো দরকার। এই বিশ্রী

গোপন ব্যাপারটা আর গোপন রাখা উচিত নয়। ওদের দুজনের মধ্যে মনের মিল গভীর হওয়া দরকার ; এই সব লুকোচুরির মধ্যে সে মিল আসতে পারে না।

ক্র গ. বেশ, দায়ীত্ব যদি তুমি নিজে নিতে রাজি থাকো তা হলে তাই হবে। যাই হোক, একটা কাজ ত আমি করতে পারি। সে কাজটা করবও যেমন করে হোক।

মি, লি, [কান পেতে শুনে] কিন্তু এক্ষুনি তোমায় যেতে হবে ! নাচ শেষ হয়েছে। আর এক মুহূর্ত এখানে থাকা নিরাপদ নয়।

ক্র গ. একতলায় তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।

মি, লি, হ্যাঁ। তাই কোরো। আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে।

ক্র গ. জীবনে এতখানি সৌভাগ্য আমার কোনো দিন জোটেনি। [বাইরের ঘর দিয়ে বেরিয়ে গেলো। মাঝের দোরটা খোলা পড়ে রইল।]

মি, লি, [ঘরটা একটু গুছিয়ে নিলো। টুপি আর ক্লোক ঠিক করে রাখলো।] ও: কতখানি তফাৎ ! ওঃ কী অসম্ভব তফাৎ লাগে ! একজনের জন্যে কাজ করা, একজনের জন্যে বাঁচা—শান্তি আর সুখ বয়ে নিয়ে যাবার মতো একটা সংসার ! আশাকরি ওরা চটপট এসে পড়বে। [কান পাতল] ওরা আসছে। এবার জামাটামা পরে ফেলি। [টুপি আর ক্লোক তুলে নিলো। বাইরে হেলমার আর নোরার গলা শোনা গেলো। দরজা খোলার শব্দ। হেলমার নোরাকে প্রায় জোর করে ঘরের মধ্যে টেনে আনল। নোরার শরীরে ইটালিয়ন পোষাক, তার উপোর মস্ত বড় একটা কালো চাদর জড়ানো। হেলমার-এর গায়ে নৈশ বেশ]

নো রা [দোরটা ধরে ওর সঙ্গে জোর করতে-করতে] না, না, না। এখন ভেতরে নিয়ে যেও না। আবার ওপোর তলায় যেতে দাও। এত তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলতে চাই না।

হেল্‌ কিন্তু নোরা—

নোরা আর একটা ঘণ্টা, টরভিল্‌ড, শুধু আর একটি ঘণ্টা—

হেল্‌ এক মিনিটও নয়, নোরা। তাই ঠিক ছিলো না? ঘরের মধ্যে এসো। ওখানে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা লাগাচ্ছো। [নোরার বাধা সত্ত্বেও ওকে সাবধানে ঘরে নিয়ে এলো।]

মি, লি, নমস্কার।

নোরা ক্রিষ্টাইন!

হেল্‌ আপনি এখানে এতো রাতে, মিসেস্‌ লিণ্ড?

মি, লি, হুঁ, ক্ষমা করবেন। নোরাকে নতুন পোষাকে কেমন দেখাচ্ছে তাই দেখবার জন্যে এতো ব্যাস্ত হয়ে পড়েছিলুম যে—

নোরা আমার অপেক্ষায় এতক্ষণ বসে আছো না কি?

মি, লি, হুঁ। মানে, আসতে একটু দেরি হয়ে গেলো। ততক্ষণে তোমরা ওপোরে চলে গেছো। মনে হোলো তোমায় না দেখে ফেরা সম্ভব নয়।

হেল্‌ [নোরার শালটা সরিয়ে] হুঁ। ভালো করে দেখুন। আমার ত মনে হয় ভালো করে দেখবারই মতো। ওকে সুন্দর দেখাচ্ছে, না মিসেস্‌ লিণ্ড?

মি, লি নিশ্চয়।

হেল্‌ আশ্চর্য রকম ভালো দেখতে লাগছে? নাচের ওখানে সবাই ত তাই বললো। কিন্তু এই বাকা মেয়েটি ভয়ানক গোঁয়ার হয়েছে! কী যে করব ওকে নিয়ে! আপনি বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারবেন না যে ওকে প্রায় টানতে-টানতে নিয়ে এসেছি।

নোরা টরভিল্‌ড, আমায় আর থাকতে দিলে না বলে, আধ ঘণ্টার জন্যেও থাকতে দিলে না বলে, তোমায় পরে পস্তাতে হবে।

হেল্‌ শুনুন ওর কথা, মিসেস্‌ লিণ্ড। ওর টরেণ্টেলা নাচ অসম্ভব ভালো হয়েছিলো। অবশ্যই, আমার স্বীকার করা উচিত, নাচটায়

একটু যেন বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিলো; মানে যতটুকুকে ঠিক শিল্প বলা যায় তার চেয়ে একটু বেশি বাস্তব মনে হল। সে যাই হোক্। আসল কথা হল ওর নাচ ভালো হয়েছে। তারপর সেখানে বসে-বসে সবটুকু আবহাওয়া ও নষ্ট করবে তা আমি কী করে সইতে পারি বলুন? হতেই পারে না! আমি আমার বাচ্ছা খ্যাম্পা ক্যাপরী মেয়েটিকে ধরে ফেল্লুম, তারপর ভদ্রতা বজায় রেখে ঘরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত একবার ঘুরলুম, আর তারপর—নভেলে যেমন লেখে—ছায়ার মতো অদৃশ্য হয়ে গেলুম। মিসেস্ লিণ্ড, প্রস্থানটা সব সময়েই নাটকীয় হওয়া দরকার। কিন্তু নোরাকে সে কথা কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না। আঃ, এ ঘরটা বেশ গরম। [গায়ের উপর থেকে ডমিনোটা খুলে চেয়ারে ছুঁড়ে ফেললো। তারপর নিজের ঘরে যাবার দোরটা খুললো।] একি! এ দিকটা যে একেবারে অন্ধকার। ওঃ হো, ক্ষমা করবেন, একেবারে মনে ছিলো না … [ঘরে ঢুকে একটা মোমবাতি জ্বালালো]

নো রা [রুদ্ধশ্বাসে কিন্তু চাপা গলায়] কী হোলো?

মি, লি, [নীচু গলায়] ওর সঙ্গে কথা হোলো।

নো রা হুঁ। তারপর—

মি, লি, নোরা, সমস্ত ব্যাপারটা তোমার স্বামীর কাছে খুলে বলতে হবে।

নো রা [ভাবান্তরবিহীন গলায়] জানতুম।

মি, লি, ক্রগষ্টাডের দিক থেকে একটুও বিপদের ভয় নেই। কিন্তু, স্বামীকে ব্যাপারটা বলতেই হবে।

নো রা সে আমি পারব না।

মি, লি, তা হলে চিঠিটাই বলবে।

নো রা ক্রিষ্টাইন, তোমায় ধন্যবাদ! আমার কাজ ঠিক করে নিয়েছি।

হেল্‌ [আবার ঘরে ঢুকে] আচ্ছা মিসেস্‌ লিণ্ড, ওকে দেখতে খুব ভালো লাগলো না ?

মি, লি, হুঁ। কিন্তু এবার আমায় উঠতে হয়।

হেল্‌ কী এক্ষুনি ? এটা আপনার নাকি, এই বোনাটা ?

মি, লি, [ওটা নিয়ে] হুঁ ধন্যবাদ। ওটার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম।

হেল্‌ আপনার তা হলে বোনবার অভ্যেস আছে ?

মি, লি, নিশ্চয়ই।

হেল্‌ কিন্তু আপনার উচিত ছুঁচের কাজ শেখা।

মি, লি, সত্যি নাকি ? কেনো বলুন ত ?

হেল্‌ হুঁ। ওটা দেখতে অনেক ভালো লাগে। এই দেখুন না। বাঁ হাতে এই রকম ভাবে এম্ব্রয়ডারিটা ধরতে হবে, ডান হাতে নিতে হবে ছুঁচ তারপর এই রকম একটা দীর্ঘ হালকা টেনে যাওয়া। দেখছেন ত ?

মি, লি, হুঁ। হয়ত ···

হেল্‌ কিন্তু বোনার ব্যাপারটা বিশ্রী দেখতে না হয়ে পারেই না। এই দেখুন না, হাতদুটো এই ভাবে জোড়া করতে হবে, বোনবার কাঁটা উঠবে না নামবে—ওতে কী রকম যেন চীনেম্যান চীনেম্যান ভাব আছে !—ওঃ, খাসা শ্যাম্পেন খাইয়েছে ওরা।

মি, লি, আচ্ছা। চলি নোরা। তুমি কিন্তু আর গোঁয়ারতুমি করবে না।

হেল্‌ ঠিক বলেছেন মিসেস্‌ লিণ্ড।

মি, লি, চলি। নমস্কার, মিঃ হেল্‌মার।

হেল্‌ [ওকে দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে] নমস্কার। আশাকরি নিরাপদেই বাড়ি পৌছবেন। এগিয়ে দিয়ে আসতে পারলে খুসি

হতুম—কিন্তু এই ত এতটুকু পথ। নমস্কার, নমস্কার। [মি, লি, চলে গেলো। দোর বন্ধ করে হেল্মার ফিরে এলো।] যাক শেষ নিস্কৃতি পাওয়া গেলো! কী অসহ্য ন্যাকা মেয়ে বাবা!

নোরা ক্লান্তি লাগছে না টরভিল্ড!

হেল না একটুও না।

নোরা ঘুমও আসছে না?

হেল্ একটুও না। বরং খুব তাজা বোধ করছি! তোমার কী রকম লাগছে? দেখে ত মনে হয় খুব ক্লান্ত হয়েছো, ঘুমও পেয়েছে।

নোরা হুঁ। বড় ক্লান্তি লাগছে। এক্ষুনি শুতে যাবো।

হেল্ দেখছো ত! ওপরে তোমায় আর বেশিক্ষণ থাকতে না দিয়ে ভালোই করেছি!

নোরা টরভিল্ড, তুমি যাই করো ভালোর জন্যেই করো।

হেল্ [কপালে চুমো খেয়ে] আমার বাচ্চা বুলবুলিটার এইবার দেখছি বুদ্ধি খুলেছে। আজ সন্ধেয় র‍্যাঙ্ক কী রকম ফুর্তিতে ছিলো লক্ষ্য করেছ কি?

নোরা সত্যি ছিলেন না কি? ওঁর সঙ্গে ত আমার একটাও কথা হয়নি।

হেল্ কথা আমার সঙ্গেও বড়ো একটা হয়নি। কিন্তু বহুদিন ওর এ রকম ফুর্তি দেখিনি। [খানিক ওর দিকে চেয়ে থাকল। তারপর কাছে এগিয়ে গেলো।] শুধু তুমি আর আমি। কী ভালোই যে লাগে! বাস্তবিক কী অদ্ভুত, কি আশ্চর্য সুন্দর তোমায় দেখতে!

নোরা টরভিল্ড, ওরকম ভাবে আমার দিকে চেয়ে থেকো না।

হেল্ কেন চাইবো না? আমি চেয়ে আছি নিজের সবচেয়ে দামি ঐশ্বর্যের দিকে।—সৌন্দর্য—সবটুকু সৌন্দর্যই আমার নিজের, একা আমার, শুধু আমার।

নোরা [টেবিলের অন্য দিকে গিয়ে] আজ রাতে ও ধরণের কথাবার্তা বোলো না।

হেল্ [পেছু-পেছু গিয়ে] তোমার রক্তে দেখছি এখনো ট্যারেণ্টেলা দুলছে। সেই দোলা তোমায় আরও অপরূপ করে তুলেছে! শুনছ, অতিথিরা এবার সব ফিরতে সুরু করেছে। [একটু চাপা গলায়] নোরা একটু পরেই সমস্ত বাড়িটা একেবারে নিঝুম হয়ে যাবে।

নোরা হুঁ। আশাকরি।

হেল্ একটা কথা জানো? যখনই আমি এ-রকম কোন পার্টিতে যাই তোমার সঙ্গে কথা অত কম বলি কেন, কেন থাকি দূরে সরে, তোমার দিকে শুধু মাঝেমাঝে চেয়ে দেখি চুরি করে চাওয়ার মতো? কেন জানো? জানো, কেন? মনেমনে আমি কল্পনা করবার চেষ্টা করি আমাদের প্রেম অতি গোপন, তুমি যেন গোপনে-গোপনে চলেছ আমার স্ত্রী হতে, যেন এ কথা পৃথিবীর আর কেউ জানে না।

নোরা জানি জানি। তোমার চিন্তা যে সবসময়ই আমার পেছুপেছু ঘোরে তা জানে।

হেল্ আর ফিরে আসবার সময় তোমার সুন্দর ছোটো কাঁধটিতে যখন শালটা জড়িয়ে দি, জড়িয়ে দি তোমার ফুটফুটে কাঁধের চারপাশে—তখন মনে হয় তুমি যেন আমার ছোট্ট নতুন বউটি, যেন এইমাত্র বিয়ে হল আমাদের, যেন এই প্রথম তোমাকে নিয়ে এলুম আমার বাড়ি—যেন জীবনে এই প্রথম তোমাকে পাবো একা-একা, সম্পূর্ণ একা, সম্পূর্ণ নিজস্ব করে। আজ সমস্ত সন্ধে ধরে চেয়েছি তোমাকে—শুধু তোমাকে, আর কিছু নয়। ট্যারেণ্টেলার সময় তোমার শরীরের দিকে চেয়ে আমার রক্তে যেন আগুন ধরে গিয়েছিলো। আর যেন সইতে পারছিলুম না। তাই তাড়াতাড়ি নিয়ে এলুম তোমায়—

নোরা আঃ টরভিল্ড! আমায় ছেড়ে দাও, আমায় যেতে দাও···

হেল্ ঠাট্টা করছ? ঠাট্টা করছ নোরা? যেতে পাবে না। যেতে তুমি পাবে না। আমি কি স্বামী নই তোমার? [বাইরের দরজায় ধাক্কা দেবার শব্দ।]

নোরা [চমকে] শুনছ?

হেল্ [বাইরের ঘরে গিয়ে] কে?

র‍্যাঙ্ক [বাইরে থেকে] আমি। আসতে পারি?

হেল্ [চাপা বিরক্ত গলায়] এখন আবার ওর কী দরকার পড়ল? [দোর খুলে] এসো। আমাদের দরজা পাশ কাটিয়ে চলে যাওনি বলে ধন্যবাদ।

র‍্যাঙ্ক মনে হলো তোমার গলা পেলুম। ভাবলুম একবার দেখা করেই যাই। [একবার চটপট ঘরটায় চোখ বুলিয়ে] হুঁ, সেই চেনা ঘরটাই। তোমরা বেশ আরামে রয়েছ বলো—তোমরা দুজনে!

হেল্ মনে হচ্ছিল ওপর-তলায় তুমিও বেশ আনন্দে ছিলে।

র‍্যাঙ্ক চমৎকার ছিলুম। থাকব না কেন? পৃথিবীর সবকিছু উপভোগ করবার অধিকার সকলেরই থাকা উচিত। যতটা পারা যায় আনন্দ করা উচিত, যতক্ষণ পারা যায় ততক্ষনই। ··· যাই বলো, মদটা ছিলো খাসা!

হেল্ বিশেষ করে শ্যাম্পেনটা।

র‍্যাঙ্ক তার মানে, তুমিও দেখছি লক্ষ্য করেছ? আমি যে কী ভীষণ খেয়েছি বিশ্বাস করা কঠিন!

নোরা টরভিল্ডও আজ রাতে দেদার শ্যাম্পেন গিলেছে!

হেল্ হুঁ। তারপর ওর মেজাজ বরাবর চমৎকার থাকে।

র‍্যাঙ্ক খাসা আরামে দিনটা কাটাবার পর সন্ধেয় একটু ফুর্তি সকলেরই করা উচিত।

হে ল্‌ খাসা আরামের দিন? নাঃ, তোমার এ কথায় সায় দিতে পারলুম না।

র‍্যা ঙ্ক [ওর পিঠ চাপড়ে] আমি ঠিকই বলছি হে।

নো রা ডক্টর র‍্যাঙ্ক, মনে হচ্ছে একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আজ আপনি ডুবেছিলেন!

হে ল্‌ শোনো একবার। পুঁটকে নোরা আবার বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা বলে!

নো রা ফলাফলের জন্যে আপনাকে অভিনন্দন জানাতে পারি?

র‍্যা ঙ্ক নিশ্চয় পারেন।

নো রা তার মানে ফলটা হচ্ছে শুভ।

র‍্যা ঙ্ক ডাক্তার আর রোগী উভয়ের পক্ষেই শুভ। নিশ্চয়!

নো রা [তাড়াতাড়ি তীক্ষ্ণভাবে] নিশ্চয়?

র‍্যা ঙ্ক সম্পূর্ণ নিশ্চিত! তারপর সন্ধেটায় একটু ফুর্তি করবার অধিকার পাব না?

নো রা নিশ্চয় পাবেন, ডক্টর র‍্যাঙ্ক।

হে ল্‌ আমারও ঠিক তাই মনে হয়। কেবল সকালে এর দেনা শুধতে না হলেই হোলো।

র‍্যা ঙ্ক ওঃ, সে কথা আলেদা। মূল্য না চুকিয়ে এ জীবনে যে কিছুই পাওয়া যায় না।

নো রা ডক্টর র‍্যাঙ্ক, ফ্যান্সিড্রেস্‌ নাচ আপনার ভালো লাগে?

র‍্যা ঙ্ক হুঁ। তবে নানান রকম সুন্দর-সুন্দর সাজ থাকা চাই।

নো রা আসছে বছর আমরা দুজন কী সাজব বলুন না।

হে ল্‌ আচ্ছা পাগলী! আসছে বছর কি-হবে না-হবে এখন থেকে তাই নিয়ে দুশ্চিন্তা!

র‍্যা ঙ্ক আপনারা দুজন? ও, হ্যাঁ, বলছি। আপনি একটা পরীর মতো···

হে ল্   হুঁ। কিন্তু তা হলে ও কী পোষাক পরবে বলো দিকিনি।

র‍্যা ঙ্ক   তোমার স্ত্রীর পক্ষে আটপৌরে জামাকাপড় পরলেই চলবে।

হে ল্   বাঃ, কথাটা বেশ মজা করে ঘুরিয়ে নিলো! আচ্ছা, তুমি সেদিন কী সাজবে কিছু ঠিক করেছ না কি?

র‍্যা ঙ্ক   হুঁ, সে বিষয়ে আমি একেবারে মনস্থির করে ফেলেছি।

হে ল্   কী?

র‍্যা ঙ্ক   আসছে বছর ক্যান্সিড্রেসের দিন আমি থাকব অদৃশ্য।

হে ল্   থামো মজা করে কথা বলছো।

র‍্যা ঙ্ক   এক রকমের মস্ত কালো টুপি আছে!—আচ্ছা তুমি কখনো এমন টুপির কথা শুনেছ যা মানুষকে অদৃশ্য করে দেয়, মাথায় দিলে আর মানুষকে দেখতে পাওয়া যায় না?

হে ল্   [হাসি চেপে] ঠিক বলেছ।

র‍্যা ঙ্ক   কিন্তু, যে কাজে এসেছিলুম সেটা দেখছি বেবাক ভুলে গেছি। হেল্‌মার একটা সিগার দাও দিকিনি—সেই কালো হাভানা একটা।

হে ল্   সানন্দে, সানন্দে [ওর দিকে কেসটা বাড়িয়ে দিলো।]

র‍্যা ঙ্ক   [একটা সিগার বের করে শেষটা দাঁতে কেটে] ধন্যবাদ।

নো রা   [দেশলাই জ্বালিয়ে] আসুন, আমি ধরিয়ে দি।

র‍্যা ঙ্ক   ধন্যবাদ। [নোরা আগুনটা ধরেই রইল] আচ্ছা, এবার চলা যাক।

হে ল্   শুভরাত্রি।

নো রা   সুনিদ্রা হোক, ডক্টর র‍্যাঙ্ক!

র‍্যা ঙ্ক   শুভকামনার জন্যে ধন্যবাদ।

নো রা   কই, আমার জন্যে ওই শুভকামনা করলেন না?

র‍্যা ঙ্ক   আপনার জন্যে? তা, আপনি যখন আমার জন্যে করেছেন। দেশলাইটার জন্যেও ধন্যবাদ। [উভয়ের প্রতিই মাথা নুইয়ে বেরিয়ে গেলো]

হেল্‌ [চাপা গলায়] বড় বেশি পান করেছে। অতটা ওর উচিত নয়।

নোরা [অন্যমনস্কভাবে] হবে! [হেল্‌মার পকেট থেকে একটা চাবির থোক বের করে বাইরের ঘরের দিকে এগুলো] টরভিল্‌ড! ওখানে আবার কী করতে চলেছো?

হেল্‌ চিঠির বাক্সটা খালি করতে। একেবারে ভরতি হয়ে রয়েছে, কাল সকালে খবরের কাগজ ধরবার জায়গা নেই।

নোরা আজ রাতে কী তোমার কাজকর্ম করবে না কি?

হেল্‌ জানই ত, আজ রাতে আর কাজকর্ম করব না।...এ আবার কি! এ তালাটায় কে যেন কিছু কারসাজি করেছে!

নোরা তালাটায়?

হেল্‌ হুঁ। নিশ্চয়ই কেউ কিছু করেছে। ঝি-এর ত সাহস হবে বলে মনে হয় না। এ কি? এখানে একটা মাথাব কাঁটা ভাঙ্গা! নোরা, এ নিশ্চয়ই তোমাদের কাণ্ড!

নোরা [ঠাণ্ডা গলায়] তা হলে ছেলেরা কেউ হবে!

হেল্‌ না না, ওরা যেন আর কখনো এ রকম না করে। ভালো করে নজর রেখো। যাক খুলেছে। [বাক্স থেকে চিঠিপত্তরগুলো বের করে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চেঁচিয়ে বল্ল] হেলেন, হেলেন, সদরের আলোটা নিভিয়ে দাও। [ঘরে ফিরে বাইরের ঘরের দোরটা বন্ধ করে দিলো। চিঠি বোঝাই হাতটা সামনে এগিয়ে] কাণ্ডটা দেখো! একটা স্তূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে! [চিঠিগুলো নাড়া-চাড়া করতে-করতে] এ আবার কী?

নোরা [জানালার কাছ থেকে] সেই চিঠিটা! না না, টরভিল্‌ড্‌...

হেল্‌ র‍্যাঙ্ক-এর দুটো কার্ড।

নোরা ডক্টর র‍্যাঙ্ক-এর?

হেলম্। [সেতুটোর দিকে চেয়ে] ডক্টর র‍্যাঙ্ক! একেবারে ওপোরে ছিলো। নিশ্চয়ই এইমাত্র যাবার সময় ফেলে গিয়েছে।

নোরা। ওপোরে কিছু লেখা আছে না কি?

হেলম্। নামটা কালো দাঁড়ি দিয়ে কাটা! দেখ ত কী রকম অস্বস্তি লাগে! মনে হয় নিজে নিজেই যেন ওর মৃত্যুর কথা জানিয়ে যাচ্ছে।

নোরা। সত্যিই তাই জানাচ্ছে।

হেলম্। কী? এ ব্যাপারের কিছু জানো না কি? তোমায় কিছু বলেছে না কি?

নোরা। হুঁ। বলেছিলো কার্ড দুটো যখন আসবে তখন যেন বুঝি উনি ছুটি চান, আমাদের কাছ থেকে ছুটি! অর্থাৎ উনি এবার দোর বন্ধ করবেন এবং তারপর মৃত্যু বরণ করবে।

হেলম্। ওঃ, আমার কতদিনের বন্ধু! জানতুম ওকে আর বেশি দিন পাবো না! কিন্তু এত তাড়াতাড়ি? আর তাই ও নিজেকে লুকোতে চায়, আহত পশুর মতো?

নোরা। ব্যাপারটা যদি অনিবার্যই হয় চুপচাপ ঘটাই ভালো, নয়কি টরভিল্ড?

হেলম্। [পায়চারি করতে-করতে] আমাদের জীবনের মধ্যে ও এতখানি মিশে গেছে যে ওকে বাদ দিয়ে কিছু ভাবতে পারাই কঠিন। ও ছিল দুঃখ আর নিঃসঙ্গতায় পূর্ণ, আমাদের উজ্জ্বল আনন্দময় জীবনের পেছুনে অন্ধকার মেঘের পটভূমির মত। কে জানে, ঠিকই করেছে বোধ হয়, ওর তরফ থেকে। [স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে]—হয়ত আমাদের তরফ থেকেও। শুধু তুমি আর আমি এখন রইলুম, আর কেউ নয়। [ওকে জড়িয়ে ধরে] নোরা, তোমায় যেন যথেষ্ট নিবীড় ভাবে পাচ্ছি না। জানো নোরা, মাঝে-মাঝে কী

অদ্ভুত সাধ জাগে? মনে হয় তোমার মাথার ওপর আসুক দারুণ বিপদ, যাতে আমি আমার জীবন, আমার রক্তের প্রত্যেক কণা, আমার সর্বস্ব পণ করে তোমার জন্যে লড়তে পারি, তোমার জন্যে যুঝতে পারি—শুধু তোমার জন্যেই নোরা।

নো রা [নিজেকে মুক্ত করে কঠিন গলায়] এবার চিঠিগুলো শেষ করে ফেলো, টরভিল্ড।

হে ল্ না না, আজ নয়। আজ রাতে শুধু তোমার কাছে থাকতে চাই, শুধু পেতে চাই তোমাকে।

নো রা তোমার বন্ধুর মৃত্যু সংবাদে—

হে ল্ হুঁ। ঠিক বলেছো। আমাদের দুজনকেই এ সংবাদ স্পর্শ করেছে। একটা কুৎসিৎ জিনিস এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের মাঝে—মৃত্যুর চিন্তা। মন থেকে সেটা দূর করতে হবে। বরং, যতক্ষণ না মন থেকে ওটা তাড়াতে পারি ততক্ষণ যে যার নিজের ঘরে যাই।

নো রা [ওর গলা জড়িয়ে ধরে] শুভরাত্রি, টরভিল্ড, শুভরাত্রি!

হে ল্ [ওর কপালে চুমো খেয়ে] শুভরাত্রি; নোরা। একটানা একটা ঘুম দিয়ে নাও। আমি ইতিমধ্যে চিঠিগুলো পড়ে ফেলি। [চিঠিগুলো নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলো; দোরটা ভেজিয়ে দিলো।]

নো রা [ঘরে এলোমেলো ঘুরে হঠাৎ হেল্মারের ডমিনোটা তুলে নিয়ে গায়ে জড়াতে-জড়াতে চাপা গলায় নিজের মনেই বললো] আর ওকে দেখতে পাব না, একবারের মতোও না। [মাথায় শালটা জড়িয়ে নিতে-নিতে] বাচ্ছাদেরও আর দেখতে পাব না। একবারের মতো না—একবারও না। ওঃ! বরফের মতো কালো জল, অতল গভীর! ব্যাপারটা যদি একবার চুকিয়ে নেওয়া যেত! এতক্ষণে চিঠিটা ও খুঁজে বের করেছে, পড়তে সুরু করেছে। চল্লুম। চল্লুম টরভিল্ড। চল্লুম খোকাখুকুর দল! [ও দৌড়ে প্রায় ঘর থেকে

বেরিয়ে যাচ্ছিলো, এমন সময় হাতে একটা খোলা চিঠি নিয়ে হেল্‌মার তাড়াতাড়ি দোর খুলে দাঁড়ালো।]

হে ল্‌ নোরা !

নো রা কি ।

হে ল্‌ এর মানে ? চিঠিতে কী লেখা আছে জানো ?

নো রা হুঁ, জানি। আমায় যেতে দাও, আমায় যেতে দাও।

হে ল্‌ [ওকে আটকে ধরে] কোথায় যাচ্ছ ?

নো রা [নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে] আমায় বাঁচাবার চেষ্টা কোরো না, টরভিল্‌ড।

হে ল্‌ [যেন মাথা ঘুরছে] সত্যি ? চিঠিতে যা পড়লুম তা কি সত্যি ? কী সাংঘাতিক ! না না, সত্যি হতে পারে না। অসম্ভব !

নো রা সমস্তই সত্যি। তোমায় যে রকম ভালোবেসেছি পৃথিবীতে···।

হে ল্‌ আঃ ! ও সব বাজে অজুহাত রেখে দাও !

নো রা [ওর দিকে এক পা এগিয়ে] টরভিল্‌ড !

হে ল্‌ তুমি এ কী করেছ !

নো রা আমায় ছেড়ে দাও। আমার জন্যে তুমি কেন দুর্ভোগ সইতে যাবে ? কেন তুমি নিতে যাবে নিজের ঘাড়ে···?

হে ল্‌ দয়া করে নাটক কোরো না। [বাইরের ঘরের দোর বন্ধ করে দিলো] দাঁড়াও। আমার কথার জবাব দাও ! কী যে করেছ তা বুঝতে পার ? জবাব দাও ! কী যে করেছ তা ঠিক বুঝতে পারো ?

নো রা [ওর দিকে ধীর ভাবে চাইলো। নোরার মুখে ক্রমশ একটা বিতৃষ্ণার ভাব ফুটে উঠতে লাগলো] এতক্ষণে ঠিক বুঝতে সুরু করেছি।

হে ল্‌ [ঘরে পায়চারি করতে করতে] ওঃ, কী সাংঘাতিক জেগে ওঠা ! এই আট বছর ধরে যে ছিলো আমার একমাত্র গৌরব আজ

দেখছি সে একটা প্রতারক মাত্র,—একটা মিথ্যেবাদি—তার চেয়ে জঘন্ন, একটা জোচ্চোর! এমন নোংরা যে কথায় কুলোয় না! ঘেন্না ঘেন্না! [নোরা ওর দিকে স্থিরভাবে চেয়ে টরভিল্‌ড তার সামনে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো] আগে থাকতেই আঁচ করা উচিত ছিলো যে এই রকম কিছু একটা ঘটবে! তোমার বাবার সমস্ত হঠকারিতা—চুপ করো—তোমার বাবার হঠকারিতা তোমার মধ্যে দেখা দিয়েছে। ধর্ম নেই, নীতি নেই, কর্ত্তব্যজ্ঞান নেই। তোমার বাবাকে আমি সেবার অতো করে বাঁচিয়েছি শুধু তোমার মুখ চেয়েই! এই তার প্রতিদান!

নোরা হুঁ, এইটুকুই!

হেল্‌ তুমি আমার সমস্ত সুখ ভেঙে দিলে, আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ ধ্বংস করলে! ভাবতেই সাংঘাতিক লাগে! একটা বদলোকের মুঠোর মধ্যে গিয়ে পড়লুম; আমাকে দিয়ে এবার ও যা খুসি করবে, যা খুসি তাই চাইবে, যা খুসি তাই হুকুম করবে। একটা আপত্তি তুলতে পর্যন্ত সাহস পাব না। আর আমার যে আজ এত দুরবস্থা তা শুধু এক চিন্তাহীন মেয়ের দরুণ!

নোরা আমি চলে গেলেই তুমি মুক্তি পাবে।

হেল দয়া করে আর লম্বা-চওড়া বক্তৃতা শুনিও না। তোমার বাবার মুখেও অমন অনেক কথা সব সময়ই লেগে থাকতো। তুমি যে বলছো চলে যাবে—তাতেই বা আমার কী লাভ হবে শুনি? কিছু না। ব্যাপারটা ও সকলের কাছে অনায়াসেই রটিয়ে দিতে পারে, আর যদি তাই দেয় তা হলে সবাই ভাববে তোমার এই জুয়াচুরির ব্যাপারে আমিও নিশ্চয়ই অংশিদার ছিলুম। লোকের মনে স্বভাবতই এ-কথা উঠবে যে সবটার পেছনে আমিই ছিলুম, আমিই তোমায় ফুস্‌লিয়েছি! সমস্ত বিবাহিত জীবনের এতগুলো দিন ধরে

তোমায় যে যত্ন আদর করেছি তার যোগ্য প্রতিদানই বটে ! তোমায় বাস্তবিক ধন্যবাদ জানানো উচিত। এখন কি বুঝতে পারছ আমার জন্যে ঠিক কী করেছ ?

নো রা [ঠাণ্ডা স্থির গলায়] হুঁ।

হে ল্ ব্যাপারটা এমন অসম্ভব লাগছে যে বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু একটা যা হোক বোঝাপাড়া করা দরকার। শালটা খুলে রেখে দাও। খুলে রাখো—রাখো বলছি। যেমন করে হোক লোকটাকে ঠাণ্ডা করতে হবে। যেমন করে হোক ব্যাপারটা চাপা দিতে হবে। এমন ভাব দেখাতে হবে যে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঠিক আগের মতোই আছে—অবশ্য সবটুকুই বাইরের লোকের চোখে। আমার বাড়িতেই তুমি থাকবে। কিন্তু বাচ্ছা ছেলেপুলেদের আর তোমার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া সম্ভব নয়, তোমায় অতোখানি বিশ্বাস করলে ঠকতে হবে। যাকে আমি এতোদিন এমনভাবে ভালোবেসেছি, এমন কি এখনো যাকে—নাঃ, যাক, সে-সব চুকে গেছে। জীবনে সুখটুখ-এর কথা আর তোলাই সম্ভব নয় ; আজ থেকে শুধু বাইরের দিকটুকু বজায় রাখাই একমাত্র কাজ। যেমন করে হোক ভাঙাচোরা টুকরোগুলোকে গোছগাছ করে ···

[বাইরে কলিংবেলের শব্দ]

হে ল্ [চমকে উঠে] এ আবার কী ? এত রাতে ! তা হলে কি, তা হলে কি ও ··· ? নোরা, লুকিয়ে পড়ো, লুকিয়ে পড়ো ! বলে দিও তোমার শরীর খারাপ।

[নোরা নিশ্চল। হেল্মার বাইরের ঘরের দোরটা খুলে দিল।]

ঝি [আলুথালু অবস্থায় দোরগোড়ায় এসে] মা-র নামে একটা চিঠি !

হে ল্ দেখি, আমায় দাও। [চিঠি নিয়ে দোর বন্ধ করে] হুঁ, ওর কাছ থেকেই। তুমি পড়তে পাবে না। আমিই পড়ে দেখবো।

নোরা পড়ো।

হেল্ [বাতির পাশে দাঁড়িয়ে] পড়ে দেখতে সাহস হচ্ছে না। হয়ত আমাদের দুজনেরই সর্বনাশের ব্যাপার এতে আছে। নাঃ, জানতেই হবে। [খামটা ছিঁড়ে খুলল। কয়েকটা পংক্তির উপর চোখ দিল, চিঠির মধ্যে থেকে আর একটা কাগজ বের করে দেখল, তারপর উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল] নোরা—[নোরা ওর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে চাইল।]—নোরা! নাঃ, দেখি আর একবার পড়ে দেখি! বেঁচে গেছি নোরা, আমি বেঁচে গেছি—

নোরা আর আমি?

হেল্ তুমিও। নিশ্চয়ই। দুজনেই বেঁচে গেছি, তুমি আর আমি দুজনেই। দেখো, ও তোমায় সেই দলিলটা ফেরত পাঠিয়েছে। লিখেছে যে যা ঘটে গেছে তার জন্যে লজ্জিত ও দুঃখিত। লিখেছে যে জীবনে হঠাৎ এক পরম সৌভাগ্য এসে পড়ার দরুণ···চুলোয় যাক ওর সৌভাগ্য-টৌভাগ্য—আমরা বেঁচে গেছি, নোরা। এখন আর কেউ তোমায় কিচ্ছু করতে পারে না। ওঃ! নোরা নোরা—নাঃ; প্রথম এই নোংরা কাগজটার নিকেশ করতে হবে। দেখি একবার—[কাগজটার দিকে চেয়ে দেখল] না না, ওটাকে আর দেখতে চাই নে। সমস্ত ব্যাপরটা আমার কাছে শুধু একটা দুঃস্বপ্ন হয়ে থাকুক। [দুটো চিঠি এবং দলিল ছিঁড়ে ফেলে আগুনে দিয়ে দিলো। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো ওগুলো পুড়ে চলেছে] যাক—ওগুলোর আর কোনো চিহ্নই রইল না। ক্রগ্‌ষ্টাড লিখছে ক্রিসমাসের সন্ধ্যা থেকে—। ওঃ; নোরা এ তিনটে দিন নিশ্চয় অতি ভয়াবহ ভাবে কাটাতে হয়েছে।

নোরা এ তিনটে দিন কঠিন ভাবে যুঝেছি।

হে ল্‌ যন্ত্রণা ভুগেছো আর একটিমাত্র পথ ছাড়া কিছু ভেবেও পাওনি। যাক, ও সব কথা একবারও আর আমরা মনে আনব না। শুধু আনন্দে চীৎকার করব—সবটুকু শেষ হয়ে গিয়েছে, চুকে গিয়েছে—শোনো নোরা, তোমায় দেখে ত মনে হচ্ছে না যে সমস্ত চুকে যাওয়াটা অনুভব করতে পারছ। এ আবার কি? এ রকম নিস্তেজ জমাট মুখে করে কেনো? আহা আমার বাচ্ছা নোরা, সবই আমি বুঝতে পারি বইকি। তুমি হয়ত বিশ্বাসই করতে পারছ না আমি তোমায় সবটা ক্ষমা করলুম কী করে! কিন্তু সত্যি বলছি নোরা, শপথ করে বলছি, আমি তোমায় একেবারে ক্ষমা করেছি। জানি এ কাজ যে করে ফেলেছিলে তা শুধু আমায় ভালোবাসো বলেই।

নো রা হুঁ, সত্যি।

হে ল্‌ স্ত্রীর পক্ষে স্বামীকে ঠিক যেমন ভাবে ভালোবাসা উচিত তুমি আমায় তেমনি ভাবেই ভালোবেসেছো। কেবল, যে উপায় অবলম্বন করেছিলে সে উপায়টাকে ঠিকমতো বুঝতে পারোনি। নিজের দায়িত্বে কী ভাবে চলতে হয় সেটুকু জানো না বলেই তোমায় আমি কম ভালোবাসবো না কি? না না, আমার ওপর নির্ভর করে থেকো; তোমায় উপদেশ দেবো, পথ দেখাবো। তোমার অসহায় ভাব তোমায় দ্বিগুণ সুন্দর করে তুলেছে: এটুকু না বুঝতে পারলে আমি আর পুরুষ কিসে? ব্যাপারটা প্রথম দেখে আমার সমস্ত গোলমাল হয়ে গিয়েছিলো, তখন তোমায় যে সব কড়া কথা বলেছি তার জন্যে কিছু মনে কোরো না। নোরা, তোমায় আমি ক্ষমা করেছি, সত্যি বলছি ক্ষমা করেছি।

নো রা ক্ষমার জন্যে ধন্যবাদ। [ডানদিকের দোর দিয়ে বেরিয়ে গেলো।]

হে ল্‌ আহা, যেও না—[উঁকি মেরে] কী করছ ওখানে?

নো রা [ভিতর থেকে] ক্যাম্সিড্রেসের পোষাক বদলাচ্ছি।

হে ল্ [খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে] ঠিক। নিজেকে সামলে নাও, মন একটু ঠাণ্ডা করো। ওরে আমার বাচ্ছা বুলবুলি, আমার দীর্ঘ পাখার আড়ালে তোমায় সামলে রাখবো। [দরজার সামনে পায়চারি করতে লাগল।] নোরা, বাড়িটা কী চমৎকার লাগছে! দিব্বি গরম আর খাসা আরাম এই ত তোমার সংসার, এখানে তুমি একেবারে নিরাপদ। বাজপাখীর থাবা থেকে পায়রাকে যেমন করে বাঁচাতে হয় এখানে আমি তোমায় ঠিক তেমনি করে বাঁচিয়ে রাখবো, তোমার দুরুদুরু বুকে আনব শান্তি। আস্তে-আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে; বিশ্বাস কর নোরা। কাল সকালেই দেখবে সব যেন বদলে গেছে; কিছুক্ষণের মধ্যেই সব ঠিক আগেকার মতো শান্ত দেখাবে। আর একটু পরেই তোমায় আর সাহস দিতে হবে না, বোঝাতে হবে না তোমায় ক্ষমা করেছি। নিজেনিজেই তুমি বুঝতে পারবে। সত্যি-সত্যি কি তোমায় শাস্তি দিতে পারি, এমন কি ধমক দিতে পারি? এ কথা মনেও আনতে পারো? মানুষের মন যে কী রকম সে সম্বন্ধে তোমার কোনো ধারণাই নেই নোরা। স্ত্রীকে ক্ষমা করার এমন এক মধুর অনুভূতি আছে, এমন এক অপূর্ব শান্তি আছে যে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভবই নয়—সম্পূর্ণ ভাবে, সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে ক্ষমা করার শান্তি! মনে হয় এতে স্ত্রী যে আরও নিকট আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো, মনে হয় তাকে দেওয়াহোলো নতুন জীবন, সে যেন একই সঙ্গে হয়ে দাঁড়ালো স্ত্রী এবং শিশু। তাই, এত সব ব্যাপার ঘটে যাবার পর তুমি যেন আমার আরো কাছে সরে এলে—আমার বাচ্ছা খুকিটা! নোরা কিছু নিয়ে আর দুশ্চিন্তা কোরো না; কেবল আমার কাছে কিছু গোপন কোরো না; তোমায় জোগাবো—বুদ্ধি ও বিবেকে। এ কী? শুতে গেলে না? জামাকাপড় বদলেচ্ছো না কি?

নোরা [সান্ধ্য পোষাকে] হুঁ, টরভিল্ড, জামাকাপড় বদলেছি।

হেল্ কিন্তু, এত রাত্তিরে, কী হবে?

নোরা আজ রাতে ঘুমোবো না।

হেল্ কিন্তু নোরা, আমার ···

নোরা [ঘড়ির দিকে চেয়ে] এখনো তেমন দেরি হয়নি। বোসো টরভিল্ড, তোমার সঙ্গে অনেকগুলো কথা আছে। [টেবিলের একপাশে বস।]

হেল্ নোরা, একী? এ রকম ঠাণ্ডা জমাটবাঁধা মুখ কেন?

নোরা বোসো একটু সময় লাগবে। অনেকগুলো কথা আছে।

হেল্ [টেবিলের উল্টো দিকে বসল] আমায় যে ঘাবড়ে দিচ্ছো। নোরা, কিচ্ছু বুঝছি না।

নোরা না, ঠিক আছে। তুমি আমায় বুঝতে পারছো না, আমিও এতোদিন তোমায় ঠিক বুঝতে পারিনি। আজ রাত্তিরে বুঝলুম। না, বাধা দিও না। যা বলছি চুপ করে শুনতে হবে। টরভিল্ড, হিসেব-নিকেশ চুকোতে বসেছি।

হেল্ তার মানে?

নোরা [একটু চুপ করে থেকে] এ ভাবে দুজনের বসে থাকার মধ্যে একটা খাপছাড়া জিনিস লক্ষ্য করছ না

হেল্ সে আবার কী?

নোরা আমাদের বিয়ে হয়েছে আজ আট বছর হোলো। কিন্তু, এই প্রথম আমরা দুজনে, স্বামী আর স্ত্রী, একটা গম্ভীর আলোচনার চেষ্টা করছি,— লক্ষ্য করেছো কি?

হেল্ [গম্ভীর] তার মানে?

নোরা এই আট বছর ধরে—আট বছর কেন তারও অনেক বেশি,— আমাদের প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে আজ পর্যন্ত, কোনো গম্ভীর কথা নিয়ে দুজনে আমরা একসঙ্গে কিছু ভাবিনি।

হেল্‌ তাই বলে আমার যে সব দুশ্চিন্তার ব্যাপারে তোমার কোনো হাতই নেই সেগুলো তোমায় বলেবলে মন ভারি করে তুলব না কি?

নোরা আমি শুধু সাংসারিক ব্যাপারের কথা বলছি নে। কিন্তু, এ পর্যন্ত দুজনে একসঙ্গে কোনো একটা কিছু নিয়েও গভীর ভাবে ভেবে দেখিনি।

হেল্‌ কিন্তু, নোরা, তাতে তোমার কী সুখ হত?

নোরা ঠিক। তুমি আমায় একদিনও বুঝতে পারোনি। আমার প্রতি বরাররই খুব অবিচার করা হয়েছে—প্রথম বাবা করেছেন, তারপর তুমি।

হেল্‌ কী? আমরা? আমরা? পৃথিবীতে তোমায় না আমরাই সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছি!

নোরা [মাথা দুলিয়ে] তুমি কোনোদিনই আমায় ভালোবাসোনি। বরাবরই মনে করেছো আমায় ভালবাসতে লাগে বেশ!

হেল্‌ নোরা তোমার মুখ থেকে এ সব কী শুনছি?

নোরা ঠিকই শুনছো। যখন বাবার কাছে বাড়িতে থাকতুম তখন তিনি বরাবরই সব বিষয়ে তাঁর মতটাই জানাতেন, সেই মতই আমায় মানতে হত, আমার মত হয়ে দাঁড়াতো। যদিই বা কখনো অন্য কথা মনে হত আমি চেপে যেতুম কেন না তাঁর সেটা ভালো লাগবে না। আমায় তিনি আদর করতেন পুতুল বলে, আমার সঙ্গে খেলা করতেন ঠিক আমি যে ভাবে পুতুলদেয় নিয়ে খেলা করতুম সেই ভাবেই। তারপর, যখন তোমার কাছে থাকতে এলুম—

হেল্‌ বিবাহ ব্যাপারটা নিয়ে এ কোন্‌ ধরণের ভাষা?

নোরা [অবিচলিত ভাবে] আমি বলতে চাই যে বাবার কাছ থেকে তোমার কাছে আমার শুধু হাতবদল হোলো। তুমি তোমার নিজের রুচিমতো সবকিছু গোছাতে সুরু করলে, তাই তোমার রুচিই আমার রুচি করে নিতে হোলো, কিম্বা মেনে নেবার ভাণ করতে হোলো। এখনো ঠিক বুঝতে পারি না—কখনো মনে হয় মেনেই নিয়েছি, কখনো মনে হয় শুধু ভাণ করেছি। পেছন ফিরে অতীতের দিকে তাকালে মনে হয় এখানে নেহাৎ অভাগা মেয়ের মতো আমার দিন কেটেছে। শুধু খেতেপরতে পেয়েছি। শুধু তোমার জন্যে

মজা করতেই আমি এতদিন থেকেছি। তুমি তাই চেয়েছো। তুমি আর বাবা—দুজনেই আমার বিরুদ্ধে মস্ত পাপ করেছো। আমার জীবন নিয়ে যে কিছু করতে পারলুন না, আমার জীবন যে নিছক নষ্ট হল, তার জন্যে দায়ী তুমি, টরভিল্ড।

হে ল্ কী অন্যায়, কী অকৃতজ্ঞতা! এখানে তুমি সুখে থাকোনি?

নো রা না, সুখ আমার কোনোদিন জোটেনি। মাঝেমাঝে মনে হয়েছে সুখে আছি, কিন্তু সত্যি সুখ একদিনও পাইনি।

হে ল্ তুমি, তুমি সুখী নও!

নো রা না, ফুর্তি জুটেছে বটে কিন্তু সুখ নয়। আমার প্রতি তোমার করুণার অভাব একদিনও ঘটেনি। কিন্তু আমাদের সংসার খেলা-ঘর ছাড়া কোনোদিনই কিছু নয়। আমি তোমার পুতুল-বৌ হয়েই রইলুম, যেমন আমি ছিলুম বাবার কাছে পুতুল-খুকী! এখানে আমার কটা পুতুল রয়েছে, আমার বাচ্ছারা। আমার সঙ্গে তুমি খেলা করলে আমার ভারি মজার লাগে, ঠিক তেমনি ওদের সঙ্গে আমি খেলা করলে ওদেরও মজার লাগে। এই হোলো আমাদের বিয়ের মানে।

হে ল্ যা বলছ তাতে কিছুটা সত্যি অবশ্য আছে, যদিও অনেকখানি বাড়ানো আর ব্যাঁকানো। যাই হোক, খেলার সময় এখন থেকে শেষ হোলো। এবার সুরু হবে শেখার সময়।

নো রা শিক্ষা? কার জন্যে? আমার না বাচ্ছাদের?

হে ল্ তোমারও, বাচ্ছাদেরও, নোরা।

নো রা হায়! টরভিল্ড, আমাকে তোমার যোগ্য স্ত্রী করে নিতে পারো সে শিক্ষা দেবার মতো শক্তি তোমার নেই।

হে ল্ এ-কথা তুমি বলতে পারলে!

নো রা আর আমি—আমি বাচ্ছাদের মানুষ করে তুলব কেমন করে?

হে ল্ নোরা!

নো রা একটু আগে তুমিই না বল্লে বাচ্ছাদের আমার হাতে দিয়ে তোমার শান্তি নেই।

হে ল্ রাগের মাথায় মুখ ফসকে যে কী বলে ফেলেছি সে-কথায় অত জোর দিচ্ছ কেন?

নো রা হুঁ। ঠিকই বলেছিলে। সে কাজের যোগ্যতা আমার সত্যি নেই। তার আগে প্রথম দরকার আর একটা কাজ, নিজেকে ঠিক-

—মতো শিক্ষা দিয়ে নিতে হবে। সে-কাজে আমায় সাহায্য করার যোগ্যতা তোমার নেই। সে-কাজ আমায় করতে হবে নিজে-নিজেই। তাই, এখন তোমায় ছেড়ে যাচ্ছি।

হেল্‌ [লাফিয়ে উঠে] কী বল্লে?

নোরা নিজেকে চিনতে হলে, আশপাশের সবকিছু বুঝতে হলে, প্রথম দরকার আলাদা হয়ে সরে দাঁড়ানো। তাই তোমার কাছে থাকা আর সম্ভব নয়।

হেল্‌ নোরা, নোরা!

নোরা এখুনি আমি চলে যাচ্ছি আজ রাতটুকু ক্রিষ্টাইন নিশ্চয়ই ওর কাছে থাকতে দেবে।

হেল্‌ তোমার মাথার ঠিক নেই। এ আমি হতে দেবো না। তোমায় আদেশ করছি···

নোরা আমায় আর আদেশ করে কোনো লাভ নেই। সঙ্গে নেব শুধু যে জিনিস আমার নিজের। তোমার কাছ থেকে কিছু নেব না— এখনো নয়, পরেও নয়।

হেল্‌ এ কী অদ্ভুত পাগলামি!

নোরা কাল আমি ফিরে যাব বাড়ি, মানে আমাদের পুরনো বাড়ি। সেখানে যা হোক একটা কাজ জুটিয়ে নেওয়া সহজ হবে।

হেল্‌ অন্ধ, উন্মাদ মেয়ে কোথাকার!

নোরা কিন্তু কিছুটা বুদ্ধি ত জোগাড় করতেই হবে।

হেল্‌ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে? স্বামী ছেড়ে, ছেলেপুলে ছেড়ে?— লোকে কী বলবে ভেবে দেখছো না একবার?

নোরা সে সব ভেবে দেখা আর সম্ভব নয়। আমি শুধু ভাবছি ঠিক কী আমার নিজের জন্যে একান্তভাবে প্রয়োজন!

হেল্‌ সাংঘাতিক কথা! নিজের পবিত্রতম কর্তব্যগুলো এ ভাবে ফেলে যেতে সংকোচ লাগছে না?

নোরা আমার পবিত্রতম কর্তব্য ঠিক কী?

হেল্‌ সে কথাও তোমায় বলে দিতে হবে? তোমার স্বামীর প্রতি কর্তব্য, তোমার সন্তানের প্রতি কর্তব্য—

নোরা আমার অন্য কর্তব্যও আছে—সমান পবিত্রই!

হেল্‌ না নেই। এমন কী কর্তব্য হতে পারে?

নো রা নিজের প্রতি কর্তব্য।

হে ল্ সবচেয়ে আগে তুমি হলে স্ত্রী, তুমি হলে মা —

নো রা এ কথায় আমার আর বিশ্বাস নেই। আমার বিশ্বাস সব প্রথম আমি হলুম বিবেকসম্পন্ন-মানুষ; ঠিক তুমি যে রকম সেই রকমই। যদি আমি তা না-ও হই তা হলে তাই হতে হবে। টরভিল্ড, এ-কথা আমি জানি যে তুমি যা সব বলছ অনেকেই তা বলে থাকে। অনেক বইতেও সে সব কথা লেখা আছে। কিন্তু সবাই যা বলে কিম্বা যে সব কথা বই-এ লেখা থাকে তা নিয়ে আর আমার শান্তি নেই। সবটুকু নিজে ভেবে দেখতে চাই, নিজে বুঝতে চাই।

হে ল্ সংসারে তোমার স্থান ঠিক কী তা তুমি বুঝতে পারো? এ সব ব্যাপারে নির্ভর-যোগ্য একজন পথপ্রদর্শকের দরকার পড়ে না কি? ধর্ম বলে জিনিসও কি তোমার মধ্যে নেই?

নো রা টরভিল্ড, আমার মনে হচ্ছে ধর্ম জিনিসটা যে ঠিক কি তা আমি জানি না।

হে ল্ কী বলছ নোরা?

নো রা পুরুতের মুখে যেটুকু শুনেছি শুধু সেইটুকুই আমি জানি। সে শুধু বলেছে এটা-ওটা করার নামই ধর্ম। এ-সব ছেড়ে চলে যাবার পর নিজেকে যখন একা পাব তখন এ কথাটুকুও ভেবে দেখবার চেষ্টা করব। ভেবে দেখব পুরুত যা বলেছে তা সব সত্যি কি না,— অন্তত আমার পক্ষে সত্যি কি না!

হে ল্ তোমার বয়সের মেয়ের মুখে এ কথা ভাবা যায় না। কিন্তু, ধর্ম বলে জিনিস যদি তোমায় পথ দেখাতে না পারে তা হলে তোমার বিবেককে জাগানো যাক। আশাকরি সুনীতি-দুর্নীতি সম্বন্ধে তোমার একটা ধারণা আছে। না কি, তাও নেই?

নো রা সত্যি বলছি, টরভিল্ড, সে কথার উত্তর দেওয়া সহজ নয়। আমি সত্যি জানি না। ব্যাপারটা বরাবর আমায় ধাঁধাঁ লাগিয়েছে। কেবল এটুকু জানি যে জিনিসটো আমরা দুজন দুভাবে দেখছি। আর একটা জিনিস শিখলুম, আইন বলতে এতদিন যা বুঝতুম সেটা আসলে তা নয়। কিন্তু আইন জিনিসটে যে ন্যাজ্য তা আমি কিছুতে স্বীকার করতে পারছি না। তার মতে মুমূর্ষ বৃদ্ধ পিতাকে দুশ্চিন্তা থেকে

রেহাই দেওয়া ঠিক নয়, তার মতে স্বামীর জীবন বাঁচানোটাও ঠিক নয়। আমি তা মানতে পারি না।

হে ল্‌ ছেলেমানুষের মতো কথা বলছো। যে দুনিয়ায় বাস করছ সে দুনিয়া যে একটুও চেনো না।

নো রা না, চিনি না। এইবার চেষ্টা করে · ·

হে ল্‌ তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছো, নোরা। তুমি যেন ভুল বকছ। এমন কি, বোধ হচ্ছে তোমার মনেরও কোনো ঠিক নেই।

নো রা আজ রাতে নিজের মনকে যে-রকম স্পষ্টভাবে বুঝেছি সে-রকম জীবনে কখনো বুঝিনি।

হে ল্‌ স্বচ্ছ ও শান্ত মন নিয়ে স্বামী আর ছেলেপুলে ছেড়ে চলে যেতে চাইছো ?

নো রা হুঁ।

হে ল্‌ তা হলে শুধু একটা কথা বুঝতে হবে।

নো রা কী কথা ?

হে ল্‌ আর তুমি আমায় ভালোবাসো না।

নো রা হুঁ, ঠিক বলেছো।

হে ল্‌ নোরা, এ কথা বলতে পারলে ?

নো রা বলতে কঠিন যন্ত্রণা হয় টরভিল্‌ড। কেননা, এতদিন তুমি আমার প্রতি অকৃপণ দয়া দেখিয়েছো। কিন্তু, কী করব বল ? তোমায় সত্যি আর ভালোবাসি-না।

হে ল্‌ [নিজেকে সামলে নিয়ে] একথাও কি পরিষ্কার ভাবে ভেবে-চিন্তে বলছ ?

নো রা হুঁ ; একেবারে পরিষ্কার ভাবে ভেবে। তাই এখানে আমার আর থাকা সম্ভব নয়।

হে ল্‌ তোমার ভালোবাসা কী করে হারালুম সে কথা কি বলবে ?

নো রা হুঁ, নিশ্চয়ই। আজ রাতের একটা ব্যাপারে। যে আশ্চর্য ঘটনার জন্যে এতদিন অপেক্ষা করেছিলুম সে আশ্চর্য ঘটনা আর ঘটল না। দেখলুম, তোমায় যা মনে করতুম তুমি তা নও।

হে ল্‌ আর একটু খুলে বল। কিছুই বুঝতে পারছি না।

নো রা পুরো আট বছর ধৈর্য ধরে ছিলুম। সত্যি বলছি, আমার স্থির ধারণা ছিলো আশ্চর্য ঘটনা রোজ ঘটে না, তাই। তারপর

এলো এই সাংঘাতিক দুর্ঘটনা, মনেমনে ঠিক করে নিলুম সেই আশ্চর্য ঘটনা এতদিন পরে এবার ঘটবে। ক্রগ্‌ষ্টাডের চিঠি ওখানে যতক্ষণ পড়েছিলো ততক্ষণ একটিবারের মতোও আমার মনে হয়নি তুমি ওর আদেশ মেনে নিতে পারো। আমি নিশ্চিত জানতুম যে তুমি বলবে: কথাটা প্রকাশ করো সমস্ত দুনিয়ার সামনে। তারপর···

হেল্‌ হুঁ; তারপর? দুনিয়ার চোখে আমার স্ত্রীর ঘাড়ে কদর্য কলঙ্ক এসে জমার পর—

নোরা তারপর, আমি নিশ্চিত ছিলুম, তুমি এগিয়ে এসে সমস্ত বোঝা নিজের ঘাড়পেতে নিতে চাইবে।

হেল্‌ নোরা!

নোরা তুমি বলতে চাও যে তোমার এতখানি আত্মত্যাগ আমি মেনে নিতুম না, এই ত? নিশ্চয়ই নিতুম না। কিন্তু তোমার সান্ত্বনার পাশে আমার কথা কতটুকু হয়ে যেতো? আমি অপেক্ষা করে ছিলুম এই আশ্চর্য ঘটনাটুকুর জন্যে। মনেমনে ভয়ও ছিলো। তাই ঠিক করেছিলুম, রেহাই পাবার জন্যে করতে হবে আত্মহত্যা।

হেল্‌ নোরা, তোমার জন্যে দিনরাত পরিশ্রম করতে রাজি আছি, রাজি আছি দৈন্য ও অভাব মেনে নিতে। কিন্তু যাকে ভালোবাসা যায় তার জন্যে আত্মসম্মান জিনিসটা বিসর্জন দেওয়া অসম্ভব। কোনো মানুষই পারে না।

নোরা কিন্তু হাজার হাজার নারী তা করেছে।

হেল্‌ অসহায় শিশুর মতো কথা বলতে সুরু করলে যে!

নোরা হয়ত তাই, কিন্তু যে মানুষের সঙ্গে নিজেকে বাঁধতে চাই তার মতো কথা তুমিও বলছ না। তারপর, ভয়টুকু কেটে যাওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই—তাও আমার বিপদের ভয় নয়, তোমার নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভয়—সেটুকু চুকে যখন গেলো, তুমি যেন ঠিক আগেকার লোক হয়ে গেলে! কিছুই যেন হয়নি! আমি আবার হয়ে গেলুম তোমার সেই বুলবুলি, সেই পুতুল। এমন কি তাকে তুমি আরও অনেক যত্নে নাড়াচারা করতে চাইলে—এতো ভঙ্গুর সেটা! [উঠে দাঁড়িয়ে] টরভিল্‌ড, ঠিক তখনই আমার মনে হোলো আজ এই আট বছর ধরে এক আশ্চর্য অচেনা লোকের ঘর করছি, এমন কি তার

তিনটি সন্তানের মা পর্যন্ত হয়েছি। ভাব্‌তেও অসহ্য লাগে, ইচ্ছে করে নিজেকে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলি!

হেল্‌ [দুঃখিত গলায়] হুঁ হুঁ। দেখছি একটা মস্ত ফাঁক আমাদের মধ্যে এসে পড়েছে। অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু, নোরা, সেটাকে পুরণ করে নেওয়া কি একেবারেই সম্ভব নয়?

নোরা এখন আমি আর তোমার স্ত্রী নই।

হেল্‌ কিন্তু দেখো, আমি অন্য লোক হয়ে যাবো।

নোরা হয়ত তোমার পুতুলটা কেড়ে নিলে সত্যিই তাই হবে।

হেল্‌ কিন্তু ছেড়ে যাওয়া, তোমাকে হারানো? না নোরা, এ কথার কোনো মানে বুঝছি না।

নোরা [ডান দিকে এগিয়ে] তাই জন্যেই এ কাজ করা একান্ত প্রয়োজন। [কোট টুপি ও একটা ছোটো ব্যাগ নিয়ে এলো' ব্যাগটা টেবিলে রাখলো।]

হেল্‌ নোরা,নোরা,এক্ষুনি কী দরকার? কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

নোরা [কোটটা পরতে-পরতে] অচেনা মানুষের সঙ্গে রাত-কাটানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

হেল্‌ কিন্তু এখানে ভাই-বোনের মতোও কি আমরা থাকতে পারি নে?

নোরা [টুপিটা পরে] তুমি নিজে বেশ ভালো করেই জানো যে সে জিনিস টিঁকবে না। [শালটা জড়িয়ে] চল্লুম টরভিল্‌ড, বাচ্চাদের আর দেখতে যাবো না। আমার চেয়ে ভালো লোকের হাতেই ওরা রইলো সন্দেহ নেই। এখন আর আমায় ওদের কোনো প্রয়োজন নেই।

হেল্‌ কিন্তু নোরা, একদিন, একদিন...

নোরা শোনো, টরভিল্‌ড। শুনেছি স্ত্রী যখন স্বামীকে ছেড়ে চলে যায়, যে রকম আমি যাচ্ছি, আইনমতে তখন আর স্বামীর কোনো দায় থাকে না। যাই হোক, তোমাকে সমস্ত দায় থেকে মুক্তি দিয়ে গেলুম। কোনো রকম বন্ধন আর মেনো না, আমিও মানব না। এই নাও তোমার আংটিটা, আমারটা ফিরিয়ে দাও।

হেল্‌ ওটাও?

নোরা হঁ, ওটাও।

হেল্‌ এই নাও।

নোরা ঠিক। যাক সব চুকে গেলো। এইখানে রইলো চাবি। বাড়ির কোথায় কী আছে তা ঝি-রা বেশ জানে—আমার চেয়ে ভালোই জানে। কাল আমি চলে যাবার পর ক্রিষ্টাইন এসে আমার সব জিনিসপত্তর, মানে যে জিনিসগুলো আমি বাবার বাড়ি থেকে আসবার সময় সঙ্গে এনেছিলুম, সেগুলো গুছিয়ে নিয়ে যাবে। পরে আমি আনিয়ে নেবার ব্যবস্থা করব।

হেলমার সব চুকে গেলো। সব চুকে গেলো! নোরা, আমার কথা কি তুমি আর কখনো ভেবেও দেখবে না?

নোরা জানি তোমার কথা, বাচ্চাদের কথা, এ বাড়ির কথা প্রায়ই আসবে আমার মনে।

হেলমার তোমায় কি চিঠি দিতে পারি, নোরা?

নোরা না, কক্ষোনো নয়। ও কাজ কিছুতে করতে পাবে না।

হেলমার অন্তত তোমায় কিছু করে—

নোরা কিচ্ছু না—কিচ্ছু না—

হেলমার খুব টানাটানিতে পড়লে সাহায্য করতে দিও।

নোরা না, অজানা মানুষের কাছ থেকে আমার কিচ্ছু নেওয়া উচিত নয়।

হেলমার নোরা, অচেনা মানুষ ছাড়া তোমার কাছে কোনোদিন কি আর কিছু হব না।

নোরা [ব্যাগটা তুলে নিয়ে] টরভিল্ড, একটা আশ্চর্য ঘটনা হয়ত একদিন ঘটবে।

হেলমার বলো, কী ঘটনা...

নোরা হয়তো একদিন তুমি আর আমি দুজনেই এতো বদলে যাব—আঃ টরভিলড, আশ্চর্য ঘটনা ঘটায় আর আমার বিশ্বাস নেই।

হেলমার কিন্তু আমার বিশ্বাস আছে। বল, বল। এতো বদলে যাব যে?

নোরা যে, তখন একসঙ্গে থাকলে সেটা সত্যিসত্যি' বিয়ে হয়ে দাঁড়াবে। চল্লুম। [হল দিয়ে বেরিয়ে গেলো।]

হেলমার [দরজার পাশে একটা চেয়ারে বসে পড়ে হাতের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে দিলো।] নোরা, নোরা! [চোখ তুললো। উঠে দাঁড়ালো।] ফাঁকা! চলে গেছে। [মনের মধ্যে একটা আশা ঝলসে উঠলো] সেই সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা! [এক তলায় দোর বন্ধ করার শব্দ।]

যবনিকা